Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

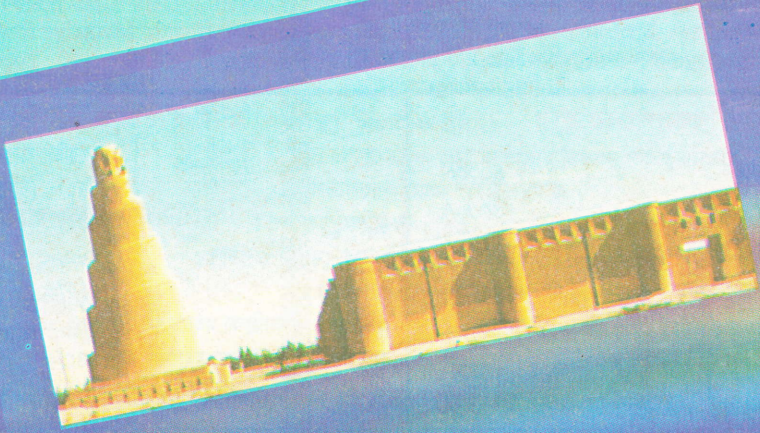

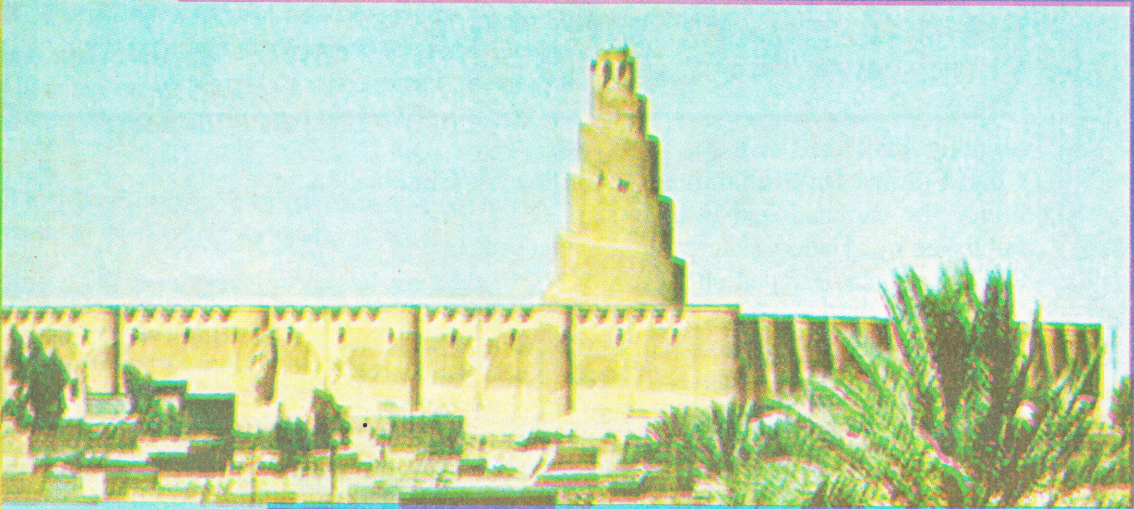

প্রকাশক ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১

মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد:٦ عدد:٨، صفر و ربيع الأول ١٤٢٤هـ/مايو ٢٠٠٣م

رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লা-হ্‌র খেলাফত কালে (২৩২-২৪৭ হিঃ/৮৪৭-৮৬১ খৃঃ) স্থাপিত ইরাকের বিখ্যাত 'সামাররা জামে মসজিদ'। যা ইসলামিক স্থাপত্য শিল্পে এক অপূর্ব নিদর্শন। ৮৫০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত উক্ত মসজিদ থেকে পৃথক মিনারটির উচ্চতা ৫৫ মিটার। - *সূত্রঃ ইন্টারনেট।*

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৪০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩৫০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৩৫০/-

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৭০/= (ষান্মাষিক ৯০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬৮৫/=	৫৮০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪৮৫/=	৩৯০/=
পাকিস্তান ঃ	৬১৫/=	৫২০/=
ইউরোপ, ও আফ্রিকা মহাদেশ	৮১৫/=	৭২০/=
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ঃ	৯৪৫/=	৮৫০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**

Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadees Foundation Bangladesh.

Kajla, Rajshahi, Bangladesh.

Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK

NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.

Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহ্‌রীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা
ছফর-রবীঃ আউয়াল ১৪২৪ হিঃ
বৈশাখ -জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ বাং
মে ২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহ্‌রীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহ্‌রীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ **tahreek@librabd.net**

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - প্রচলিত জাল হাদীছ ও সমাজে তার বৈরী প্রভাব ০৩
    - মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী
  - সূরা মাউনের সামাজিক শিক্ষা ০৭
    - ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু কথা ১০
    - আবু সা'দিয়া ইবনে খাজা ওছমান গণী ও ডাঃ ফারূক বিন আব্দুল্লাহ
  - শয়তানঃ মানুষের চরম শত্রু ১৩
    - রফীক আহমাদ
  - জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের হারানো সম্পদ ১৭
    - আবদুছ ছামাদ সালাফী
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ১৮
  - ইরাক যুদ্ধঃ মানবতার বিরুদ্ধে পশুত্বের বিজয়
    - আত-তাহ্‌রীক ডেস্ক
- **মনীষী চরিতঃ** ১৮
  - বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব নাজদী (রহঃ)
    - নূরুল ইসলাম
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ২০
  - সারস্‌ঃ আরেকটি ঘাতক ব্যাধির থাবা
    - ডাঃ মুহাম্মাদ সাইফুদ্দৌলা
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ২৪
  - উচিৎ শিক্ষা
    -আবদুর রাযযাক
- **কবিতা** ৩০
- **সোনামণিদের পাতা** ৩২
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৭
- **মুসলিম জাহান** ৪০
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৭

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

বাগদাদের পরাজয়ঃ আমেরিকার পতনের সূচনা

৯ই এপ্রিল ২০০৩ বুধবার। আসুরিক শক্তির হিংস্রতার কাছে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি বাগদাদের পরাজয় হ'ল। সারা বিশ্ব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। যাদের কিছু করার ক্ষমতা ছিল, তারা কিছুই করল না। যাদের ক্ষমতা নেই, তারাই মিছিল-মিটিং করে ও বিবৃতি দিয়ে মনোবেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটালো। কিন্তু যা হবার তাই হ'ল। আসিরিয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, আব্বাসীয় প্রভৃতি প্রাচীন পৃথিবীর কয়েকটি বিলুপ্ত সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইরাক আজ দখলদার মার্কিনীদের চারণভূমি। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁর ভাতিজা হুলাকু ওরফে হালাকু খাঁর হামলায় বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়েছিল। সেদিনের প্রেক্ষাপট ও আজকের প্রেক্ষাপট নিঃসন্দেহে ভিন্ন হ'লেও ধ্বংসের চরিত্র একইরূপ। সেদিন হালাকু এসে কেবল ৪০ লক্ষ বনু আদমকেই হত্যা করেনি, বরং বাগদাদের ঐতিহাসিক লাইব্রেরীকে ধ্বংস করেছিল সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে। লক্ষ লক্ষ বই ও পাণ্ডুলিপির চাপে সেদিন টাইগ্রীস নদীর পানিস্রোত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ হালাকুর উপদেষ্টাদের দূরদর্শী পরিকল্পনা ছিল বাগদাদকে চিরকালের জন্য তাদের অধীনস্ত করে রাখা। আর এজন্য সবচাইতে বড় প্রয়োজন ছিল, প্রথমে বাগদাদকে মুসলিম শূন্য করা। অতঃপর বেঁচে যাওয়া লোকদেরকে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাহযীব ও তামাদ্দুন থেকে বঞ্চিত করা। তারা অত্যন্ত সূচারুরূপে তাদের উদ্দেশ্য হাছিল করতে সমর্থ হয়েছিল। এজন্য তারা কেবল অস্ত্র শক্তির উপরে ভরসা করেনি, বরং যাবতীয় কূট-কৌশল অবলম্বন করেছিল। তাই সেদিন হালাকুর লোকদের সাথে আব্বাসীয় খলীফার শী'আ মন্ত্রীর গোপন ষড়যন্ত্র হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে একপ্রকার বিনা যুদ্ধে বাগদাদের পতন ঘটে। হালাকু দৃশ্যতঃ বিজয়ী হ'লেও ইতিহাসে সে ঘৃণ্য প্রবাদ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। এবারেও তেমনি হানাদার ডব্লিউ বুশ কেবল তার বিশ্বসেরা অস্ত্র সম্ভারের উপরে ভরসা করেনি, বরং সাদ্দাম হোসেনের অতি বিশ্বস্ত খৃষ্টান উপ-প্রধানমন্ত্রী তারেক আযীয ও রিপাবলিকান গার্ড বাহিনীর অধিনায়কদের সাথে তিন মাস আগে থেকেই ষড়যন্ত্র পাকিয়ে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে একপ্রকার বিনা বাধায় বাগদাদের পতন ঘটে। হালাকুর পথ ধরে বুশও বাগদাদের জগৎ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মন্দির ও মিউজিয়াম ধ্বংস করেছে। যেখানে ছিল বিগত দশ হাযার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঞ্চিত জ্ঞানসমূদ্র। ছিল আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার হিসাবে রক্ষিত অগণিত উপাত্ত ও উপদান সমূহ। ছিল ইসলামী সভ্যতার ক্রমবিকাশের রেকর্ড সমূহ এবং আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শণ, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় মুসলমানদের অসামান্য অবদানের জ্বলন্ত স্বাক্ষর সমূহ। অথচ তারা বাগদাদের ব্যাংক সমূহে রক্ষিত দীনার ও ডলারে হাত দেয়নি। কেননা মাত্র ৬০০ বছরের যাযাবর জাতি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মিসকীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী অপরের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সহ্য করতে পারে না। সংকীর্ণতায় তাড়িত ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী তাই ইরাকের সুপ্রাচীন ও সুবিশাল ঐতিহ্যিক সঞ্চয়কে বেশী ভয় পেয়েছে ও তাকেই সর্বাগ্রে ধ্বংস করেছে। এতে সে সামরিক বিজয় লাভ করলেও বিশ্ব ইতিহাসে বুশ আজ হালাকুর ন্যায় সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র ধিকৃত হচ্ছে।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস কারা করেছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আজও আমেরিকা পেশ করতে পারেনি। তবে সেদেশেরই দেওয়া তথ্যাদির আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটি ছিল মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করার অজুহাত সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের সুদূর প্রসারী চক্রান্তের অংশ। এতে সরাসরি হাত ছিল ইহুদী চক্রের। আর সেজন্যই 'টুইন টাওয়ারে'র অন্যান্য কর্মীরা ঐদিন অফিসে গেলেও প্রায় ৪০০০ ইহুদী কর্মীর কেউ ঐদিন অফিসে যায়নি। এছাড়া ঐদিন ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফরের কর্মসূচী থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তা বাতিল করা হয়। এতসব প্রমাণ থাকতেও আমেরিকা আফগানিস্তানে আশ্রিত ও সঊদী আরব থেকে বিতাড়িত পাহাড়ের গুহায় গুহায় যাযাবর যিন্দেগীতে বিব্রত বিভিন্ন রোগে জর্জরিত দুর্বল ওসামা বিন লাদেনকে প্রধান আসামী করে সকল প্রচার মাধ্যমে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিল। বিশ্ববাসীর নিকটে কোনরূপ প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারলেও সে হাযার হাযার মাইল দূর থেকে উড়ে এসে আফগানিস্তানে হামলা করে বসলো। সেদিনও তার সাথী ছিল তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী। কেননা বৃটিশ ও আমেরিকা মূলতঃ একই রক্তে জন্ম। বৃটিশ ইংরেজদেরই একটা অংশ আমেরিকায় গিয়ে শক্তিসঞ্চয় করে আজ সারা বিশ্বের অশান্তির কারণে পরিণত হয়েছে। আফগানিস্তান দখলের জন্য সেদিনও দেশপ্রেমিক তালেবান শাসকদের বিরুদ্ধে তারা ডলার আর চেয়ারের লোভ দেখিয়ে ব্যবহার করেছিল আফগান মুসলমানদেরই একটি গোষ্ঠীকে। আফগানিস্তানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। কিন্তু আজও ওসামা কিংবা মোল্লা ওমরের সন্ধান তারা পায়নি। যদি বলি, আমেরিকাই তাদেরকে মেরে নিশ্চিহ্ন করেছে কিংবা এমনভাবে গায়েব করেছে যে পৃথিবী কখনোই তাদেরকে আর খুঁজে পাবে না, তবে বলব যে, কোনটাই মিথ্যা হবে না। সাদ্দামের ক্ষেত্রেও তারা সম্ভবতঃ একই নীতি অবলম্বন করেছে। কেননা জীবিত ওসামা বা সাদ্দামের চেয়ে শহীদ ওসামা বা সাদ্দাম অধিক ভয়ংকর হবে- এটা সাম্রাজ্যবাদীরা ভালভাবেই জানে। উনবিংশ শতকে ভারতে জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দখলদার ইংরেজরা অনেক সময় ফাঁসির আদেশ বাতিল করে দ্বীপান্তরের আদেশ দিত। যেন মুজাহিদগণ শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে না পারেন। অন্যদিকে মুসলিম জনগণও যেন তাঁদের রক্তের বদলা নিতে বিদ্রোহে ফেটে না পড়ে। ধরে নেওয়া যায় যে, ওসামার ন্যায় সাদ্দামের সন্ধান আর কখনো নাও পাওয়া যেতে পারে। এভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিপূর্বে হত্যা করেছিল 'ইসলামী পারমানবিক বোমা'র রূপকার জুলফিকার আলী ভুট্টোকে যিয়াউল হকের মাধ্যমে। পরবর্তীতে রাশিয়াকে হটানোর জন্য তাকেই ব্যবহার করা হয় আফগানিস্তানে এবং তারই পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হয় তালেবান ও তাদের নেতা মোল্লা ওমর বা ওসামা বিন লাদেনের। ওসামার বড় ভাই ছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের বিজনেস পার্টনার। সোভিয়েট রাশিয়াকে হটিয়ে দিয়ে ও তাকে ১৬ টুকরায় বিভক্ত করে অতঃপর যিয়াউল হককে মার্কিনীরা সুকৌশলে বিমান দুর্ঘটনার মাধ্যমে হত্যা করে। এরপর তাদেরই সৃষ্টি তালেবানদের উৎখাত করে এখন তারা আফগানিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছে। যদিও বিশ্ববাসীকে ধোকা দেয়ার জন্য হামীদ কারজাই নামক এক আফগান মীরজাফরকে সেখানকার রাষ্ট্রীয় গদীতে বসানো হয়েছে। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ফলে ৩০০০ মানুষের জীবন গেছে ও তার পুনর্গঠনে মাত্র ৪০ কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে। তার বিনিময়ে সে পেয়েছে একটি মহা অজুহাত, ত্রিশ বছর পূর্বে নেওয়া তার বিশ্বজয়ী ব্লু প্রিন্ট বাস্তবায়নের জন্য।

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পরে সঊদী আরবের ক্ষণজন্মা পুরুষ বাদশাহ ফায়ছালের উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদকে প্রথমবারের মত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের চরম ভীতি ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। ফলে মার্কিন ইঙ্গিতে ভাতিজা মুসাইয়েদকে দিয়ে চাচা ফায়ছালকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ শে মার্চ তারিখে। ইতিমধ্যে ১৯৭৩ সালেই তারা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে উত্তর আফ্রিকা থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত পুরা মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার তৈলসমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপরে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার। ১৯৯১ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি সোভিয়েট রাশিয়াকে টুকরা টুকরা করার পরে একক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা এখন তার সেই ব্লু প্রিন্ট একে একে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। ২০০১ সালের অক্টোবরে বিনা অজুহাতে ও বিনা প্রমাণে সে আফগানিস্তান দখল করল এবং সাথে সাথে পাকিস্তানকে তার বগলদাবা করে নিল। এভাবে সে আফগানিস্তানের উপর দিয়ে তেলের পাইপলাইন নিয়ে যাওয়ার পথ নিষ্কন্টক করে নিয়ে দেড় বছরের মাথায় ২০০৩ সালের এপ্রিলে এসে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈলভাণ্ডার ইরাক দখল করে নিল। এই আগ্রাসন পরিকল্পনায় তার ব্যয় হয়েছে ২০,০০০ কোটি ডলার ও নিহত হয়েছে মাত্র কয়েক শত সৈন্য। কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছে তারা বহু কিছু। সেজন্য তাদের দেশের সরকারী ও বিরোধী দলের অধিকাংশ এমপি চোখ বুঁজে বুশ-ব্লেয়ার ডাকাত চক্রকে সমর্থন দিয়ে গেছে। এখন বুশের জনপ্রিয়তা নাকি তার দেশে অনেক বেড়ে গেছে। ফলে পশু শক্তিতে বিজয়ী বুশ-ব্লেয়ার চক্র যে বাধাহীন গতিতে সম্মুখে এগিয়ে যাবে দিগ্বিজয়ের নেশায় বিগত দিনের চেঙ্গিস-হালাকু, আলেকজাণ্ডার-হিটলারদের মত এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এসবই কথার কথা মাত্র। তবুও বলব, সবকিছুরই একটা সীমা আছে। আল্লাহ্র মার দুনিয়ার বাইর। আজকের ইরাকের ব্যবিলন, যা তখন ছিল মেসোপটেমিয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র এবং পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্যের অন্যতম, তাকে দখল করে নিয়েছিল দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার। কিন্তু সেই ব্যবিলন ও সেই ইরাক কি পরবর্তীতে স্বাধীন হয়নি? হিটলার বিশ্বজয়ে বের হয়ে রাশিয়া দখলের দোরগোড়ায় মস্কো পৌঁছে প্রচণ্ড শীতে দলে দলে তার সৈন্যদের মরতে দেখে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন। হিটলারের মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। জার্মানরা আজও জানেনা তাদের নেতা কোথায় কিভাবে মরেছে। বুশ-ব্লেয়ারও একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। সেদিন তাদের দখলীভূত এলাকা তাদের পরবর্তীদের অধিকারে নাও থাকতে পারে। বরং হাদীছের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উল্টোটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, 'পৃথিবীর এমন কোন বস্তিঘরও থাকবে না যেখানে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হবে না। হয় তারা ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হবে, নয় মুসলিম শাসনাধীনে জিযিয়া কর দিয়ে বসবাস করবে'। দুনিয়ার সকল হিসাব-নিকাশ মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু রাসূলের বাণী মিথ্যা হবার নয়। সারা বিশ্ব মুসলমানদের পদানত হবে। ইমাম মাহদী আসবেন। ইতিহাসের কুখ্যাত ও ঘৃণিত ইহুদী-নাছারা পরাশক্তির নেতৃবৃন্দকে একটা একটাকে ধরে তিনি হত্যা করবেন।

অতএব হে মুসলিম উম্মাহ! তোমাদের ভয় নেই, হতাশা নেই, নৈরাশ্য নেই, যদি তোমরা ঈমানদার হ'তে পার। এসো প্রতিজ্ঞা করি- ইহুদী-নাছারা দুষ্টচক্রের দেওয়া ডলার ও মতবাদের লেজুড়বৃত্তি নয়, এসো আমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে সমবেতভাবে ধারণ করি। তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধানকে সার্বিক জীবনে মেনে চলি এবং নিজেদের যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। নৈতিক ও বৈষয়িক উভয় শক্তিতে আমাদের বলিয়ান হ'তে হবে। বৈষয়িক উন্নতি কোন উন্নতি নয় যদি তার সাথে নৈতিক উন্নয়ন না ঘটে। ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের মিথ্যাচার আজ সবার চোখে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বাগদাদের ঐতিহ্যবাহী জাদুঘর ও জাতীয় লাইব্রেরী ধ্বংস করায় ইতিমধ্যেই এর প্রতিবাদে বুশের তিনজন সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পদত্যাগ করেছেন। উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান মার্টিন সালিভ্যল এবং টনি ব্লেয়ারের বৈদেশিক উন্নয়নমন্ত্রী ক্লেয়ার শর্ট এই ধ্বংসযজ্ঞের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাই বলব, গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র খোঁজার মিথ্যা অজুহাতে ইঙ্গ-মার্কিন চক্র সর্বাধিক গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র ব্যবহার করে সভ্যতা ও মানবতাকে অপদস্থ করে ইরাকে বাহ্যতঃ বিজয় লাভ করলেও এর মাধ্যমেই তার পতনের সূচনা হ'ল। আল্লাহ দাম্ভিকদের কখনোই পসন্দ করেন না। নিশ্চয়ই অহংকারীর পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

প্রবন্ধ ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

প্রচলিত জাল হাদীছ ও সমাজে তার বৈরী প্রভাব

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

ইসলামী শরী'আতের মূল ভিত্তি হ'ল কুরআন মাজীদ এবং দ্বিতীয় হাদীছে রাসূল (ছাঃ)। কুরআন মাজীদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক' *(হিজর ৯)*।

কুরআন মাজীদের মত আর একটি কুরআন রচনা করা বা এর কোন সূরা বা আয়াত নতুন করে রচনা করে মানুষের মধ্যে প্রচার করা এবং তা দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা কোন যুগে ছিল না। তাই কুরআন মাজীদ মানুষকে কুরআন রচনা করা থেকে বাধা দেয়নি; বরং যারা কুরআন মাজীদ আল্লাহ্র কিতাব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে, তাদেরকে বার বার এ কথা বলে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, যদি তোমাদের সামর্থ্য থাকে তবে কুরআনের অনুরূপ একটি কুরআন অথবা অন্ততঃ একটি সূরা রচনা করে দেখাও। আল্লাহ পাক বলেন, 'বলুন যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়ণের জন্য জড়ো হয়ে যায় এবং তারা পরষ্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না' *(বণী ইসরাঈল ৮৮)*।

এমনিভাবে সূরা বাক্বারাহ ২৩, ২৪; ইউনুস ৩৭, ৩৮ এবং সূরা হূদ ১৩, ১৪ নম্বর আয়াতেও ভিন্ন ভঙ্গিতে একই কথার উল্লেখ রয়েছে। কুরআন মাজীদের সেই চ্যালেঞ্জ আজও একইভাবে সকল মানবগোষ্ঠীর সামনে বিদ্যমান। চৌদ্দশত বৎসরের এই দীর্ঘ ইতিহাসে কুরআনের অনুরূপ বা এর একটি ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ রচনাও কেউ পেশ করতে পারেনি এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারবে না ইনশাআল্লাহ। এ হ'ল কুরআন মাজীদের সদা সর্বদা সুরক্ষিত থাকা ও বিকৃতিমুক্ত হওয়ার কথা।

হাদীছে রাসূলের ব্যাপারটা কিন্তু এর বিপরীত। যদিও একথা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি ছিল, যা বছরের পর বছর তাঁর সাহচর্যে ধন্য ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি থেকেও অনেক অনেক পৃথক ও ভিন্ন ছিল। কিন্তু তার যাচাই-বাছাই ও পার্থক্য করণ সে সকল লোকের পক্ষেই সম্ভব, যারা আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের সাথে সাথে দীর্ঘ জীবন হাদীছে নববীর পঠন-পাঠন, চর্চা-অনুশীলন, আলোচনা-পর্যালোচনা ও অধ্যয়নে কাটিয়েছেন এবং এরই সঙ্গে দ্বীনের মন-মেজাজ ও ভাবধারা গড়ে তুলেছেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে যাদের পূর্ণ জ্ঞান আছে। সাধারণ লোকদের পক্ষে তা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং হাদীছে নববীর নামে মিথ্যা বা জাল কথাবার্তা প্রচার করে লোকজনকে ধোঁকা দেওয়া ও সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করার গভীর আশঙ্কা ও সম্ভাবনা ছিল। তাই নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের প্রতি জোর তাকীদ দিয়ে বলেছেন যেন তারা জাল হাদীছ রচনা কিংবা তাঁর নামে মিথ্যা প্রচার করা থেকে বিরত থাকে। এমনকি যে ব্যক্তি এসব অপবিত্র কাজে লিপ্ত হবে তাকে জাহান্নামী বলে আখ্যা দিয়েছেন। একটি মুতাওয়াতির হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা করে নেয়'।[১] এ হাদীছটি সর্বমোট ৬৩ জন ছাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং কতুবে সিত্তাহ কিতাব সহ অন্তত ২১টি প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু হাদীছ জাল করার ব্যাপারে যে গভীর আশংকাবোধ করে সতর্কবাণী দিয়েছেন তা নয়; বরং তিনি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, একদল হাদীছ জালকারী হবে তাদের কাছ থেকে তোমরা বেঁচে থেকো। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'শেষ যামানায় কিছু মিথ্যুক ও প্রতারক হবে, এরা তোমাদের কাছে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করবে যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ শুনেনি। সুতরাং তাদেরকে নিজের থেকে দূরে রাখ আর তোমরা নিজেরা তাদের থেকে এমনভাবে বেঁচে থাকো যেন তারা তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই আশংকা ও ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ পরবর্তী যুগে লোকেরা বিভিন্ন কারণে হাদীছ তৈরি করে স্ব স্ব মতলব হাছিলের উদ্দেশ্যে তা মানুষের মধ্যে প্রচার করেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতএব একটু দেখা যাক, কখন এই ফিতনার গোড়াপত্তন হয়েছিল? কারা এ ব্যাপারে শীর্ষে ছিল? কি কি কারণে তারা এই মহা পাপে অগ্রসর হয়েছিল? যতটুকু জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়, অতঃপর তাঁর প্রথম খলীফা হযরত আবুবরক ছিদ্দীক্ব (রাঃ) এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারূক্ব (রাঃ)-এর যামানায় ছাহাবী তো দূরের কথা কোন সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত হাদীছ জাল করার দুঃসাহস করতে পারেনি। তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর আমলেই ইহুদীরা সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ জাল করার অপপ্রয়াস চালায়। ইসলামের চিরশত্রু ইহুদীরা প্রথমে আরবের কাফেরদের সাথে মিলে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। এতে অকৃতকার্য হয়ে তারা ইসলামের সাথে শত্রুতা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন পন্থা

* *খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।*

১. *ছহীহ আল-বুখারী, আরবী-বাংলাঃ ১/৮৮, হা/১০৪; সহীহুল জামে' আছ-ছাগীর ২/১১১১, হা/৬৫১৯।*
২. *মুসলিম শরীফের ভূমিকা, পৃঃ ৭।*

অবলম্বন করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম পন্থা ছিল হাদীছ জাল করার ঘৃণিত পন্থা। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ইহুদী ইবনে সাবার অনুসারী শী'আ সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম হাদীছ জাল করা শুরু করে এবং তারাই সবচেয়ে বেশী জাল হাদীছ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে। হাফেয আবু ইয়ালা বলেন, শী'আরা হযরত আলী ও আহলে বায়তের ফযীলত সম্পর্কে তিন লক্ষ হাদীছ জাল করেছে'।[৩] মুহাদ্দিছ ইয়াযদ বলেন, 'যিন্দীক (কাফের)রা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে ১২ হাযার হাদীছ জাল করেছে'।[৪] ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি চল্লিশ হাযার মওযূ হাদীছ জানতেন।[৫] উমাইয়া খেলাফতের শেষের দিক থেকে আরম্ভ করে আব্বাসীয়দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত শতাধিক বৎসর সময়ে ইবনে সাবা এবং তার অনুচর ও অনুসারীদের দ্বারা যখন হাযারো জাল হাদীছ বাজারে চালু হয়ে গেল, তখন অবশিষ্ট ছাহাবীগণ এবং তাঁদের অনুসারীরা হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কড়া যাচাই-বাছাই শুরু করলেন। হযরত আলী (রাঃ) প্রথম অবস্থায় বর্ণনাকারীর কাছে হলফ (শপথ) গ্রহণ করতেন।[৬] অতঃপর তিনি সাধারণ মুসলমানদের 'সনদ' ব্যতীত হাদীছ বর্ণনা করতে নিষেধ করলেন।[৭]

মোটকথা, ফিৎনা সূচনা হওয়ার পর থেকে ছাহাবী ও তাবেঈগণ যেকোন কথাকে কেউ 'হাদীছ' বললেই তা গ্রহণ করতেন না। বরং তার সনদ যাচাই-বাছাই করে সত্য বলে প্রমাণিত হ'লে তা গ্রহণ করতেন। হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁদের এই কড়া নীতির কারণে সত্য-মিথ্যা পৃথক হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ জালমুক্ত হয়। পরবর্তী মুহাদ্দিছ, ইমাম ও আলেম-ওলামাগণ হাদীছের যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়টাকে আরো অনেক আগে বাড়ালেন। ফলে সমস্ত আসল ও জাল হাদীছ আলো-অন্ধকারের ন্যায় পৃথক হয়ে গেল। অতএব দুনিয়াতে আজ এমন কোন হাদীছ নেই যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে না যে, এটি আসল কি নকল? ছহীহ কি গায়র ছহীহ? মোটকথা মুহাদ্দিছগণ তাঁদের কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে 'আসমাউর রিজাল' বা 'জারহ ও তা'দীল' শাস্ত্র নামে আমাদের হাতে আসল-নকল পৃথক করার এমন এক কষ্টি পাথর দিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন, যদ্বারা আমরা যখন ইচ্ছা কোন হাদীছকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ডঃ স্প্রিংগার বলেন, 'সমগ্র বিশ্বে এমন কোন জাতি দেখা যায়নি এবং আজও নেই, যারা মুসলমানদের মত 'আসমাউর রিজাল' নামক এক বিরাট তত্ত্ব ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছেন। যার বদৌলতে আজ পাঁচ লক্ষ মানুষের (ওলামা ও মুহাদ্দিছগণের) জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়'।[৮]

মুহাদ্দিছগণ জনসাধারণকে জাল হাদীছের ধোঁকা থেকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার জন্য জাল প্রতিরোধের সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আরো একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা হ'ল জাল হাদীছ সংগ্রহ করা। উল্লেখ্য, যে হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কথা, কাজ বা অনুমোদন কোন হিসাবে প্রমাণিত হয় না অথচ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ভুলে বা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নবীর দিকে তার নিসবত করা হয়, তাকে মাওযূ বা জাল হাদীছ বলে'।[৯]

অনেক মুহাদ্দিছ কিতাব আকারে জাল হাদীছ সংগ্রহ করেছেন, যেন লোকজন সহজ উপায়ে জাল হাদীছ জেনে তা থেকে বাঁচতে পারে। আরবী ভাষায় প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দী হিজরীর শুরু থেকেই জাল হাদীছ গ্রন্থাগারে সংগ্রহ শুরু হয় এবং বর্তমান যামানা পর্যন্ত অনেকগুলি কিতাব রচিত হয়। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান মতে আরবী ভাষায় এ ব্যাপারে প্রায় চল্লিশের ঊর্ধ্বে কিতাব লিখা হয়েছে। উর্দূ ভাষায় আমার জানা মতে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন খেদমত হয়নি। আর বাংলা ভাষায় তো বিশেষ কোন খেদমত হয়নি বললেই চলে। আজকে মুসলিম সমাজে অনৈক্য, দলাদলি, প্রচলিত শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের স্বজোরে হাঁক-ডাক ইত্যাদির পিছনে রয়েছে প্রচলিত জাল ও দুর্বল হাদীছের বড় হাত। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, 'জাল হাদীস' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ও কড়া সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও অনেক ওয়ায়েয-বক্তাদেরকে নিঃসঙ্কোচে 'জাল হাদীছ' বলতে শুনা যায়। এমনিভাবে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন বই-পুস্তকেও নির্দ্বিধায় 'জাল হাদীছ' লিখে প্রচার করতে দেখা যায়। অথচ জাল হাদীছ বর্ণনা যে মহা পাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও জাল হাদীছ বলে বেড়ায় সে হাদীছ জালকারীর সমান গুনাহগার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীছ বলে অথচ তার জানা আছে যে হাদীছটি মিথ্যা, সে মিথ্যুকদেরই একজন'।[১০] আবার জেনে শুনে জাল হাদীছ বলা যেমন মহাপাপ তেমনি অজ্ঞাত অবস্থায় জাল হাদীছ বর্ণনা করা বা যা শুনেছে তা যাচাই-বাছাই না করে বলে দেওয়াও মিথ্যুক হওয়ার শামিল। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তা মানুষের কাছে বর্ণনা করে দিবে'।[১১]

এতদসত্ত্বেও বাজারে জাল হাদীছের এত ছড়াছড়ি মনে হয় জাল হাদীছের ব্যাপারে জ্ঞানের দৈন্যদশার কারণেই। তাই সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে কিছু প্রচলিত জাল ও দুর্বল হাদীছ এখানে তুলে ধরছি, যা সাধারণতঃ সমাজে বহুল প্রচলিত। যেগুলির বিশুদ্ধ কোন বর্ণনাসূত্র হাদীছ গ্রন্থ সমূহে পাওয়া

---

৩. *আল-মানারুল মুনীফ, পৃঃ ১০৮।*
৪. *সুয়ূত্বী, তাহযীরুল খাওয়াছ পৃঃ ১৬২।*
৫. *আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী কৃত 'হিদায়া'র ভূমিকা।*
৬. *তাযকিরাতুল হুফফায ১/৩।*
৭. *শরহে মাওয়াহেব, পৃঃ ৪৭৪।*
৮. *আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, খুৎবাতে মাদরাজ, পৃঃ ৪৪।*
৯. *শায়খ আবু গুদ্দা, লামাহাত মিন তারীখিস্ সুন্নাহ, পৃঃ ৭৯।*
১০. *মুসলিম পৃঃ ২১; ছহীহ ইবনু মাজাহ ১/৩০ হা/৩৮।*
১১. *ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৪৪৮০; আবুদাঊদ ৩/২২৭ হা/৪৯৯২।*

যায় না। এ সকল হাদীছ তারগীব তথা ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তারহীব তথা গুনাহের কাজে ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারে হ'লেও বাস্তব কথা হ'ল, যে কাজের ফযীলত বা তারগীব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত হবে না এবং যে কাজের ভীতি প্রদর্শন বা তারহীব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত হবে না তা কখনও দ্বীনের অংশ হ'তে পারে না। মূলতঃ প্রত্যেক কাজের তারগীব এবং তারহীব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনেক হাদীছ রয়েছে। সুতরাং এর উপরে অন্য কিছু সংযোজন করা আল্লাহ্‌র হুকুম 'আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়োনা' এর বিরোধিতা বৈ কিছু নয়। অতএব যে হাদীছ দুর্বল বা জাল প্রমাণিত হয়, তা কখনো বর্ণনা করা উচিত নয়। মানুষের নিকট বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল সুন্নাত উপস্থাপন করাই তাদের জন্য অধিক কল্যাণবহ। সকল মুসলমানের কাছে ধর্ম শুধু তাই হবে, যা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) বলেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করে দেখিয়েছেন অথবা অনুমতি প্রদান করেছেন।

কতিপয় প্রচলিত জাল হাদীছঃ

(১) বলা হয় যে, হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছেঃ لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ– 'হে মুহাম্মাদ! যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তাহ'লে সারা পৃথিবীর কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।

আল্লামা ছাগানী, ইবনুল জাওযী, সুয়ূত্বী ও মোল্লা আলী ক্বারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে সম্পূর্ণ জাল ও বানাওয়াট বলেছেন।[১২]

(২) বর্ণিত আছে যে, 'আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ)-এর কাছে 'অহি' পাঠালেন, হে ঈসা! মুহাম্মাদের উপর ঈমান আন এবং তোমার উম্মতের মধ্যে যারা তাঁকে পাবে তাদেরকে তাঁর উপর ঈমান আনতে বল, যদি মুহাম্মাদ না হ'ত তাহ'লে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না, যদি মুহাম্মাদ না হ'ত আমি বেহেশত-দোযখও সৃষ্টি করতাম না। আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করার পর নড়াচড়া করছিল, তার উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখে দিলাম, তখন আরশ স্থির হয়ে গেল'। হাদীছটি জাল।[১৩]

(৩) বর্ণিত আছে যে, 'যখন আদম (আঃ) ভুল করে ফেললেন, তখন প্রার্থনা করে বললেনঃ হে আমার প্রভু! আমি মুহাম্মাদের অসীলায় প্রার্থনা করছি, আমাকে ক্ষমা কর। আল্লাহ তখন বললেন, আদম! মুহাম্মাদ কে তুমি কিভাবে চিনেছ অথচ আমি এখনো তাঁকে সৃষ্টি করিনি? আদম (আঃ) বললেন, হে আমার প্রভু! যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করে রূহ দান করেছিলেন, তখন আমি মাথা উঠিয়ে আরশের স্তম্ভগুলি দেখলাম। দেখলাম যে, তথায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা আছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির নামটিই হয়ত আপনি নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আদম! তুমি সত্য বলেছ। অবশ্যই মুহাম্মাদ আমার নিকট সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তার অসীলায় আমার কাছে দো'আ করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি মুহাম্মাদ না হ'ত তাহ'লে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'। এ হাদীছটিও জাল এবং বানাওয়াট।[১৪]

এ সকল মিথ্যা ও বানাওয়াট হাদীছ দ্বারা মানুষের মধ্যে কুরআন-হাদীছ বিরোধী যে আক্বীদা জন্ম নেয়, তা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সৃষ্টির জন্যই কুল মাখলূক্বাতের সৃষ্টি। অথচ আল্লাহ বলেন, 'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমস্ত' *(বাক্বারাহ ২৯)*। তিনি আরো বলেছেন, 'এবং আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে তাঁর পক্ষ থেকে' *(জাছিয়া ১৩)*। এ সকল আয়াত দ্বারা সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। যদি রাসূলে করীম (ছাঃ)-ই সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'তেন, তাহ'লে তা আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলে দিতেন, কিন্তু কুরআনে এরূপ কোন বর্ণনা আসেনি। তাহ'লে বুঝা গেল যে, এটি একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস, যার পক্ষে কোন ছহীহ প্রমাণ নেই।

(৪) বর্ণিত আছে যে, 'হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হে জাবের! আল্লাহ সকল সৃষ্টির পূর্বে নিজ নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন'। হাদীছটি জাল।[১৫] বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নূর দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত সব হাদীছই জাল ও বানাওয়াট। সুতরাং এরূপ ধারণা করা ভ্রষ্টতা বৈ কিছু নয়।

(৫) বর্ণিত আছে যে, 'আল্লাহ তা'আলা নিজের চেহারার নূর থেকে এক মুষ্ঠি নূর নিলেন। অতঃপর তার দিকে তাকালেন, সে আল্লাহকে চিনল এবং তার থেকে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল। তার প্রত্যেক টুকরা থেকে এক একজন নবী সৃষ্টি করেছেন। নূরের সেই মুষ্ঠিটি ছিল বস্তুতঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে বিদ্যমান ছিলেন'। হাদীছটি জাল।[১৬]

হাদীছদ্বয় এবং এরূপ আরো অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, প্রথমতঃ সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদী (ছাঃ), দ্বিতীয়তঃ রাসূলে করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী, তৃতীয়তঃ তাঁর নূর দিয়ে

১২. *ফাওয়ায়েদ ২/৪১১, হা/১০১৩; সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ ১/৪৫০, হা/২৮২।*

১৩. *আল-মুস্তাদরাক, তাহক্বীক্ব যাহাবী ২/৭২২, হা/৪২৮৬।*

১৪. *সিলসিলা যাঈফাহ ১/৮৮, হা/২৫; আল-মুস্তাদরাক ২/৭২২, হা/৪২৮৭।*

১৫. *মিশকাত হা/৯৪-এর টীকা দ্রষ্টব্য 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*

১৬. *ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া ১৮/৩৬৬ পৃঃ।*

সারা জাহান সৃষ্টি। এ তিনটি কথাই ছহীহ শুদ্ধ আক্বীদার পরিপন্থী এবং বাতিল। কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বপ্রথম সৃষ্টি হ'ল 'কলম'। রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলমকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বললেন, লিখ। কলম বললঃ কি লিখব? আল্লাহ বললেন, তাক্বদীর লিখ, তারপর কলম অতীতে যা ছিল এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা হবে সব কিছুই লিখল'।[১৭] আর রাসূল (ছাঃ)-কে নূর দ্বারা সৃষ্টি করার কথাটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ কুরআনের দলীল আল্লাহ তাঁকে এবং তার পূর্বে সকল নবী-রাসূলকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যেহেতু মানব পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, ইবলীসকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দ্বারা, আর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে অর্থাৎ মাটি দ্বারা'।[১৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র ভু-পৃষ্ঠ থেকে নিয়েছেন। অতএব আদম সন্তান মাটির অনুসারে হয়েছে, এদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো এবং কেউ এসবের মধ্যবর্তী বর্ণের হয়েছে'।[১৯] এমনিভাবে সারা জাহান নবীর নূরে সৃষ্টি হওয়ার কথাটিও মিথ্যা। কারণ নবী করীম (ছাঃ) নূর দ্বারা সৃষ্ট হওয়ার কথা যখন ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'ল, তখন তাঁর নূরে সারা জাহান পয়দা হওয়ার কথা প্রমাণিত হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না।

(৬) বর্ণিত আছে যে, 'আমি তখন থেকেই নবী যখন আদম (আঃ) পানি এবং কাদামাটির মধ্যখানে ছিলেন। আর আমি নবী ছিলাম তখন থেকেই যখন না ছিল আদম, না পানি, না কাদা'। হাদীছটি জাল।[২০]

উল্লেখ্য যে, এই হাদীছের সমার্থবোধক একটি ছহীহ হাদীছ রয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তখন থেকে আমি নবী যখন আদম (আঃ) রূহ এবং শরীরের মধ্যখানে ছিলেন'।[২১]

কেউ কেউ এই হাদীছের অর্থ বিকৃত করে একথা প্রমাণ করতে চায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদম (আঃ)-এর পূর্বে থেকেই সৃষ্ট এবং তাঁর সত্তাকে সকল সত্তার পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ একথার পক্ষে ছহীহ সনদে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই হাদীছের অর্থ হবে এই যে, নবী করীম (ছাঃ) রাসূল হিসাবে প্রেরিত হওয়া এবং শেষ নবী হওয়া ইত্যাদি আল্লাহ্‌র কাছে তাক্বদীরের কিতাবে লেখা ছিল। হযরত মায়সারা বলেন, একদা আমি প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! কখন আপনি নবী হিসাবে লিখিত হয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'যখন আদম (আঃ) রূহ এবং শরীরের মধ্যখানে ছিল'।[২২] ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'আমি উম্মুল কিতাবে (তাক্বদীর) আল্লাহ্‌র বান্দা অথচ আদম (আঃ) তখন মাটিতে লটকানো ছিলেন'।[২৩] অর্থাৎ রাসূলে করীম (ছাঃ) নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়ার কথাটি আদম (আঃ)-কে স্বশরীরে সৃষ্টি করার পূর্বেই সাব্যস্ত ছিল। আর একথা তো সবার জানা যে, আল্লাহ পাক আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে সৃষ্টিজগতের তাক্বদীর লিখেছেন'।[২৪]

(৭) বর্ণিত আছে, 'আমি সর্বশেষ নবী, আমার পর কোন নবী আসবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ চায় (তাহ'লে আরো নবী আসবে)'।

এই হাদীছের প্রথম অংশ ছহীহ, কিন্তু পরের অংশ অর্থাৎ 'কিন্তু যদি আল্লাহ চায়...' কথাটি জাল এবং সম্পূর্ণ বানাওয়াট'।[২৫] কিন্তু কুমতলবী কাফের যিন্দীকরা এ অংশটি জাল করে ছহীহ হাদীছের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। বর্তমান যামানায় কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বীরা তাদের ভণ্ড নবী মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মিথ্যা নুবুওয়াত তথা ভণ্ডামী প্রমাণ করার জন্য এই হাদীছের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কিন্তু হাদীছের জাল অংশটি তাঁদের মত কোন ভণ্ডরাই গড়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনের প্রায় শতাধিক আয়াত এবং দেড় শতাধিক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বারা স্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ই সর্বশেষ নবী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন নবী আসবে না, কোন নতুন কিতাব আসবে না এবং কোন নতুন ধর্ম প্রবর্তন হবে না। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ নবী হিসাবে থাকবেন মুহাম্মাদ (ছাঃ), আর সর্বশেষ উম্মত হিসাবে থাকবে উম্মতে মুহাম্মাদী। ইমাম ইবনে আছেম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার পরে কোন নবী আসবে না আর তোমাদের পরে কোন উম্মত হবে না'।[২৬]

[চলবে]

১৭. *তিরমিযী ৪/৩৯৮পৃঃ, হা/২১৫৫)।*
১৮. *মুসলিম পৃঃ ১১৯৯, হা/২৯৯৬।*
১৯. *আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত আরবী-বাংলাঃ ১/১১৭ পৃঃ, হা/৯৩)।*
২০. *ইবনে আররাক, ১/৩৪১ পৃঃ, মাক্বাছেদ, ৮৩৭ পৃঃ, আল-কাশ্‌ফ ২/৫৭২ হা/৭০৫, যাঈফা, ১/৪৭৩ পৃঃ, হা/৩০২, আল-ফাতাওয়া, ১৮/১২৫।*
২১. *ছহীহ জামে' আছ-ছাগীর ২/৮৪০ হা/৪৫৮১।*
২২. *মুসনাদে আহমাদ, ১৫০৯ পৃঃ, হা/২০৮৭২।*
২৩. *কিতাবুস সুন্নাহ, ১৭৯ পৃঃ, হা/৪০৯।*
২৪. *মুসলিম, মিশকাত ১/৯৯ পৃঃ, হা/৭৩।*
২৫. *ফাওয়ায়েদ, ২/৪০৫ হা/৯৯৬।*
২৬. *কিতাবুস সুন্নাহঃ ৪৯১ পৃঃ, হা/১০৬১।*

সূরা মাউনের সামাজিক শিক্ষা

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

(শেষ কিস্তি)

পঞ্চমতঃ লোক দেখানো কর্ম হ'তে বিরত থাকা

মহান আল্লাহ বলেন, اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

'যারা লোক দেখানোর জন্য তা (ছালাত আদায়) করে' *(মাউন ৬)*। অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য যারা ছালাত আদায় করে, তাদের ছালাত তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا-

'আর যখন তারা ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তখন আলস্যভাব প্রদর্শন পূর্বক শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়। কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে' *(নিসা ১৪২)*। যে সকল ছালাত আদায়কারী শৈথিল্যের সাথে লোক দেখানোর জন্য ছালাতে দাঁড়ায় তারা মুনাফিক। কারণ এ আয়াতের প্রথমাংশে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[৫১]

লোক দেখানো আমল করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করে বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না ঐ ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না' *(বাক্বারাহ ২৬৪)*। ছালাত যদি প্রকাশ্যে ছেড়ে দেয়া হয় তাহ'লে তাদের (মুনাফিকদের) আসল পরিচয় মানব সমাজে পরিষ্কার হয়ে উঠবে, তাই তারা নিছক প্রদর্শনীর জন্য ছালাত আদায় করে।

হযরত জুনদুব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুনাম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটিকে লোক সমাজে প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কোন কাজ বা আমল করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে লোক দেখানোর ব্যবহার করবেন' (আমলের প্রকৃত ছওয়াব হ'তে সে বঞ্চিত হবে)।[৫২] হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য ছালাত পড়ল, সে শিরক করল, যে মানুষকে দেখানোর জন্য ছিয়াম পালন করল, সে শিরক করল এবং যে লোক দেখানোর জন্য ছাদাক্বাহ করল, সেও শিরক করল'।[৫৩]

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) একদা কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, ঐ কথাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর প্রচ্ছন্ন শিরক এবং গোপন প্রবৃত্তির ভয় করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনার পরে আপনার উম্মত কি শিরকে লিপ্ত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ লিপ্ত হবে। অবশ্য তারা সূর্য, চন্দ্রের ইবাদত করবে না, পাথর এবং মূর্তির পূজা করবে না; কিন্তু নিজেদের আমল সমূহ মানুষকে দেখানোর নিয়তে করবে। আর গোপন প্রবৃত্তি হ'ল- যেমন তাদের কেউ ছিয়াম অবস্থায় ভোর করল, এরপর তার সামনে প্রবৃত্তির কোন চাহিদা উপস্থিত হ'ল আর সে ছিয়াম ত্যাগ করল।[৫৪]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসলেন এবং বললেন, খবরদার! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় অবহিত করাব না, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মসীহ দাজ্জাল হ'তেও আশংকাজনক? আমরা বললাম, বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আর তা হ'ল 'শিরকে খাফী' অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়িয়ে এই কারণে ছালাত দীর্ঘায়িত করে যে, তার ছালাত কোন ব্যক্তি দেখছে'।[৫৫]

হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের জন্য যে বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করছি তা হ'ল ছোট শিরক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ছোট শিরক কি? উত্তরে তিনি বললেন, 'রিয়া' অর্থাৎ লোক দেখানো আমল সমূহ'।[৫৬]

আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত বাণী প্রামাণ করে যে, লোক দেখানো কার্যাবলী শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত। যা অমার্জনীয় অপরাধ এবং যার শেষ ফল চিরস্থায়ী জাহান্নাম। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি বিষয় (অপর দু'টি বিষয়কে) অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, বিষয় দু'টি কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে'।[৫৭]

উক্ত হাদীছে ছোট ও বড় শিরক-এর মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য ছোট শিরক-এর বেশী ভয় পেতেন। বড় শিরক-এর ব্যাপারে তো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও

** সাং- আখিলা, পোঃ নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

৫১. আঃ নূর, কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৪।

৫২. বুখারী ও মুসলিম, মূল মিশকাত, পৃঃ ৪৫৪।

৫৩. আহমাদ, মূল মিশকাত, পৃঃ ৪৫৫; আলবাণী মিশকাত, হা/৫৩৩১।

৫৪. আহমাদ ও বায়হাক্বী, মূল মিশকাত, পৃঃ ৪৫৫-৪৫৬; আলবাণী, মিশকাত, হা/৫৩৩২।

৫৫. ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মূল মিশকাত পৃঃ ৪৫৬; আলবাণী, মিশকাত হা/৫৩৩৩।

৫৬. আহমাদ, মূল মিশকাত, পৃঃ ৪৫৬; আলবাণী, মিশকাত, হা/৫৩৩৪; বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১১১।

৫৭. মুসলিম, মূল মিশকাত, পৃঃ ১৫।

তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়'।[৫৮] হযরত মু'আয (রাঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমটি ছিল-

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ–

'আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদি তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করা হয়'।[৫৯]

হাদীছ দ্বয় দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যদি কোন মুসলমানকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করা হয় তবুও সে শিরক-এর সাথে কোন প্রকার আপোষ করতে পারবে না। যারা দ্বীন প্রচারে হিকমতের দোহাই দিয়ে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিকমতের দোহাই দিয়ে এবং মদীনার সনদ বা হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রসঙ্গ টেনে বিভিন্ন প্রকার (ছোট/বড়) শিরক-এর সাথে আপোষ করে চলেন, এ হাদীছ দু'টি তাদের কথিত হিকমতের কবর রচনা করে শিরক-এর ভয়াবহতা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। এথেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

তাছাড়া শিরক এমন একটি অপরাধ যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। অথচ তিনি শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ মর্মে তিনি বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন। যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করে সে সুদূরপ্রসারি ভ্রান্তিতে পতিত হয়' *(নিসা ১১৬)*। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান। যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরোয়া করি না। আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে, অতঃপর তুমি আমার নিকটে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি কারো পরোয়া করি না। আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার সাক্ষাত কর এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না কর, তবে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব'।[৬০]

শিরক এমন একটি জঘন্য অপরাধ যা মানুষের পূর্বাপর যাবতীয় কৃত আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ–

'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক স্থির করেন, আপনার যাবতীয় কাজ-কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(যুমার ৬৫)*। আর সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে গেলে তার জন্য জাহান্নাম ছাড়া কোন পথ খোলা থাকে না। বিধায় মুশরিককে জান্নাত হ'তে মাহরূম হ'তে হয়। আল্লাহ বলেন,

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ–

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৭২)*।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয় যে, লোক দেখানো আমল সমূহ শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত। সেটা ছোট বা বড় যে ধরনেরই হোক না কেন। আর মুমিন ব্যক্তিকে সদা-সর্বদা শিরক-এর ব্যাপারে আপোষহীন থাকতে হবে। কেননা মুশরেক-এর জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম। অতএব লোক দেখানো আমল হ'তে সর্বদা বেঁচে থাকা আবশ্যক। সব সময় জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আমল করতে হবে। কোনক্রমেই যেন স্বীয় ইবাদতে শিরক-এর সংমিশ্রণ না ঘটে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ষষ্ঠতঃ নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে দেয়া

সূরা-র শেষাংশে আল্লাহ বলেন, وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ।

'এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট বস্তু (যাকাত) দেয়া থেকে বিরত থাকে' *(মাঊন ৭)*। এখানে 'মা-উন' বলে যাকাতকে বুঝানো হয়েছে।[৬১] অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের সুন্দরভাবে ইবাদতও করেনি এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া-মমতা তথা সহযোগিতা ও সুন্দর ভাবও প্রদর্শন করেনি। এমনকি গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় বস্তু ধারও দেয়নি। যদিও তা প্রত্যাবর্তনযোগ্য ছিল। এ লোকগুলিই যাকাত অমান্যকারী। খলীফা আলী (রাঃ) 'মাঊন' বলতে যাকাত অমান্যকারীকে বুঝিয়েছেন। তাবেঈ মুজাহিদ আলী (রাঃ) হ'তে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। ছাহাবী ইবনে ওমরেরও একই অভিমত। তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া, সাঈদ বিন জুবায়ের, ইকরামা, মুজাহিদ, আত্বা, আতিইয়া, আওফী, যুহরী, ক্বাতাদাহ, যাহ্‌হাক ও ইবনে যায়েদ প্রমুখের অভিমত এটাই।[৬২]

---

৫৮. ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান, মূল মিশকাত, পৃঃ ৫৭; আলবাণী, মিশকাত হা/৫৮০।

৫৯. আহমাদ, মূল মিশকাত, পৃঃ ১৮; আলবাণী, মিশকাত, হা/৬১।

৬০. তিরমিযী, মূল মিশকাত, পৃঃ ২০৪।

৬১. মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে শাওকানী, ফাতহুল ক্বাদীর (বৈরূতঃ দারুল মা'রেফা, তা.বি.), ৫/৫০০ পৃঃ; ইবনে কাছীর, ৪/৭২০ পৃঃ; আঃ নূর কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৪; তাফসীরে কুরতুবী (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪১৩হিঃ/১৯৯৩ইং), ১৯-২০ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।

৬২. ইবনে কাছীর ৪/৭২০; আঃ নূর, কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৪-৬৫ তাফহীমুল কুরআন, ১৯/২৫৮ পৃঃ।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মা'ঊন ঐসব জিনিষকে বলা হয়, যা মানুষ একে অন্যের নিকটে চেয়ে থাকে এবং তা নিত্যপ্রয়োজনীয়। যেমন ডেকচি, বালতি, কোদাল, দা-কুড়াল, লবণ, পানি ইত্যাদি।[৬৩] হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক ভালো জিনিষই ছাদাক্বাহ। ডোল, হাঁড়ি, বালতি, লবণ ইত্যাদি নবী করীম (ছাঃ)-এর আমলে 'মাঊন' নামে অভিহিত হ'ত।[৬৪]

মুনাফিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল, তারা লোক দেখানোর জন্য ছালাত আদায়, যাকাত প্রদান করে থাকে ইত্যাদি। যাকাতদাতা ব্যক্তিই অবহিত, তার অর্থে যাকাত ফরয হয়েছিল কি-না? কাজেই সে ব্যক্তি সহজেই যাকাত ফাঁকি দিতে পারে। সোনা-চাঁদির ক্ষেত্রে যাকাত এবং ফসলের ক্ষেত্রে কোথাও দশভাগের একভাগ এবং কোথাও বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হয়। তবে ইহা 'উশর' নামে পরিচিত। 'মাঊন' শব্দের অর্থ যাকাত করাই উত্তম। তবে মাঊন শব্দের ধাতুগত অর্থ-সাহায্য করা। যা দ্বারা মানুষ পরস্পরকে সাহায্য করে সে সমস্তই মাঊন। যাকাতই মূলতঃ মাঊন। আগুন, পানি, দা-কুড়াল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের বস্তুগুলিও মাঊন।[৬৫]

মূলতঃ মাঊন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিষকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফায়দা অর্জন করতে পারে। এ অর্থে যাকাতও মাঊন। কারণ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসাবে গরীবদের সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে সাধারণত প্রতিবেশীর একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন যেসব জিনিষ চেয়ে নিতে থাকে সেগুলিও মাঊনের অন্তর্ভুক্ত।[৬৬]

আলী ইবনে ফুলান নুমাইরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। দেখা হ'লে সালাম করবে, সালাম করলে ভাল জবাব দিবে এবং মাঊনের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাবে না অর্থাৎ নিষেধ করবে না। আলী নুমাইরী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'মাঊন কি'? উত্তরে তিনি বললেন, 'পাথর, লোহা এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিস। এসব ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন।[৬৭]

সুতরাং প্রয়োজনীয় বস্তু আদান-প্রদানের ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্য করা অপরিহার্য। ইসলাম প্রতিবেশীর গুরুত্ব বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছে। প্রতিবেশীকে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সাময়িকভাবে ধার দেয়া, সহযোগিতা করা ভাল কাজ বলে ইসলামে স্বীকৃত। প্রতিবেশী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হযরত জিবরাঈল (আঃ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকেন। এমনকি আমার এই ধারণা হচ্ছিল যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিছ (স্বীয় সম্পত্তিতে অংশীদার) করে দিবেন'।[৬৮]

সমাপনীঃ এ সংক্ষিপ্ত সূরাটি মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন কার্যাবলীর ব্যাপারে সচেতনতার শিক্ষা দেয়। যারা ইয়াতীমকে হেয় জ্ঞান করে, অভাবীকে অন্ন দেয় না, ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন, নিছক প্রদর্শনীর নিমিত্তে কর্ম সম্পাদন করে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে দেয়া হ'তে বিরত থাকে, মূলতঃ তারা পরকালে অবিশ্বাসীদের মতই। কারণ এগুলি পরকালে অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য।

যদি পরকালে তাদের বিশ্বাস পূর্ণভাবে থাকত, তাহ'লে এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করা থেকে বিরত থাকত। কারো মাঝে যদি এরূপ অসৎ গুণাবলী থাকে, তাহ'লে শীঘ্রই তা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।

বর্তমান সভ্য জগতের মানুষ আজ অশান্তির অনলে দগ্ধীভূত হচ্ছে। অশান্তির হিংস্র ছোবল সমাজ জীবনকে করে তুলেছে বিষাদময়। বিধায় মানুষ পাগলের ন্যায় দিগ্বিদিক হন্যে হয়ে ছুটছে একটু প্রশান্তির প্রত্যাশায়। কিন্তু শান্তি তাদের নাগালের বাইরে। তাই তার সন্ধান মিলছে না। আধুনিক সভ্যতা মানব জাতিকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর বাস্তব প্রমাণ জ্বলন্ত কাশ্মীর, রক্তাক্ত আফগানিস্তান ও ফিলিস্তীন সহ মধ্য এশিয়ার সংখ্যালঘু মুসলমান। সেখানে ভুখা-নাঙ্গা শিশু-কিশোর, পুরুষ ও না[illegible] বুকফাটা আর্তচিৎকারে ধরিত্রীর পবন ভারী হয়ে উঠেছে। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে, ছলে, বলে, কৌশলে চালানো হচ্ছে নির্যাতনের স্টীম রোলার। তারা আজ মানবেতর জীবন যাপন করছে। যা বর্ণনা করতে হাত অবশ হয়ে আসে, হৃদয় কেঁপে উঠে। অথচ সভ্যতার মোড়লরা সেদিকে দৃষ্টিপাত করছে না। জেনে শুনেও না জানার ভান করছে।

এত কিছুর পরেও মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই অসহায় অভাবীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা আজ ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবহেলিত। কুরআনের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের এ দূরবস্থা। কোথাও শান্তি পাবে না যদি কুরআনের শিক্ষাকে স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করতে না পারে। দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের উচিৎ কুরআনের এ মহা শিক্ষাকে দ্বিধাহীন চিত্তে শর্তহীনভাবে মেনে নিয়ে স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করা। সাথে সাথে তাদের উত্তরণের উপায় অন্বেষণ করে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

---

৬৩. *মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী, ছাফওয়াতুত-তাফাসীর (বৈরুতঃ দারুল কুরআনিল কারীম, ১ম সংস্করণ, ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ইং), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬০৯; ইবনে কাছীর ৪/৭২০; তাফহীমুল কুরআন ১৯/২৫৮ পৃঃ; মা'আরেফুল কুরআন ৮/১০২০ পৃঃ; কুরতুবী ১৯-২০/১৪৫।*

৬৪. *ইবনে কাছীর, ৪/৭২০; আঃ রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান (রিয়াদ ১৪১০ হিঃ) ৭/৬৭৮ পৃঃ।*

৬৫. *আঃ নূর, কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৫।*

৬৬. *তাফহীমুল কুরআন ১৯/২৫৯পৃঃ; মা'আরেফুল কুরআন, ৮/১০২০।*

৬৭. *ইবনু কাছীর ৪/৭২০ পৃঃ।*

৬৮. *বুখারী ও মুসলিম, গৃহীতঃ মূল মিশকাত, পৃঃ ৪২২।*

শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু কথা

আবু সা'দিয়া ইবনে খাজা ওছমান গণী ও

*ডাঃ ফারূক বিন আব্দুল্লাহ**

'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক্ব' থেকে। পড়, তোমার প্রভু অতীব মহান, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না' *(আলাক্ব ১-৫)*। মহান স্রষ্টার মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অবতরণ এই বাণী দিয়েই শুরু হয়। সমগ্র মানব জাতির জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ এই ঐশীগ্রন্থ যার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেই মহামানব, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উদ্ধৃত করে আরও বলা হয়েছে, 'আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকটে আমার বাণীসমূহ পাঠ করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন, আর তোমাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত এবং শিক্ষা দেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না' *(বাক্বারাহ ১৫১)*। উপরন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ইলম অর্জনে প্রার্থনা করারও নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে 'এবং বল, হে প্রভু! আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্ব-হা ১১৪)*।

বহুল প্রচারিত একটি প্রবাদ আছে, 'Knowledge is power and virtue but ignorance is sin'. 'জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই পুণ্য কিন্তু অজ্ঞতা পাপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর পথে নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন'।[১] অন্যত্র বর্ণিত আছে, 'মানুষের মৃত্যু হ'লে তার যাবতীয় কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু তিন প্রকার কাজ অব্যাহত থাকে। তার মধ্যে একটি হ'ল- এমন ইলম, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়'।[২]

অতঃপর একথা স্পষ্ট যে, ইসলামী পরিভাষায় ইলম শব্দটি শিক্ষা ও জ্ঞান উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু যা আমল বা কর্মের সঙ্গে সমভাবে যুক্ত। আর সেই ইলমকেই ফরয করা হয়েছে, যা ধর্ম স্বীকৃত। আর ধর্ম স্বীকৃত তা-ই, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়, কল্যাণ লাভ হয়। কল্যাণকর নয়, এমন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন ইলমকে ইসলাম কখনই স্বীকৃতি দেয় না। সম্ভবতঃ কোন ধর্মই স্বীকৃতি দেয় না। কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, 'বস্তুত সীমালঙ্ঘনকারীরাই অজ্ঞানতা বশতঃ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে' *(রূম ২৯)*। 'ওরা এমন যাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং ওরা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' *(তওবা ১৭)*।

শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যই কর্ম সম্পাদন। যে কেউ যে বিষয়েই শিক্ষা অর্জন করুক না কেন, তাতে সে বিষয়ে কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই করে থাকে। এই যে কর্ম শিক্ষা, এতে ভাল-মন্দ উভয়ই থাকতে পারে। কিন্তু জ্ঞান মন্দসমূহ পরিহার করে তাকে কল্যাণমুখী করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, কোন দেশের পুলিশ প্রশাসন যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তবে দুর্নীতিবাজ সদস্যরা অবশ্যই তাদের করণীয় কর্মসমূহ সম্পাদনে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করবে, যা তারা যেকোন ভাবেই শিক্ষা বা রপ্ত করে নেয়। যার পরিণতিতে গোটা দেশ ও জাতি অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকে। সমগ্র পুলিশ বিভাগই তখন দেশ ও জাতির কাছে হয়ে ওঠে চরম শত্রুর মত। আর যদি তারা জ্ঞানের আলোকে বৈধ পন্থা অবলম্বন করে কর্ম সম্পাদন করে তখন কতই না ভাল হয়! শত্রুর বদলে তখন তারা হয়ে ওঠে পরম বন্ধু। সুতরাং একই কর্মী যখন জ্ঞান প্রযুক্ত হয়ে কোন কর্ম করে, তখন তার ফল অবশ্যই ভাল হয়। আর যদি অজ্ঞানতা বশতঃ করে, তবে ফল মন্দ হওয়াই স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ জ্ঞানের প্রকৃত উৎস ধর্ম। ধর্মকে বাদ দিয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের আশা করা বৃথা। তবে ধর্মে অবিশ্বাসী এবং অল্পবিশ্বাসী গুণীজনেরা (?) অবশ্য একথা মানতে চাইবেন না। কারণ তারা ধর্ম শিক্ষাও করেন না, চর্চাও করেন না, তারপরও তারা জ্ঞানী! কিন্তু তারা যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে বলেন, তবে অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, তাদের লব্ধ জ্ঞানের উৎসও ধর্ম। তারা অনেক সময় ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, মানবতা-হিংস্রতা এসবের পার্থক্য নির্ণয় করে সত্য, ন্যায় ও মানবতার পক্ষে কথা বলেন। প্রশ্ন দাঁড়ায়, এসব জ্ঞান-গুণ তারা অর্জন করলেন কোথা থেকে? এসবইতো ধর্মের অবদান। ধর্মইতো এসবের পার্থক্য নির্ণয় করার যোগ্যতা দান করে। ভালকে গ্রহণ, মন্দকে বর্জন করার শিক্ষা দেয়। কল্যাণের পথকে নির্দেশ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'বল, আল্লাহ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না'। 'বল, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় বিচারের' *(আ'রাফ ২৮-২৯)*। 'যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, তারাই সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا- 'ক্বিয়ামতের দিন আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকটতর আসনের অধিকারী হবে ঐ সব লোক, যাদের চরিত্র সুন্দর'।[৩] উল্লেখিত কথাগুলি ছাড়াও সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও আদর্শের পক্ষে আরও অনেক কথা আছে যা সবই ধর্মের কথা, ধর্মের শিক্ষা। তাহ'লে একথা বোধ হয় বলা যায়, তারা নিজেদের অজান্তেই ধর্ম প্রদত্ত এসব জ্ঞান ও শিক্ষা কখনো কখনো আয়ত্ত করে 'নেন। তবে সত্য যে, ধর্মকে ভিত্তি করে

** গ্রামঃ চিনির পটল, পোঃ সাঘাটা, গাইবান্ধা।*

১. মুসলিম, মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়।

২. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইলম' অধ্যায়।

৩. বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭৪ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নম্রতা, লজ্জা ও উত্তম চরিত্র' অনুচ্ছেদ)।

যেহেতু তারা এসব জ্ঞান আহরণ করেননি, সেহেতু তাদের ভাণ্ডার জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ নয়, বরং অসম্পূর্ণ। এই অংশ বিশেষকেই 'অন্ধের হস্তী দর্শনের' মত পূর্ণাঙ্গ বিবেচনা করেই তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। জ্ঞান দ্বারা তাদের ভাণ্ডার কিয়দাংশ পূর্ণ হ'লেও বাকী বৃহদাংশ কিন্তু ফাঁকা থাকে না। জেনে না জেনে, অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রবেশ করে তা পূরণ করে নেয়। আর তখনই শুরু হয় বিপরীতমুখী দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ। যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অবশেষে তারা একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। আর এই সমঝোতার ফলই হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতার প্রেরণা মন্ত্র। আর এ থেকেই সম্ভবতঃ এক সময় জন্ম নিয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামে শয়তানের প্রতিরূপ একটা মতবাদ। কারণ শয়তানের কাজইতো মানুষকে ধোঁকা দেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত করা। ঠিক তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের কাজও মানুষকে ধোঁকা দেয়া। সকল ক্ষেত্রে এর প্রভাবে মানব জাতি ও মানব সভ্যতা পঙ্গুত্ব বরণ করতে বসেছে। এর প্রভাবে আজ ভাল থেকে মন্দকে, ন্যায় থেকে অন্যায়কে, সত্য থেকে মিথ্যাকে, কল্যাণ থেকে অকল্যাণকে পৃথক করা সম্ভব হচ্ছে না। সবের মধ্যেই সবকিছু! এর প্রভাবেই আজ সৎ-অসৎ, জ্ঞানী-মূর্খ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কাউকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। এর প্রভাবে মানুষ আজ স্ববিরোধিতায় ও আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছে। এই মতবাদে মানুষ যতটাই না সৎ কাজে উৎসাহিত হয়, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার চাইতেও অধিক উৎসাহিত হয় অসৎ কাজে! এর বদৌলতে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ পাচ্ছে, যাচ্ছে তাই করতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

একই কারণে মানব সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে যিনি নেতৃত্ব বরণ করেন, তিনিই আবার সন্ত্রাস লালনেও তৎপর থাকেন। এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দিনের পর দিন অসংখ্য আইন তৈরী করতে পারে। কিন্তু আইন মান্যকারী মানুষ তৈরী করতে পারে না। কারণ সেখানে নৈতিকতা সৃষ্টিতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধর্ম শিক্ষা চর্চার উদ্দেশ্য সেখানে গৌণ, ব্যক্তির ইচ্ছাধীন মাত্র! এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীটা অতি সহজেই নরককুণ্ডে পরিণত হবে। এই মতবাদের প্রবক্তাদের এটুকু বলতেই হয়, আদম (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং আরও অনেক ধর্ম বিশ্বাসী মহাপুরুষগণ তাদের থেকে কোন অংশে কম জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন না। বরং পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আঃ) তিনিও ধর্ম-জ্ঞান ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ ছিলেন। সৃষ্টির আদি থেকে ধর্ম আছে, শিক্ষাও আছে। যারা সেই শিক্ষা অর্জন করেছেন, জ্ঞান লাভ করেছেন এবং তদনুসারে কর্ম করেছেন, তারা কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। আর যারা তা করেনি, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশ্ব শান্তি ও কল্যাণের জন্য ধর্মে অবিশ্বাসী এবং অল্প বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান জানাই একটু ভেবে দেখার। এখনও সময় আছে, কল্যাণের সম্ভাবনা হয়ত এখনও আছে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র ঘোষণা, 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, উহার অনুসরণ করনা। কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ উহাদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বণী ইসরাঈল ৩৬)*।

তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ধর্মে অবিশ্বাসী এবং স্বল্পবিশ্বাসীরা যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সৃষ্টির জন্য দায়ী, তেমনি ধর্মান্ধ, গোঁড়া, কুসংস্কারবাদী, ধর্মের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ধার্মিকরাও কোন অংশে কম দায়ী নয়। তাদের ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, অপপ্রয়োগ ও অনাচারের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর আংশিক জ্ঞান সম্পন্ন, সচেতন ব্যক্তি, সোচ্চার হয়েই সম্ভবতঃ একদিন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে দাঁড় করায়। কিন্তু এ যেন ঢিলের পরিবর্তে পাটকেল! তথাকথিত সেই ধার্মিকদের বিকৃতিবাদ এবং বর্তমান আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উভয়ই ভ্রান্ত। উভয় পক্ষই মহা ভুলের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অথচ তারা উভয়ই তাদের ভ্রান্ত বোধ-অনুভূতি নিয়েই বড়াই করছে। মহান আল্লাহ্‌র স্পষ্ট বাণী, 'অন্তর্ভুক্ত হয়োনা মুশরিকদের, যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল' *(রূম ৩১-৩২)*।

পৃথিবীতে আজ যে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে, মানবতা প্রতি পদে লাঞ্ছিত-অপমানিত হচ্ছে, নৈতিক অবক্ষয়ে পৃথিবী আজ যে ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, তার মূল কারণ কল্যাণকামী শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষা থেকে দূরে থাকা। পতনন্মোখ মানব জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে একমাত্র ইসলামী শিক্ষা ও অনুশীলনই সকল ক্লেশ থেকে রক্ষা করতে পারে। দিতে পারে বিশ্ববাসীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি আর নিরাপত্তা। সন্ত্রাসবাদী শক্তি ও সন্ত্রাস দমনের নামে আগ্রাসী শক্তি সারা বিশ্বে যে রক্তের হোলি খেলছে তাও বন্ধ হ'ত। এরশাদ হচ্ছে 'তোমরাই তারা যারা একে অন্যকে হত্যা করছ' *(বাক্বারাহ ৮৫)*।

স্রষ্টার অসীম অনুগ্রহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে বিশ্ব আজ ধন্য, যার সমুদয় সুফলই মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হবার কথা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তার অধিকাংশই আজ মানুষ ও মানবতা ধ্বংসের কাজেই নিয়োজিত। এর কারণ অনুসন্ধানে এই সত্যই বেরিয়ে আসে, বর্তমানে দেশ, জাতি ও সমাজের কর্মকাণ্ডসমূহ যে মানবগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করছে, তাদের অধিকাংশই ধর্ম শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পন্ন নয়। তারা ভ্রান্তপথের অনুসারী। অথচ এই অগ্রগামী গোষ্ঠীটি যদি তাদের শিক্ষাসমূহ ধর্মের আওতায় সমাপ্ত করত, তবে কতই না ভাল হ'ত। সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের স্থলে কল্যাণকর কর্মকাণ্ডই স্থান পেত। সে কথা উপলব্ধি করেই হয়ত আজ বিশ্বের বিবেকবান, চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবি, বৈজ্ঞানিক, সকলেই বর্তমান আধুনিক শিক্ষাকে ধর্মের আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছেন। সম্প্রতি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে ইহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বড় বড় শিক্ষাবিদগণের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, ধর্ম ছাড়া মূল্যবোধ সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এবং ধর্ম ছাড়া কোন শিক্ষাও হ'তে পারে না।

বর্তমান জগতে তথ্যভিত্তিক জ্ঞান প্রতিদিন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মানুষের মূল্যবোধ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এর কারণ, যে হারে তথ্যভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হারে নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বিধায় মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হচ্ছে। তাতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান অর্জন আজ একান্তই যরূরী। আর তা ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। ইংরেজ কবি John Milton বলেছেন, 'Education is the harmonious development of body, mind and soul. অর্থাৎ 'শিক্ষা হ'ল দেহ, মন ও আত্মার সুষম উন্নয়ন'। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এই তিনটি শর্ত পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তৈরী হচ্ছে দলে দলে নৈতিকতাহীন, স্বার্থবাদী ডিগ্রিধারী পণ্ডিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী, 'বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? উপদেশ গ্রহণ শুধু তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান' *(যুমার ৯)*। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তার 'ভারত সন্ধানে' গ্রন্থে লিখেছেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। এই সভ্যতার প্রতিটি নর-নারী বিজ্ঞানকেই গ্রহণ করেছে জীবনের পরিচালক হিসাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগৎ এখনও পর্যন্ত সত্যিকার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি অর্জন করতে পারেনি। আত্মা এবং দেহের যথার্থ সমন্বয় করতে পারেনি।' বর্তমান ভোগবাদী আধুনিক সমাজ এবং আদর্শ ও নৈতিকতা বর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা, নতুন বংশধরদের আত্মা ও অন্তরে নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে কোনভাবেই সামর্থ্য হয়নি। আজ সে উচ্ছৃংখল দেহ-মনের চাহিদা পূরণ নিয়েই ব্যস্ত। সেখানে নৈতিকতার কোনই মূল্য নেই। মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শ সেখানে চরমভাবে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও পদদলিত। যে শিক্ষা ব্যবস্থা আত্মার পুষ্টি ও আদর্শিক প্রয়োজনের দিকটা গুরুত্বহীন বিবেচনা করে, তা কোন জাতির জন্য কখনই কল্যাণকর হয় না। ফলাফল অশুভ হবে এটাই সুনিশ্চিত।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'জ্ঞান যদি বৃদ্ধি হয় তোমার দেহের বৃদ্ধির জন্য, তবে এ জ্ঞান হচ্ছে এক বিষধর সর্প। জ্ঞান যদি হয় তোমার আত্মার মুক্তির জন্য নিবেদিত, তবে এ জ্ঞান হবে তোমার পরম বন্ধু, তোমার গর্ব'। তিনি আরও বলেছেন, 'জ্ঞান বলতে আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিত্তিক জ্ঞানকেই বুঝি। জ্ঞান প্রদান করে শক্তি, আর এ শক্তি ধর্মের অধীন হওয়া উচিত। কারণ তা যদি ধর্মের অধীন না হয়, তবে তা হবে নির্ভেজাল পৈশাচিক'। ধর্মীয় শিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক Stanly Hall বলেছেন, "If you teach your children the three R's (Reading, Writing and Arithmetic) and leave the fourth R (Religion) You will get a fifth R (Rascality) অর্থাৎ তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের লেখা, পড়া এবং মাত্র অংক শিক্ষা দাও কিন্তু ধর্মকে বাদ দাও, তাহ'লে তাদের কাছে তোমরা বর্বরতাই পাবে'। আদর্শবর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সমাজের কি সর্বনাশ ডেকে এনেছে তা প্রফেসর Harold H. Titas-এর উক্তির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন, 'সাধারণ জ্ঞান ভাণ্ডারের অভাবের চেয়েও অধিকতর মারাত্মক হচ্ছে সাধারণ আদর্শ এবং প্রত্যয়ের অনুপস্থিতি। শিক্ষা সত্যাপন, দৃঢ় বিশ্বাস ও নিয়মানুবর্তিতা শিখাতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ এবং বাধ্যবাধকতা থেকে বিজ্ঞান ও গবেষণা বিপজ্জনক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ...শিক্ষা, অতীতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এবং তদস্থলে বিকল্প মূল্যবোধ প্রদান করতেও ব্যর্থ হয়েছে। পরিণামে শিক্ষিত লোকেরাও আজ বিশ্বাস বঞ্চিত মূল্যবোধ বিবর্জিত এবং বঞ্চিত একটি সুসংহত বিশ্ব দর্শন থেকে'।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা কখনও কোন আদর্শ মানুষ, সুন্দর সমাজ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়নি। বরং ক্রমশঃ বিপরীত দিকেই এগিয়ে গেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি ডঃ আলেক্সীম ক্যারেল বলেন, 'মানুষই সব কিছুর কেন্দ্র হওয়া উচিত। অথচ মানুষ তার চারিদিকে যে জগৎ সৃষ্টি করেছে, সে জগতে সে নিজেই আজ নবাগত অচেনা ব্যক্তির মত হয়ে আছে। এই জগতটাকে নিজের উপযোগ্য করে গড়ে তুলতে সে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধেই তার আসল জ্ঞান নেই। তাই জীবন্ত প্রাণীর উপর জড়বস্তু বিজ্ঞানের বদৌলতে যে প্রাধান্য লাভ করেছে, মানব জাতির জন্য তা আজ বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বুদ্ধি ও অধিকার যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তা না আমাদের আকৃতি, না আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। আমরা আজ অসুখী, নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে আমরা অধঃপাতের দিকে ধাবিত। ...মানুষের উচিত এবার নিজের দিকে এবং তার নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতার দিকে নযর দেয়া (Way and rule of life)।

বর্তমানে মানুষ এক জটিলতম সংকটে নিপতিত। মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। বরং এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, সেখান থেকে শক্ত হাতে হাল ধরে গতি না ফিরালে মানব জাতি, মানব সভ্যতা সমস্তই ধ্বংস হ'তে বাধ্য। বিশ্ববাসীকে তাই আর সময় নষ্ট না করে স্রষ্টার নির্দেশিত শিক্ষার দিকে ফিরে আসা উচিত। সকল ধর্মই যেহেতু স্বীকার করে যে, স্রষ্টা বিদ্যমান এবং এটাও স্বীকার করে যে, ঐশী নৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া সত্যিকারের মানুষ গড়া সম্ভব নয়, সেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থা নির্মিত হওয়া উচিত ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী। সুতরাং সমগ্র বিশ্ব জনপদে সত্যিকার কল্যাণকামী রাষ্ট্র-সমাজ গড়তে হ'লে চাই প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা এবং অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাই আসুন! আজ আমরা সচেতন বিশ্ববাসী সকলে প্রকৃত ধর্ম শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত হই এবং প্রার্থনা করি, সে আলোয় আলোকিত হোক সমগ্র বিশ্ব সমাজ। -আমীন!!

শয়তানঃ মানুষের চরম শত্রু

*রফীক আহমাদ**

শয়তান হ'ল অসামাজিক, বহিষ্কৃত, বিতাড়িত, অগ্রহণীয়, অবাঞ্ছিত, অপরাধ প্রবণ, অনভিপ্রেত, কুপ্রবৃত্তির এক নবতর সৃষ্টি। মানব সৃষ্টির অব্যবহিত পরই এক বিশেষ রহস্যহেতু শয়তানের আবির্ভাব ঘটে। শয়তান শব্দের অর্থ দুর্বৃত্ত, পাপাত্মা, মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্ট, ধোঁকাবাজ, প্রতারক, প্রবঞ্চক, প্রহসনকারী, অমান্যকারী, অন্যায়কারী, সীমালংঘনকারী, অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী, ছলনাকারী ইত্যাদি অপরাধ মূলক বা দূষণীয় শব্দ ভাণ্ডার।

শয়তান শব্দের বা কর্মের সংগে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকলেই এখন পরিচিত। শয়তানের রাজত্ব বা কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসারিত। তাদের কোন সুনির্দিষ্ট পরিচয় বা বংশ পরিচয় নেই এবং সঠিক পরিসংখ্যানও নেই। তবে এদের সংখ্যা উত্তরোত্তর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দানে এক সম্মানজনক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। তাতে ফেরেশতামণ্ডলীকে মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করতে হয়েছিল। কিন্তু সে সময় জিন জাতীয় ইবলীস তাতে অংশগ্রহণ করেনি। সে অহংকারবশতঃ গর্বভরে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছিল। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা ইবলীস-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে তার আবাসস্থল (বেহেশত) হ'তে বহিষ্কার করে পৃথিবীতে বিতাড়িত করেন। ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় এই কাহিনীর অবলম্বনেই 'ইবলীস' শয়তানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অতঃপর সে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তার সমীপে বিনয়াবনত চিত্তে কিছু অলৌকিক ক্ষমতালাভের আবেদন করে। অসীম জ্ঞান সমুদ্রের অধিপতি মহান আল্লাহ তা'আলা তুচ্ছ ইবলীস-এর (শয়তানের) অপরিণামদর্শী ঔদ্ধত্য অবলোকনের জন্য তাকে তার আবেদন পূরণের অনুমোদন প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় উক্ত চিরস্মরণীয় নাতিদীর্ঘ ঘটনাটি পুনঃপুনভাবে স্ব স্ব স্থানে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটির উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল। সূরা আল-কাহ্‌ফ-এর ৫০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ
اِبْلِيْسَ، كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ–

'যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল'।

একই বিষয়ে সূরা আল-আ'রাফ-এর ১২ হ'তে ১৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন কিসে তোমাকে সিজদা করতে বারণ করল? ইবলীস বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে যাও। এখানে অংকার করার কোন অধিকার তোমার নেই। অতএব তুমি বের হয়ে যাও! তুমি হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আমাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোমাকে সময় দেয়া হ'ল। সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পিছন দিক থেকে, ডানদিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ বললেন, বের হয়ে যাও এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোমার পথে চলবে; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব'।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? সে বলল, দেখুন তো, এ-ই সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দিব। আল্লাহ বলেন, চলে যাও, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোমার অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি–ভরপুর শাস্তি। তুমি সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পার স্বীয় আওয়ায দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর তাদের অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিও। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরক কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই, আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্য নির্বাহী' *(বনী ইসরাঈল ৬১-৬৫)*।

বিশ্ব শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন-এর ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে শয়তানের আবির্ভাবই হ'ল নিঃসন্দেহে প্রথম প্রসিদ্ধ ঘটনা। তবে মানব সৃষ্টির কারণে নয়; বরং মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কারণেই শয়তানের আবির্ভাব হয়। অবশ্য অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, দৃশ্য-অদৃশ্য, জানা-অজানা, ভাল-মন্দ ইত্যাদির সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞাত মহাসম্মানিত, মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী, আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তানের উদ্ভব কোন অজ্ঞাত, অসাধারণ, অস্বাভাবিক বা অত্যাশ্চর্য ঘটনা নয়। শয়তানের আবির্ভাব, কেবল প্রাণী শ্রেষ্ঠ মানুষকে পরীক্ষা করার একটা মহাপরিকল্পনা মাত্র। মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য এবং মানুষও এতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পক্ষান্তরে শয়তানের উদ্ভব

** শিক্ষক (অবঃ), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

হয়েছে মানুষের ইবাদতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। এজন্যে শয়তানও বিশেষ ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এভাবে সৃষ্টির গোড়াতেই সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ সরল, সহজ, ধর্মপ্রাণ মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে মিথ্যাবাদী, অসৎ, নির্লজ্জ, বেহায়া, ঘৃণ্য শয়তান।

মূলতঃ মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সকল বস্তুই তাঁর অনুগত। সকল জড়বস্তু আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি, ফেরেশতামণ্ডলী, মানব, জিন সহ সকল প্রাণী এমনকি শয়তানও আল্লাহ্‌র অনুগত বা বাধ্যগত। ইবলীস বা শয়তান যে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করেছিল, তাতে তার শক্তিশালী অভিযোগ ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যতার বিরুদ্ধে। ইবলীস বা শয়তানের সম্মান বা যোগ্যতার মোকাবেলায় মানুষের সম্মান বা যোগ্যতা খুবই নগণ্য বলে শয়তানের দাবীকে প্রত্যাখান করেন মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য ও ইবাদতে মানব সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করার জন্যে ইবলীসকে একটা কৃত্রিম ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সুতরাং ইবলীস-এর সংগ্রাম শুরু হয় মানুষের সঙ্গে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে নয়। তবুও ইবলীস আল্লাহ্‌র শত্রু এবং মানুষেরও শত্রু। কিন্তু ইবলীসের কোন শত্রু নেই। কারণ ইবলীস মানুষের ক্ষতি করে, অন্য প্রাণীরও ক্ষতি করে। পক্ষান্তরে ইবলীসের কেউ ক্ষতি করে না, এমনকি আল্লাহও তার কোন ক্ষতি করেন না। এমতাবস্থায় ইবলীসের ভূমিকার প্রতি সর্বদাই সতর্কাবস্থায় জীবন যাপন করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা বার বার হুঁশিয়ারী বাণী প্রেরণ করেন। সূরা বাক্বারাহর ১৬৮ ও ১৬৯ আয়াতে শয়তান হ'তে সতর্ক থাকার প্রত্যাদেশ বাণীতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর, যা তোমরা জান না'।

শয়তানের যেকোন প্ররোচনা থেকে সাবধান থাকার পূর্বপ্রস্তুতি মূলক পরিবেশ গঠনের নিমিত্তে সূরা বণী ইসরাঈল-এর ৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا-

'আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু'।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَايَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ج إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

'শয়তান যেন তোমাদের বাধা না দেয়; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(যুখরুফ ৬২)*।

আলোচ্য বিষয়ের পুনরুল্লেখ করে সূরা ফাত্বির-এর ৬নং আয়াতে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ-

'শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়'।

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম জ্ঞানের মহিমা কর্তৃক মানুষকে যে ব্যাপক ইলম, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা দান করেন, তা ছিল সকল সৃষ্টির পক্ষে অতুলনীয় ও অনন্য। প্রমাণ সাপেক্ষেই ফেরেশতামণ্ডলী আল্লাহ তা'আলার খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতায় প্রমাণিত আদম (আঃ)-কে সেজদা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিহিংসাবশতঃ ইবলীস সিজদা হ'তে বিরত থাকে। ফলে অসীম ধৈর্যশীল পরম সহিষ্ণু দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তার কৈফিয়ৎ তলব করেন। উত্তরে ইবলীস জানায়, 'আপনি আমাকে আগুন হ'তে তৈরী করেছেন, আর আদমকে তৈরী করেছেন মাটি হ'তে। সুতরাং আদমকে সিজদা করা অযৌক্তিক। বলা বাহুল্য, শয়তানের এই যুক্তি ছিল সম্পূর্ণ অমূলক ও সীমালংঘন। তাই সর্বাধিপতি আল্লাহ তা'আলা প্রবল প্রতাপের সাথে ইবলীসকে ধিক্কার দিয়ে জান্নাত হ'তে বিতাড়িত করেন। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ হয়নি। মহাসুখের জান্নাত হ'তে বহিষ্কৃত হয়ে আদম (আঃ)-এর প্রতি ইবলীসের অন্তরে ভীষণ ক্রোধের সঞ্চার হ'ল। তাই প্রতিশোধ গ্রহণে সে হ'ল বদ্ধপরিকর।

এদিকে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার আদেশে হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীনী হাওয়া জান্নাতের মধ্যে পরম সুখে জীবন যাপন করছিলেন। কেবল জান্নাতের একটা বিশেষ বৃক্ষের ফল খাওয়া তাঁদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র হুকুমের মধ্যে থাকাই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাঁরা জানতেন ইবলীস তাঁদের শত্রু। কিন্তু মিথ্যা কি? তা তাঁরা জানতেন না। সেজন্যেই ইবলীস যখন অমায়িক ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাময় উক্তির সত্যতা ও বাস্তবতার স্বপক্ষে আল্লাহ্‌র নামের শপথ ও কসম ব্যবহার করে বলল, ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াই তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ ও অমরত্ব লাভের একমাত্র উপায়। ইবলীসের ছলনাময় বাণী ও আল্লাহ্‌র নামের কসম মিশ্রিত উক্তি অবাস্তব হ'তে পারে এরূপ ধারণা তাঁদের অন্তরে স্থান পেল না। ফলে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে না যাওয়ার যে অটল মনোভাব তাদের ছিল, তা শিথিল হয়ে গেল এবং তাঁরা উভয়েই ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেললেন। এর ফলে তাঁদের শরীর হ'তে বেহেশতী পোষাক-পরিচ্ছদ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁরা মহা

Contents

বিভ্রাটে পড়ে গেলেন। হঠাৎ সম্ভ্রমহীন হয়ে তাঁরা উপস্থিত বুদ্ধিতে বেহেশতের লতা-পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতে লাগলেন।

অতঃপর তাঁরা সমস্ত ভুল বুঝতে সক্ষম হ'লেন এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট কান্নাকাটি ও বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁদের করুণ দো'আর বদৌলতে তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর আদেশ দিলেন 'নীচে নেমে যাও'। এই আদেশের ফলে আল্লাহ তা'আলার হেকমতপূর্ণ সুদীর্ঘ পরিকল্পনা ইহজগতে নিপতিত হওয়ার প্রক্রিয়া ও হযরত আদম (আঃ)-এর খলীফা হওয়া বাস্তবে রূপায়িত হ'ল। ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কালে হযরত আদম (আঃ)-কে ইবলীস বা শয়তান হ'তে সতর্ক থাকার জন্য প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনঃপুন হুঁশিয়ারী বাণীসহ অনুকূল পরিবেশের সত্য বিধানাবলীও প্রদান করেন। পরবর্তীকালেও নবী রাসূল সহ বিশ্ব মানবমণ্ডলীকে শয়তান হ'তে সাবধান হওয়ার বহু হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। উপরের আয়াত ক'টিতে শয়তানকে প্রকাশ্য শত্রু বলে অভিহিত করা হয়েছে। স্মরণ করা উচিত যে, শয়তান আমাদের আদি মাতাপিতাকে বেহেশত হ'তে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, সেই সূত্র ধরেই শয়তান আমাদেরকেও ভবিষ্যতে বেহেশত লাভ হ'তে চিরবঞ্চিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কাজেই সদা সর্বদাই শয়তান হ'তে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়েই আমাদেরকে সতর্ক করে সূরা আল-আ'রাফ-এর ২৭নং আয়াতে বলেন, 'হে বণী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোষাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে, যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না'।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নাহাল ৬৩)*। শয়তানের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের প্রভাবে কিছু অজ্ঞ ও অসচেতন লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বা বিশ্বাসে সন্দিহান হয়ে পড়ে। এদেরকে সংযতভাবে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূলে সূরা আল-হাজ্জ-এর ৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং জাহান্নামের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে'।

আলোচ্য সূরার ৫২ আয়াতে শয়তানের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা প্রকাশ করে আল্লাহ বলেন, 'আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াত সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়'।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে শয়তানের চক্রান্ত হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একমাত্র তাঁর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার প্রেমময় আহ্বান জানিয়ে সূরা আন-নূর-এর ২১ আয়াতে বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হ'তে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, শোনেন'।

উপরোল্লেখিত আয়াতগুলিতে শয়তানের প্রবল ভূমিকার সাথে বান্দার মোকাবেলার সতর্ক প্রস্তুতি ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের গোপন ইঙ্গিত রয়েছে। শয়তান জান্নাত হ'তে বিতাড়িত হয়ে প্রথম অভিযানে কৃতকার্য হয় এবং পরবর্তীতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় মানব সম্প্রদায়ের ব্যাপক ক্ষতিসাধনে নিরলস চেষ্টা চালায়। কারণ সে চির অভিশপ্তের উন্মাদনায় মত্ত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রথমে ইবলীস আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করে অভিযুক্ত হয়; অতঃপর আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে অহংকার প্রদর্শন ও গোঁড়ামী করেছিল, এটাই তার স্থায়ী ধ্বংসের কারণ। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া প্রভুর আদেশ বিরোধী কাজে অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁদের উন্নতির চরম সোপান এবং জান্নাতে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের অন্যতম সার্টিফিকেট। প্রকৃতপক্ষে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা জিন ও ইনসান সৃষ্টিতে যে উপাদান সমূহ একত্রিত করেছিলেন তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল, নাফরমানির ধাতু এবং যেকোন কারণে, যেকোন ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া ও আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা এস্তেগফার করা গুণ বিশিষ্ট ধাতু। হযরত আদম ও হাওয়া এই বিশিষ্ট গুণের সদ্ব্যবহার করেই উন্নতির ধারায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ইবলীস তার হীনমন্যতার দরুণ বিতাড়িত ও চির অভিশপ্ত হয়েছে। ফলে এক্ষণে হযরত আদম (আঃ) ও ইবলীস-এর মধ্যে (নীতিগত) বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যবধানের

প্রেক্ষাপটেই ভূ-পৃষ্ঠে যেকোন ভালর বিপরীতে মন্দের উৎপত্তি ও প্রবর্তন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শয়তান আমাদের চির শত্রুতে পরিণত হয়।

ইবলীসের এই বিস্তৃত পটভূমিকায় পরবর্তীকালে নবী-রাসূল সহ অনেক ঈমানদার বান্দাও তার কুপ্ররোচনায় নিপতিত হয়েছেন। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সাহায্যের প্রভাবেই তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন। কারণ উপরে বর্ণিত শেষোক্ত আয়াতে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া কেউ পবিত্র থাকতে পারবে না। সুতরাং শয়তান কর্তৃক সৃষ্ট যেকোন কুচিন্তা, মিথ্যা ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা ইত্যাদিকে বর্জন করতে হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও ভুলত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র পানে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের নিমিত্তে হযরত আদম (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনার প্রক্রিয়া গভীরভাবে অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় ইবলীসের ন্যায় অনিবার্য ধ্বংসের কবলে পড়তে হবে। আল্লাহ দৃশ্য-অদৃশ্য, গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুর মহাজ্ঞানী এই আত্মপ্রত্যয় শুধু ধ্বংস হ'তে নিবৃত থাকার রক্ষাকবচ।

আল্লাহ পাক তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের আলোকে আমাদের প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে সূরা হা-মীম সাজদাহ্‌র ৩৬ আয়াতে বলেন,

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

'যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।

আলোচ্য আয়াতে শয়তানের অসাধারণ ক্ষমতা ও চাতুর্যের সম্ভাবনাকে স্বীকার করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ মহামানব ও মহানবী (ছাঃ)-কেও শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে সাবধান করে বলা হয়েছে, শয়তানের কোন ধোঁকা বা কুমন্ত্রণা পেলে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হবেন। প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর প্রতি অর্পিত বাণী বা দায়িত্ব আমাদের হুবহু দায়িত্ব। কাজেই আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সতর্কতার সাথে ঐকান্তিকভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণার মোকাবেলা করা। যদি তা অবজ্ঞা, অবহেলা বা অগ্রাহ্য করা হয়, তবে ভবিষ্যতের নিশ্চিত পরিণতি সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মুজা-দালাহ-এর ১৯ আয়াতে প্রত্যাদেশ করেন,

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُوْلٰئِكَ
حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ
الْخَاسِرُوْنَ-

'শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান! শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত'।

একই মর্মবাণীর প্রতি সুনিশ্চিত বা সন্দেহাতীত দীক্ষা প্রদানের জোর প্রয়াসে আল্লাহ তা'আলা ঈষৎ পরিবর্তিতাকারে সূরা আয-যুখ্‌রুফ্‌-এর ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে পুনঃপ্রকাশ করেন যে,

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ
لَهُ قَرِيْنٌ، وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ
اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ-

'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎ পথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথেই রয়েছে'।

বস্তুতঃপক্ষে শয়তানের আবির্ভাব আদম সন্তানদের জন্য একটা অপরিণামদর্শী ও জীবিতাবস্থার মোকাবেলায় অবিনশ্বর অগ্নিপরীক্ষা।

মানব সন্তান পবিত্রভাবেই পৃথিবীতে আগমণ করে, অতঃপর বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শয়তান তাকে কুমন্ত্রণার দ্বারা অপবিত্রতার আহ্বান জানায়। এমতাবস্থায় যারা আল্লাহ্‌র স্মরণে থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে, তারা আল্লাহ্‌র হেফাযতে পবিত্র থাকে। আর যারা শয়তানের আহ্বানে সাড়া দেয়, শয়তান তাদের তাড়াতাড়ি বশীভূত করে ফেলে এবং নিজের দলভুক্ত করে নেয়।

উল্লেখ্য, শয়তান প্রতিটি মানব সন্তানের হৃদয়, অন্তর, মন ও নফসে কুপ্রবৃত্তির আমন্ত্রণ জানাতে সক্ষম এবং পারদর্শী। কিন্তু যারা অকৃত্রিমভাবে করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণকারী, তাদের দৃঢ় চিত্তের সামনে শয়তান এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারে না, বরং পলায়ণ করে। অপরপক্ষে যারা কৃত্রিমতা বা মোনাফেকির ভূমিকায় আল্লাহ্‌র পথে চলে, তাদের অন্তরের পাশে শয়তান সুন্দরভাবে স্থান পেয়ে যায়। এভাবে শয়তানের প্রতিশ্রুত কারবার মহা আড়ম্বরে চলতে থাকে অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের সঙ্গে শয়তানের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। স্থান, ফলে ও পাত্র ভেদে শয়তান তার অবস্থান সংকুচিত ও দীর্ঘায়িত করে। শয়তানের এই গতিহীন অশুভ ও অনড় তৎপরতা সকলেই অবিদিত। এতদ্‌সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে চোখ, মন, হৃদয়, নফ্‌স ইত্যাদি ফিরিয়ে নেয়, তার প্রতি সূক্ষ্মদর্শী মহান আল্লাহ পুরোপুরিভাবেই অসন্তুষ্ট হন এবং শয়তান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে ব্যক্তির সঙ্গী হয়ে যায় অথবা সে-ই শয়তানের সঙ্গী হয়। এভাবে শয়তান ও মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে পুঞ্জীভূত ফলাফল নিয়েই উপরোক্ত আয়াত কয়টি নমুনাস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

[চলবে]

জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের হারানো সম্পদ

(اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ)

*আবদুছ ছামাদ সালাফী**

১. কৃতদাসের দাসত্ব অপেক্ষা নিজ প্রবৃত্তির দাসত্বই জঘন্যতম।

২. অনেক অশিক্ষিত লোক নম্র ও বিনয়ী হয়। ফলে তাদের নম্রতা মূর্খতাকে ঢেকে রাখে।

৩. অনেক বড় শিক্ষিত ব্যক্তি অহংকারী হন। ফলে এই অহংকার তাদের শিক্ষার গুণাগুণকে ধ্বংস করে ফেলে।

৪. প্রাপ্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করে উহাকে মযবূত করে নাও।

৫. শুকরিয়া আদায় করলে অধিক নে'মত লাভ করা যায় এবং প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

৬. যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির পূজা বর্জন করতে পারবে, সে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবে।

৭. উত্তম সঙ্গী সে-ই, যে তোমাকে ভাল কাজের দিক নির্দেশ করে।

৮. নাছার বিন সাইয়ার বলেন, প্রতিটি বস্তু ছোট দিয়ে শুরু হয় এবং পরে আস্তে আস্তে তা বড় হয়। কিন্তু মুছীবত তার উল্টা। ইহা বড় দিয়েই শুরু হয়; পরে আস্তে আস্তে হালকা হয়। আর প্রতিটি বস্তু যখন বেশী হয়, তখন তার মূল্য কমে যায়। কিন্তু শিষ্টাচার বেশী হ'লে তার মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

৯. ছবর এমন একটি ফুল, যা সব বাগানে হয় না।

১০. যে তোমাকে খারাপ কাজে সহযোগিতা করল, সে তোমার উপর যুলম করল।

১১. যে কারণে মানুষ মৃত্যু কামনা করে, তা মৃত্যু অপেক্ষা খারাপ।

১২. প্রতিটি মন্দের উৎস রয়েছে।

১৩. একজন আরবীয় হেকীমকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কে সবচেয়ে বেশী ইনছাফ পরায়ণ? কে সবচেয়ে বড় যালিম? কে বেশী সচেতন? কে বেশী বোকা? কে বড় সুখী এবং কে বড় দুঃখী?

উত্তরে তিনি বললেন, যে নিজের নফ্সের সাথে ইনছাফ করল, সে-ই বড় ইনছাফকারী। যে ব্যক্তি অন্যের উপর যুলুম করল, সে সবচেয়ে বড় যালিম। সবচেয়ে সচেতন ঐ ব্যক্তি যে কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগেই তার প্রাপ্য নিয়ে নিল। সবচেয়ে বোকা ঐ ব্যক্তি যে তার পরকালকে দুনিয়ার পরিবর্তে বিক্রি করে দিল। সবচেয়ে দুঃখী ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট থাকল এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। আর সবচেয়ে সুখী সেই ব্যক্তি যে পৃথিবীতে কষ্ট করল এবং পরকালে জান্নাত পেল।

১৪. যে ব্যক্তি নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারে না, সে সবচেয়ে দুর্বল। যে স্বীয় ক্রোধ সংবরণ করতে পারে, সে সবচেয়ে শক্তিশালী। যে স্বীয় দারিদ্র্যতা গোপন রাখতে পারল, সে সবচেয়ে ধৈর্যশীল। আর সবচেয়ে বিত্তশালী ঐ ব্যক্তি, যে সে যা পেয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

১৫. হযরত আলী (রাঃ) বলেন, মধ্যমভাবে চল, অতিরিক্ত খরচ ছেড়ে দাও। আগামী দিনের চিন্তা আজকেই করো। প্রয়োজন মত জমা রাখ এবং অতিরিক্তগুলি পরকালের জন্য পাঠিয়ে দাও।

১৬. ধৈর্যধারণ ছাড়া চিন্তার কোন চিকিৎসা নেই।

১৭. বিদ্যার প্রথম স্তর চুপ থাকা, ২য় স্তর ভালভাবে শ্রবণ করা, ৩য় স্তর উত্তমভাবে মুখস্থ করা, ৪র্থ স্তর পূর্ণভাবে জানা এবং ৫ম স্তর প্রচার ও প্রসার করা।

১৮. সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য আমানত। অতএব, তাদেরকে নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে সতর্ক করে দাও।

১৯. ছয় প্রকার লোক বিপদগ্রস্ত থাকে। যেমন-

(ক) ঐ ফকীর, যে অত্যল্পকাল পূর্বে ধনী ছিল।

(খ) বড় ধনী ব্যক্তি, যে তার মান-সম্মান হারানোর ভয়ে চিন্তিত থাকে।

(গ) যে যোগ্যতার চেয়ে বেশী সম্মানের প্রত্যাশী।

(ঘ) বিদ্বেষপোষণকারী।

(ঙ) হিংসুক।

(চ) যে নিজে সাহিত্যিক না হয়েও সাহিত্যিকদের আসরে উঠাবসা করে।

২০. আলী (রাঃ) বলেন, রিযিক দু'প্রকারঃ (ক) ঐ রিযিক যা তুমি অর্জন করতে চাও। (খ) ঐ রিযিক যা তোমাকে অন্বেষণ করে। যদি তুমি তার অনুসন্ধান না করো, তবুও সে তোমার নিকট চলে আসে।

২১. ভাল কাজের অনুসন্ধান, মন্দ থেকে বাঁচার উপায়।

২২. ঐ ব্যক্তি কৃতকার্য হবে, যে তার প্রবৃত্তির মন্দ থেকে বেঁচে থাকবে।

* *অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।*

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইরাক যুদ্ধঃ মানবতার বিরুদ্ধে পশুত্বের বিজয়

আত-তাহরীক ডেস্ক

শীর্ষস্থানীয় ইরাকী জেনারেলদের মীরজাফরীঃ

সাদ্দাম হোসাইন সরকারের অবিশ্বাস্য দ্রুত পতন এক নযীরবিহীন ঘটনা। এত কম রক্তপাত ও দ্রুত রাজধানী বাগদাদের পতন কেবল ভাগ্যের জোরে বা বিপুল সামরিক শক্তির কারণে নয়, ইরাকের শীর্ষ পর্যায়ের জেনারেলদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে।

রিপাবলিকান গার্ড ও ফেদাইন বাহিনীর প্রথম ও ২য় স্তরের কর্মকর্তাদেরকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হাত করে নেয় মার্কিন প্রশাসন। ইরাকের শীর্ষস্থানীয় জেনারেলদের বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে 'সিআইএ'র তদারকিতে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও তাদের সেলুলার টেলিফোন বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

প্রথমতঃ মার্কিন প্রশাসন মীরজাফর জেনারেলদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই নিশ্চয়তা হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কিছু এজেন্টকে ইরাকের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর কথা প্রকাশ করে। এসব এজেন্ট ইরাকে মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত এসব এজেন্টই বস্তুত মার্কিন সামরিক বাহিনীকে একদিকে যেমন ইরাকের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ সম্পর্কে অতি মূল্যবান তথ্য জুগিয়েছিল তেমনি ইরাকের জেনারেল ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে অনুঘটক ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছিল। এসবই ঘটেছে মূল নেতৃত্বের সম্পূর্ণ অগোচরে। ঘূর্ণাক্ষরেও তারা টের পাননি ঘরের ভেতরে এসব শত্রু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ফোকলা করে দিচ্ছে। আর যখন জানতে পেরেছেন তখন কিছুই আর করার ছিল না। লেবাননের একটি সংবাদপত্র শীর্ষস্থানীয় মার্কিন সূত্রে অতিগোপনীয় দলীলের বরাত দিয়ে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে রিপাবলিকান গার্ড ও ইরাকী সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের স্বপক্ষত্যাগের ঘটনাসমূহের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

লিখিত ঐ দলীলে বলা হয় যে, সাদ্দাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দখলের পর রিপাবলিকান গার্ডের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সবাই বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হবেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে মার্কিন বিমানে করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হবে। বিমানবন্দরে আসা যদি তাদের জন্য সম্ভবপর না হয় তাহ'লে তারা বাগদাদের নিকটস্থ এমন স্থানে জড়ো হবেন যেখান থেকে তাদেরকে এক বা একাধিক অ্যাপ্যাচি হেলিকপ্টারে করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হবে।

এতে আরো উল্লেখ থাকে, রিপাবলিকান গার্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিনায়করা বিমানবন্দরের লাগোয়া ইরাকী রিপাবলিকান প্রাসাদের অভ্যন্তরেই অবস্থান করবেন এবং মার্কিন বাহিনী সেখানে এমনভাবে বোমাবর্ষণ করবে যে, রিপাবলিকান প্রাসাদটি মার্কিন বাহিনী দখল করে নিয়েছে। এমতাবস্থায় মার্কিন বাহিনী রিপাবলিকান গার্ড বাহিনীর দ্বিতীয় শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিমানবন্দরে সরিয়ে নিবে। লিখিত দলীলে আরো শর্তারোপ থাকে যে, রিপাবলিকান গার্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ের সদস্যরা মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলবে না। বিনিময়ে তাদেরকে এবং তাদের পরিবারবর্গকে পর্যন্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে এবং তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হবে। একইভাবে রিপাবলিকান গার্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিনায়করা তাদের নীচের রাংকের সদস্যদের নির্দেশ দেবে যে, তারা কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলবে না। ফলে রিপাবলিকান গার্ডের নিম্নতম র‍্যাংকের সদস্যরা আর প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। তাদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। লিখিত দলীলে আরো বলা হয় যে, রিপাবলিকান গার্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিনায়কদেরকে এই চুক্তি বাস্তবায়নে ডলারে নগদ অর্থ পরিশোধ করা হবে।

এভাবে মার্কিন প্রশাসন ইরাকী জেনারেলদের বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় প্রস্তাব এমনকি নাগরিকত্ব প্রদানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে হাত করে নেয়। ফলে বাগদাদের দিকে মার্কিন বাহিনীর অগ্রাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইরাকী সেনা কর্মকর্তাদের স্বপক্ষত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তাদের স্বপক্ষ ত্যাগ, আত্মসমর্পণ অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ সৈনিকেরা নেতৃত্বহীন ও দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেকারণ তাদের রণেভাঙ্গ দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

ইরাকের হাযার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চিহ্ন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে নাঃ

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বাগদাদে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পঞ্চম দিন বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং নিন্দনীয় হয়ে থাকবে লুটতরাজ এবং অগ্নিসংযোগের জন্য। দখলদার বাহিনীর উপস্থিতিতে গত ৯ এপ্রিল থেকে রাজধানী বাগদাদে বেপরোয়া লুটপাট শুরু হয়। কিন্তু ১৪ এপ্রিলের লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাগুলি বিশেষভাবে বেদনাদায়ক এবং ব্যতিক্রমী। সাত হাযার বছরের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী মহামূল্যবান বাগদাদ জাদুঘরটি গত ১২ এপ্রিল লুণ্ঠিত হওয়ার পর এবার লুট হয় বাগদাদের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং আর্কাইভ।

১৪ এপ্রিল প্রথমে আসে লুটেরারা, তারপর অগ্নিসংযোগকারীদের দল। বাগদাদের জাতীয় গ্রন্থাগার ও

আর্কাইভে সংরক্ষিত ওছমানিয়া সাম্রাজ্যের সময়কার অমূল্য দলীলপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী পাইকারী হারে লুটপাট হয়। ভস্মীভূত হয় কেবলমাত্র ওছমানিয়া সাম্রাজ্যের সময়কার ঐতিহ্যই নয়, একই সাথে ভস্মীভূত হয় আধুনিক ইরাকের মূল্যবান সংরক্ষণগুলিও। এরপর সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পেট্রোল ঢেলে। আগুনের লেলিহান শিখার উচ্চতা ২শ' ফুট ছাড়িয়ে যায় এবং তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৩ হাযার ডিগ্রী। এই অকল্পনীয় তাপমাত্রার মধ্যেই অগ্নিসংযোগ করা হয় ধর্মমন্ত্রণালয়ের একটি গ্রন্থাগারে, যেখানে সংরক্ষিত ছিল বিভিন্ন সময়ের এবং আকৃতির অসংখ্য কুরআন মাজীদ। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক বলেন, গ্রন্থাগারে আগুন লাগানোর পর তার লেলিহান শিখা গ্রন্থাগারের জানালা গলিয়ে অন্তত ১শ' ফুট উঁচুতে উঠে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। সে অবস্থায় তিনি ছুটে যান দখলদার মার্কিন মেরিন বাহিনীর অসামরিক বিষয়ক দফতরে। সেখানে পৌঁছার পর জানা যায়, ইরাকের জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভের লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি তাদের অজানা নয়। তিনি তাদেরকে ঘটনাস্থলে যাবার একটি সড়ক মানচিত্র এঁকে দিয়ে বলেন, অগ্নিসংযোগের দীর্ঘ আগুনের শিখা অন্তত তিন মাইল দূর থেকেই দেখা যাবে এবং দ্রুত গাড়ী হাঁকিয়ে গেলে সেখানে পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র পাঁচ মিনিট। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এরপরও আধঘন্টা অতিবাহিত হ'ল। অথচ কোন আমেরিকানকেই ঘটনাস্থলের আশপাশে কোথাও দেখা গেল না! ততক্ষণে আগুনের শিখা পূর্ববর্তী ১শ' ফুটের সীমা ছাড়িয়ে ২শ' ফুট উচ্চতা ছুঁয়েছে।

দুর্ধর্ষ চেঙ্গিশখানের দৌহিত্র হালাকু খান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাগদাদ লুণ্ঠন করে ব্যাপক গণহত্যা চালানোর পর নগরীটি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বাগদাদের বিখ্যাত গ্রন্থাগার সে সময় ভস্ম হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, দজলা নদীর পানি তখন কালো বর্ণ ধারণ করেছিল ভস্মীভূত গ্রন্থরাজির কালিতে। গত ১৪ এপ্রিল আরেকবার বাগদাদের মহামূল্যবান গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হ'ল। এবার ভস্মীভূত হাযার হাযার গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক দলীলপত্রের ছাইভস্মে কালো বর্ণ ধারণ করল বাগদাদের আকাশ। কিন্তু কেন? কি উদ্দেশ্য অর্জিত হ'ল এতে। এই বেদনাদায়ক প্রশ্নটি জবাবহীন থেকেই গেল।

আমেরিকার জন্য তিনটি মারাত্মক প্রশ্নঃ

ইরাকে অন্যায় যুদ্ধ শুরুর পর তিনটি মারাত্মক প্রশ্ন এসেছে আমেরিকার সামনে। সারা দুনিয়ার পত্র-পত্রিকা, সুশীল সমাজ এবং গণমানুষের পক্ষ থেকে নানাভাবে এসব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কোন কোন বিশ্লেষক বলছেন, এই তিন প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতে না পারলে আমেরিকার পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না। যুদ্ধবাজ মার্কিন নেতৃবৃন্দ আজ পর্যন্ত এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। অদূর ভবিষ্যতে দিতে পারবেন কি-না সেটাই এখন দেখার বিষয়। প্রশ্ন তিনটি হচ্ছেঃ

১. ইরাকের তথাকথিত গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র কোথায় গেল?

২. সভ্যতার জন্মস্থান কেন বর্বরতার শিকার হ'ল?

৩. ইরাক যুদ্ধের পর পৃথিবীর নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত হবে?

ইরাকে বর্বর সামরিক অভিযান চালিয়ে সে দেশের ২০ হাযারের বেশী নারী-পুরুষ, শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। কম করেও ৩ হাযার কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ লুট ও স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে। সভ্যতার জন্মস্থান হিসাবে পরিচিত একটি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, আত্মমর্যাদা পদদলিত করা হয়েছে। এর লাখ লাখ কোটি ডলার মূল্যের তেল সম্পদ লুট ও ভাগ বাটোয়ারার পাঁয়তারা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এসবই করা হয়েছে এবং হচ্ছে ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র অর্থাৎ 'ডব্লিউএমডি'র নামে। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে যে, ইরাক এসব মারণাস্ত্র তৈরী করেছে। এই মারণাস্ত্রের বিপদ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীকে নিরাপদ করার অজুহাতে তারা ইরাকে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। ইরাকে মার্কিন সৈন্য প্রবেশের পর থেকে হোয়াইট হাউস নাকি চিৎকার করে বলছে, 'আমাকে কিছু ডব্লিউএমডি এনে দাও'। কিন্তু গত মাসাধিককালে ইরাকের মাটি তোলপাড় করেও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আজ পর্যন্ত কোন ডব্লিউএমডি সেখানে পায়নি। এটি না পাওয়ার অর্থ ইরাকে গণহত্যা, লুটপাটসহ যে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, সবই হয়েছে মিথ্যা অজুহাতে এ কথা আরও নগ্নভাবে সারা বিশ্বের সামনে প্রকাশ পেয়ে যাওয়া।

এখানে আর একটি লক্ষনীয় বিষয় হ'ল, ইরাকে মারণাস্ত্র অনুসন্ধানের বৈধ কর্তৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের নেই। সেটি আছে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের। যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেখানে যেতে দিচ্ছে না। ইরাক এখন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। সেখানে তাদের লাখ লাখ সৈন্য, গোয়েন্দা আর ভাড়াটে লোকজন গিজগিজ করছে। এ অবস্থায় মার্কিন সৈন্যরা ইরাকে মারণাস্ত্র পেলেও এসব যে তারাই সেখানে নিয়ে যায়নি এটা প্রমাণ করার আর সুযোগ থাকবে না। তাই গণবিধ্বংসী অস্ত্র কোথায় এ প্রশ্ন যতবার উঠবে ততবারই আমেরিকানরা বিব্রত হবে। কারণ ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এটা তারা বৈধভাবে আর কখনই প্রমাণ করতে পারবে না।

ইরাকের স্বাধীনতা হরণ ও গণহত্যার মতই যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি অমার্জনীয় অপরাধ করেছে ইরাকের অমূল্য প্রত্নসম্পদ লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়ে। ইরাক তথা মেসোপটেমিয়া হচ্ছে সভ্যতার সূতিকাগার। হাযার হাযার বছর আগের যে প্রত্নসম্পদ সেখানকার জাদুঘর ও লাইব্রেরীগুলিতে ছিল তার নযীর পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই প্রত্নসম্পদ ইরাকের আত্মার সমতুল্য। একটি সমৃদ্ধ জাতিসত্তার প্রামাণ্য নিদর্শন ছিল এগুলো। এই অমূল্য সম্পদ মার্কিনীরা লুটেরাদের হাতে কেন তুলে দিল? এই প্রত্নসম্পদ লুটের মাধ্যমে একটি জাতিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন,

এই লুটপাট উসকে দিয়ে মার্কিনীরা সভ্যতাকে ধর্ষণ করেছে।

এতদিন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির উপায় ছিল জাতিসংঘ। কারও কারও মতে, মানব জাতির শেষ শ্রেষ্ঠ আশা ছিল জাতিসংঘ। জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়া ইরাকে সামরিক হামলা চালিয়ে বুশ-ব্লেয়ার মানব জাতির এই শ্রেষ্ঠ আশা নিঃশেষ করে দিয়েছে। যুদ্ধবিরোধী বিশ্বজনমত, সুশীল সমাজ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তারা সারা দুনিয়ার শত-শত কোটি মানুষকে অপমান করেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইরাক যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি কিভাবে হবে? বড় দেশগুলি ছোট দেশগুলিতে হামলা চালিয়ে সম্পদ লুটের তাণ্ডব শুরু করলে, একে অন্যের সঙ্গে বিবাদে জড়ালে তাদের বাধা দেবে কে? জাতিসংঘ, বিশ্বজনমত যে এক্ষেত্রে কোন বাধা নয় সেটা যুক্তরাষ্ট্রই দেখিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় সারা পৃথিবীর মানুষ আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দুনিয়া জুড়ে ভয়াবহ নৈরাজ্য ও দুর্বৃত্তায়নের সূচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধের মাধ্যমে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ আজ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। ইরাকে তার অন্যায় আগ্রাসন প্রমাণ করেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটির নৈতিক অধঃপতন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, কোন সাম্রাজ্য বা বৃহৎ শক্তি যখন নৈতিক অধঃপতনের চরম পর্যায়ে চলে যায়, তখন অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর পতনের সূচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থাটাকে বলা যায়, ইট ইজ দ্য বিগিনিং অব দ্য এণ্ড। রোমান সাম্রাজ্য থেকে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস সে সাক্ষ্যই দেয়।

দেশে দেশে যুক্তরাষ্ট্রের নিষ্ঠুর সামরিক আগ্রাসনঃ

যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র সন্ত্রাসী পরাশক্তি। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, বিগত ৫০ বছরে দেশটি ১১৩টি দেশে হয়তো সামরিক অভ্যুত্থানে ইন্ধন দিয়েছে নয়তো সরাসরি সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে। বিশ্বে এমন কোন দেশ খুঁজে পাওয়া সত্যি দুষ্কর যে দেশে কোন না কোনভাবে মার্কিন হস্তক্ষেপ ঘটেনি। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন হ'ল ইরাক। যুক্তরাষ্ট্র নিজের ভণ্ডামি চাপা দেয়ার জন্য যত সাফাই-ই করুক না কেন, দেশে দেশে তার বিষাক্ত নখর বসানোর দাগ ইতিহাস থেকে কখনো মুছে যাবে না। তার দস্যুতা ও বর্বরতার সামান্য চিত্র নিম্নরূপঃ

১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকঃ ফিলিপাইনে তেইশটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি গড়া হয় ১৯৪০-এর দশকে। ১৯৫০-এর দশকে পঞ্চাশ হাযার ফিলিপিন সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং কুড়ি কোটি ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করা হয়।

১৯৪৫-১৯৫৩ কোরিয়াঃ ১৯৫০-এর কোরিয়ার যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই আমেরিকার হস্তক্ষেপ শুরু হয়।

আগষ্ট ১৯৪৫ জাপানঃ হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের নির্দেশে।

১৯৪৯-১৯৫৩ আলবেনিয়াঃ আমেরিকার গুপ্ত আক্রমণে কয়েক শত আলবেনীয় মানুষ মারা যান, বহু মানুষ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

১৯৪৭-১৯৫০-এর দশকের প্রথমার্ধ গ্রীসঃ গ্রীসকে আমেরিকা কার্যত তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে।

১৯৪৮-১৯৫৬ পূর্ব ইউরোপঃ অপারেশন স্পিল্‌টার ফ্যাক্টর-এর মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ার ১,৬৯,০০০ কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যকে গ্রেফতার করানো হয়; হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া ও পোল্যাণ্ডে কয়েক হাযার মানুষকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করা হয়।

১৯৫০-এর দশক জার্মানীঃ রাশিয়ার আগ্রাসনের অজুহাতে পশ্চিম জার্মানীতে গোপন সেনাবহিনী গড়ে তোলা হয়।

১৯৫৩ ইরানঃ ইরানের একমাত্র ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত তেল কোম্পানী 'অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানী' জাতীয়করণ করায় প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ মোছাদ্দেককে সরিয়ে শাহকে ক্ষমতায় বসানো হয়।

১৯৫৩-১৯৫৪ গুয়াতেমালাঃ আমেরিকা জ্যাকোবো আরবেনজ-এর নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দিয়ে চক্রান্তকারী সামরিক দলকে ক্ষমতায় বসায়।

১৯৫৫-এর দশকের মাঝামাঝি কোস্টারিকাঃ প্রথমে আমেরিকার সহযোগী ছিলেন কোস্টারিকার প্রেসিডেন্ট জোসে ফিগুয়ার্স। ১৯৫৫ থেকে নিকারাগুয়ার একনায়ক সোমোজাকে ব্যবহার করা হয় ফিগুয়ার্স-এর বিরুদ্ধে অভিযানে।

১৯৫৬-১৯৫৭ সিরিয়াঃ সিআইএ সিরিয়ার বিদেশমন্ত্রীকে বিপুল অর্থ দিয়ে সিরিয়ার সরকার বদল ঘটায়।

১৯৫৭-১৯৫৮ মধ্যপ্রাচ্যঃ ১৯৫৭ সালের ৯ মার্চ মার্কিন কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের মধ্যপ্রাচ্য নীতি অনুমোদিত হয়। ইসরাঈলী বাহিনী মিশরে প্রবেশ করে সিনাই উপদ্বীপ এবং গাজা স্ট্রিপ দখল করে নেয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে আটটি ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনায় সিরিয়া এবং মিশরের সরকারের পতন ঘটানো হয়। মিশরের রাজা ফারুককে নির্বাসনে পাঠানো হয়। লেবাননে মোতায়েন হয় প্রায় ১৪,০০০ আমেরিকান নৌ ও স্থলসেনা।

১৯৫৭-১৯৫৮ ইন্দোনেশিয়াঃ ১৯৫৫ সাল থেকে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ-কে হটাতে সিআইএ গোপন সামরিক কার্যকলাপ এবং প্রশিক্ষণ শুরু করে। ১৯৫৭-র নভেম্বর মাসে সামরিক বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৯৫৮-র জুন মাসের মধ্যে সুকর্ণ-র বাহিনী

সিআইএ-সমর্থিত বিদ্রোহীদের দমন করে।

১৯৫৩-১৯৬৪ ব্রিটিশ গায়ানাঃ সিআইএ-র আন্তর্জাতিক শ্রমিক মাফিয়া সংগঠন ব্রিটিশ গায়ানাতে একটি ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করে। ১৯৬৪-র ডিসেম্বরে ছেদি জগান সরকারের পতন ঘটানো হয়।

১৯৫০-১৯৭০-এর দশক ইতালীঃ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট ইত্যাদি রাজনৈতিক দল ও শ্রমিকদের সংগঠনকে সিআইএ বিপুল অর্থ দেয়। নির্বাচনগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য আমেরিকার সর্ববৃহৎ তেল কোম্পানী 'এক্সন' এবং 'মোবিল' ১৯৬৩ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে অর্থ সাহায্য করে।

১৯৫০-১৯৭৩ ভিয়েতনামঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান-এর নীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধে মোট পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ ভিয়েতনামীকে হত্যা করা হয়।

১৯৫৫-১৯৭৩ কম্বোডিয়াঃ আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে দশ থেকে বিশ লাখ কম্বোডিয়ানকে হত্যা করা হয়।

১৯৫৭-১৯৭৩ঃ লাওসঃ মোর্চা সরকারের শরীক 'প্যাথেট লাও' নামক সংগঠনের সঙ্গে স্থলযুদ্ধে পেরে না ওঠায় আমেরিকা আকাশ পথে আক্রমণ করে।

১৯৫৯ হাইতিঃ হাইতির বিদ্রোহীদের দমন করতে সরকারী সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আক্রমণ হানে আমেরিকান সেনা।

১৯৬০-১৯৬৪ কঙ্গোঃ সিআইএ-র আর্থিক ও সামরিক সাহায্য নিয়ে জোসেফ মবুতুর বাহিনী প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিস লুমুম্বাকে বন্দী করে জেলখানায় হত্যা করে।

১৯৬১-১৯৬৪ ব্রাজিলঃ ব্রাজিলে সরকারী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আমেরিকার OPS (ইউএস অফিস অব পাবলিক সেফটি) এক লাখ রক্ষীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে খুনী জাতীয় বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

১৯৬০-১৯৬৬ ডোমিনিকান রিপাবলিকঃ আমেরিকার বিমান ও নৌবাহিনী বিপ্লব দমন করে। ১৯৬৬ সাল অবধি আমেরিকা দখলে রাখে।

১৯৫৯-১৯৮০ কিউবাঃ ১৯৫৯-এর জানুয়ারীতে কিউবার বিপ্লবের পর থেকে আমেরিকা রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র প্রয়োগের ফলে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে কিউবায়। বহু মানুষ, পশু মারা যায়, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

১৯৬৪-১৯৭৩ চিলিঃ প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে বিনা ক্ষতিপূরণে আমেরিকান মালিকানাধীন চিলির মাইনিং কোম্পানী জাতীয়করণ করেন। সিআইএ জেনারেল অগাস্টো পিনোশের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সরকারের পতন ঘটানো হয়। আলেন্দেকে হত্যা করা হয়।

১৯৬৪-১৯৭৫ বলিভিয়াঃ আমেরিকা ও পানামায় বার শ' বলিভিয়ান অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে CIA সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়।

১৯৭০-১৯৭১ কোস্টারিকাঃ জোসে ফিগুয়ার্স-এর সরকারকে আবার গদিচ্যুত করে সিআইএ।

১৯৭২-১৯৭৫ ইরাকঃ ইরানের শাহ-এর মদদ নিয়ে আমেরিকা ১৯৭২-এ ইরাকের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ী কুর্দি উপজাতির মানুষকে অস্ত্র সরবরাহ করে।

১৯৭৯-১৯৮১ গ্রানাডাঃ গ্রানাডার বামপন্থী সরকারের নেতা মরিস বিশপসহ কয়েকশ' মানুষকে হত্যা করে মার্কিন আগ্রাসনকারীরা।

১৯৮১ থেকে নিকারাগুয়াঃ ধীরগতির সন্ত্রাস চালিয়ে এ পর্যন্ত আমেরিকা তের হাযারের বেশী মানুষকে হত্যা করেছে।

১৯৮৯ পানামাঃ আমেরিকান আগ্রাসনে কয়েক হাযার মানুষের মৃত্যু হয়।

১৯৮১-১৯৮৯ লিবিয়াঃ সিআইএ মুয়াম্মার গদ্দাফিকে হত্যা করতে গিয়ে তার দু'বছরের শিশুকন্যাকে হত্যা করে। ধারাবাহিক সন্ত্রাসের ফলে ১৯৮৬ সালের এপ্রিল থেকে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে।

১৯৯১ থেকে ইরাকঃ আমেরিকা ও ব্রিটেনের যৌথ সন্ত্রাসে এ পর্যন্ত কয়েক লাখ মানুষ মারা গেছে।

১৯৬০ থেকে কলম্বিয়াঃ মাদক চালান বন্ধ করার অজুহাতে মার্কিন অস্ত্র, সেনা ও প্রশিক্ষণে কলম্বিয়ার সরকার সাতষট্টি হাযারের বেশী মানুষকে হত্যা করেছে।

১৯৯২ থেকে যুগোশ্লোভিয়াঃ ১৯৯২ থেকে বসনিয়াতে ৩৪,০০০ ন্যাটো-পরিচালিত সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

১৯৯৯ থেকে কসোভোঃ আকাশপথে আক্রমণ চালিয়ে ৩,০০০-এর বেশী মানুষকে হত্যা করা হয়।

১৯৪৮ থেকে পালেস্টাইনঃ মার্কিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ইসরাঈলী সেনা কয়েক হাযার ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছে।

এ হ'ল বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের কিছু ছিটেফোটা। এতদ্ব্যতীত দেশে দেশে তাদের পশুত্বের ইতিহাস এতই ব্যাপক যে, তা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব। তাদের ন্যাক্কারজনক ইতিহাস সংরক্ষণে খোদ ইতিহাস গ্রন্থসমূহও যেন ত্রাহি ত্রাহি রব করছে।

এক্ষণে মুসলিম বিশ্বের করণীয় হচ্ছে ইসলামী আদর্শমূলে ফিরে আসা এবং তাবেদারী মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম শক্তিতে পরিণত হওয়া। মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনিতে কাফের শিবির প্রকম্পিত হবেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

মনীষী চরিত

বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

পূর্বাভাষঃ

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। মূর্খতা, চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন মুসলিম সমাজকে অক্টোপাসের ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল। মানুষের মাঝ থেকে নীতি-নৈতিকতা ও ইলমের জ্যোতি বিদূরিত হবার ফলে মুসলিম উম্মাহ অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিল। নামধারী মুসলিম শাসকরা ছিল চরম স্বৈরাচারী ও ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। শাসকদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতার দরুণ সাম্রাজ্যে শান্তির সোনার হরিণ যেন নিভৃতে নির্জনে গুমরে মরছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, ছিনতাই বেড়েই চলছিল। শাসকদের অত্যাচার এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, সে সময়-

نہ کوئی غنچہ مسکرا سکتا تھا اور نہ شبنم
روسکتی تھی

'হাসত না কাননে ফুলকলি, আর ঝরাতনা শিশির কণা অশ্রুধারা'।

ধর্মীয় অবস্থাও ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। খৃষ্টান লেখক Lothrop Stoddard এ সময়কার মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থার এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন তার The new world of Islam (حَاضِرُ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيْ শিরোনামে আরবীতে অনূদিত) গ্রন্থে। তিনি বলেন- 'সে যুগে ধর্ম শিরক-বিদ'আতের জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়েছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষদেরকে যে নির্ভেজাল একত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, তাকে তাছাউফের খোলস ও ভ্রান্ত আক্বীদাহ ঢেকে ফেলেছিল। মসজিদগুলি মুছল্লী শূন্য হয়ে পড়েছিল। সমাজে মূর্খ ফকীর দরবেশের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কাঁধে তাবীয-কবয ও তসবীহ ঝুলিয়ে গমন করে জনসাধারণকে বাতিল আক্বীদাহ ও সংশয়ের গোলক ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। তাছাড়া তারা মানুষদেরকে ওলী-আওলিয়ার কবর যিয়ারত করা ও মৃত ব্যক্তিদের শাফা'আত বা সুপারিশ গ্রহণে উৎসাহ দিত। মানুষের মাঝ থেকে কুরআনের শিক্ষা ও মাহাত্ম্য বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা মদ ও আফিম পানে মত্ত হয়ে পড়েছিল। চতুর্দিকে পাপাচার ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছিল না লজ্জা-শরমের কোন বালাই। মক্কা ও মদীনার অবস্থাও ছিল তথৈবচ। যে পবিত্র হজ্জকে রাসূল (ছাঃ) সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর ফরয সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তা নিকৃষ্ট অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

মোদ্দাকথাঃ ইসলাম ধর্মের প্রাণশক্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে যুগে যদি স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করতেন এবং ইসলামের এহেন নাজুক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, তবে অবশ্যই ক্রোধে ফেটে পড়তেন এবং মুসলমানদের মধ্যে যারা ভর্ৎসনার যোগ্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করতেন। তেমনি মুরতাদ (ধর্মদ্রোহী) ও মূর্তি পূজকরাও হ'ত তিরষ্কৃত।[১]

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলাম জগতের বিশেষতঃ পবিত্র স্থান সমূহের যে অবস্থা ছিল, উপরোল্লিখিত আলোচনা হ'তে তার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া গেল। কিন্তু আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রভূমি নাজদের অবস্থা তখন এর চেয়েও অধিক শোচনীয় ছিল। অতি সহজ করে বললেও বলতে হয় যে, নাজদবাসীর নৈতিক পতন সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের সমাজে ভাল-মন্দের কোন মানদণ্ডই ছিল না। শতাব্দী ব্যাপী শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত থাকায় শিরকী আক্বীদাহ সমূহ তাদের অন্তরে এরূপ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের একটি বৃহৎ অংশ সেই সমস্ত অনাচারকেই আসল দ্বীন বা প্রকৃত ইসলামী আক্বীদাহ বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল এবং সত্য-মিথ্যার বিচার-বিবেচনা ছাড়াই তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসৃত নীতি-নৈতিকতা হ'তে নড়াচড়া করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।[২]

শিরক ও বিদ'আত নাজদে ব্যাপকহারে বেড়ে গিয়েছিল। মানুষেরা যাদুকর ও গণকদের কাছে গিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করত এবং তাদের কথাকে সত্য বলে জ্ঞান করত। কবর, গাছ, পাথর, গুহা ইত্যাদি পূজা চলছিল নির্বিঘ্নে।[৩] সেখানে কতিপয় ছাহাবীর নামে বেশ কিছু ভুয়া কবর গড়ে উঠেছিল। 'জাবীলা'য় যায়দ বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কবর ছিল। তাঁর কবরে গিয়ে লোকেরা মিনতি করত এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য ফরিয়াদ জানাতো। 'দিরঈইয়া'তেও

* ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *Lothrop Stoddard, হাযেরুল আলাম আল-ইসলামী. মূলঃ The new world of Islam, ইংরেজী থেকে আরবীতে রূপান্তরঃ অধ্যাপক উজাজ নুওয়াইহেয, প্রয়োজনীয় অধ্যায়, টীকা ও ব্যাখ্যা সংযোজনঃ আমীর শাকীব আরসালান, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, চতুর্থ প্রকাশঃ ১৩৯৪ হিঃ/১৯৭৩ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯-২৬০।*

২. *আল্লামা মাসঊদ আলম নাদভী, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ এক মাযলূম আওর বদনাম মুছলেহ, অনুবাদঃ মুনতাসির আহমাদ রহমানী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (প্রকাশিকাঃ উম্মে ফাতেমা তৈয়েবুন্নেসা রহমানী, ১৪৩/১, দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা-১৭, প্রথম সংস্করণঃ ১৯৮৩ ইং), পৃঃ ৮।*

৩. *শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু (সঊদী আরবঃ দারুল ইফতা, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৪১১ হিঃ), পৃঃ ২৫।*

কোন কোন ছাহাবীর নামে সংযুক্ত কবর ছিল। এর চেয়েও আশ্চর্যের কথা এই যে, 'মানফূহা' নগরীতে সন্তান-বঞ্চিতা স্ত্রীলোকেরা সন্তান লাভের আশায় পুরুষ খেজুর বৃক্ষের সাথে আলিঙ্গন করত। দিরঈইয়াতে একটি গুহা ছিল সেখানেও মানুষেরা নিজেদের মনস্কামনা পূরণের জন্য গমন করত। কারণ তাদের ধারণা ছিল, কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনৈক বাদশাহর পলায়নকৃত মেয়ে এই গুহার নিকট আশ্রয় পেয়েছিল। 'গোবায়রা' উপত্যকায় যেরার বিন আযূর-এর কবর শিরকের রমরমা আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল।[৪]

দুঃখের বিষয় এই যে, এসব গর্হিত কাজ চলছিল ধর্মের নামে। এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সাহস কোন আলেমের ছিল না। মানুষ পার্থিব মায়া-মমতার বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছিল।[৫]

নাজদের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল ভয়াবহ। সেখানে ছিল না কোন আইন-কানূনের বালাই। আমীর ও পদস্থ কর্মচারীদের খেয়াল-খুশি মত চলত রাষ্ট্র। নাজদ তখন কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অঞ্চলের একজন আমীর বা শাসক ছিল। এক অঞ্চলের আমীরের সাথে অন্য অঞ্চলের আমীরের কোন সদ্ভাব-সম্প্রীতি ছিল না। পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত।[৬]

মুসলিম উম্মাহর এহেন দুর্দিনে নাজদের আকাশে উদিত হ'ল এক নব শশী। সেই নব শশী হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ)।

জন্ম ও বংশীয় ঐতিহ্যঃ

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ১১১৫ হিজরী মোতাবেক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে বর্তমান সঊদী আরবের রাজধানী রিয়ায নগরীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত 'উয়ায়না' (عُيَيْنَة) অঞ্চলের বিখ্যাত তামীম গোত্রের একটি শাখা বানু সিনান বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] উয়ায়না অঞ্চলটি নাজদ প্রদেশের অন্তর্গত। রিয়ায ও উয়ায়নার মাঝে দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার।[৮] বর্তমানে উয়ায়না অঞ্চলকে 'বালাদুশ শায়খ'ও বলা হয়।[৯] শায়খের পূর্ণ বংশ পরম্পরা হচ্ছে- মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব বিন সুলাইমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন রাশেদ বিন বুরাইদ বিন মুশাররফ আন-নাজদী আত-তামীমী।[১০] উল্লেখ্য, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব-এর পূর্বে তাঁর গোত্র 'আলে মুশাররফ' নামে অভিহিত ছিল। বর্তমানে 'আলে শায়খ' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।[১১]

ইলমী দিক দিয়ে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব-এর বংশ ছিল গৌরবের অধিকারী। তাঁর পিতা আবদুল ওয়াহ্হাব ছিলেন দেশের নেতৃস্থানীয় আলেম। তিনি ফিক্বহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শায়খের দাদা সুলাইমানও নাজদের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। নাজদের আলেমগণ কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে তাঁর নিকট হ'তেই সমাধান গ্রহণ করতেন। তিনি ফিক্বহ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর কাছে অনেক শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেন। তাছাড়া শায়খের চাচা ইবরাহীমও একজন অসাধারণ প্রতিভাবান আলেম ছিলেন। ইবরাহীমের পুত্র আবদুর রহমানও একজন ফিক্বহ বিশারদ আলেম ও সুসাহিত্যিক ছিলেন।[১২]

শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষাঃ

বাল্যকাল হ'তেই শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। পিতার হাতেই শায়খের হাতেখড়ি হয়। দশ বৎসর বয়স অতিক্রম করার পূর্বেই কুরআন মাজীদ হিফয (মুখস্থ) সম্পন্ন করেন।[১৩] তিনি স্বীয় পিতার নিকট তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্বহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[১৪] অধ্যয়নকালে পিতা স্বীয় পুত্রের মেধাশক্তি এবং বিচক্ষণতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হ'তেন। তিনি বলেছেন, 'মুহাম্মাদের অধ্যয়নকালে তাঁর বিচক্ষণতা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি নিজেও উপকৃত হয়েছেন'। শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব তার পুত্রের জ্ঞান প্রতিভায় এরূপ

---

৪. আহমাদ বিন হাজার বিন মুহাম্মাদ আলে আবূ তামী আলে ইবনে আলী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ আকীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলাহিইয়া ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে (সঊদী আরবঃ দারুল ইফতা, ১৩৯৩ হিঃ), পৃঃ ১৯।

৫. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২৫।

৬. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবঃ আকীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলাহিইয়া ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ২০।

৭. ডঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সালমান, হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (সঊদী আরবঃ ওযারাতুত তা'লীম আল-আলী জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ আল-ইসলামিইয়া, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ১৫; আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৪র্থ প্রকাশঃ ১৯৯৬), পৃঃ ৭৬।

৮. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২০-২১।

৯. মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

১০. ছালেহ বিন ফাওযান বিন আবদুল্লাহ ফাওযান, মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ ওয়া শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (সঊদী আরবঃ দারুল ইফতা, ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৫৬।

১১. মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

১২. হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, পৃঃ ১৬; মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৫৬; মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১-১২।

১৩. মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৫৬।

১৪. আল-মাওসূ'আতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদয়ান ওয়াল মাযাহেব আল-মু'আছিরাহ (রিয়াযঃ আন-নাদওয়াতুল আলামিইয়া লিশ-শাবাবিল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৯ খৃঃ), পৃঃ ২৭৩।

প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, অল্প বয়সের বালক হ'লেও তিনি ইমামতি করার জন্য তাকেই এগিয়ে দিতেন। শায়খ মুহাম্মাদ তরুণ বয়সেই দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং হজ্জ পর্বও সমাধা করেন। এই সময়ে তিনি দুই মাসকাল মদীনায় অবস্থান করে উয়ায়নায় প্রত্যাবর্তন করতঃ পুনরায় পিতার নিকট জ্ঞান আহরণে মনোনিবেশ করেন। প্রয়োজনীয় নোট গ্রহণ ও তথ্যমূলক পুস্তকাদি তিনি এরূপ নিষ্ঠার সাথে নকল করতেন যে, একই বৈঠকে বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠা লিখে তবেই উঠতেন।[১৫]

বাল্যকালেই শায়খ মুহাম্মাদ তাফসীর, হাদীছ ও আকাঈদ সংক্রান্ত গ্রন্থের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি এসব বিষয়ে প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। বিশেষ করে বাল্যকাল হ'তেই তিনি দুই জগদ্বিখ্যাত মনীষী ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর গ্রন্থগুলিকে অধিক গুরুত্ব দিতেন এবং মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করতেন।[১৬] এর ফলে বাল্যকাল হ'তেই তাঁর মাঝে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭] এভাবে খাঁটি ধর্মীয় পরিবেশে শায়খ লালিত-পালিত হ'তে থাকেন।

উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বিদেশ-বিভুঁইয়ে পাড়িঃ

জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী অধ্যয়ন করলে এ সত্য গোচরীভূত হয় যে, তারা জ্ঞান সমুদ্রের মণি-মুক্তা আহরণের জন্য বিদেশ-বিভুঁইয়ে পাড়ি জমিয়েছেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব-এর বেলায়ও এ রীতির ব্যত্যয় ঘটেনি। উচ্চশিক্ষার উদগ্র বাসনা তাঁকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে পাড়ি জমাতে উদ্বুদ্ধ করে। শায়খ মুহাম্মাদ স্বীয় পিতার নিকট পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পর উচ্চ শিক্ষার্থে প্রথমে মক্কায় গমন করে দ্বিতীয়বার হজ্জ সমাপন করেন এবং সেখানকার কতিপয় আলেমের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর মদীনার দিকে রওয়ানা হন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করে সেখানকার অভিজ্ঞ ও খ্যাতিসম্পন্ন আলেমগণের খিদমতে হাযির হন এবং উচ্চশিক্ষা লাভে গভীর মনোনিবেশ করেন। নাজদের 'মাজমা'আহ' নামক স্থানের বিখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় আলেম শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন সায়ফ নাজদী তখন স্থায়ীভাবে মদীনায় অবস্থান করছিলেন।[১৮] শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর নিকট থেকে অনেক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তিনি তাঁকে সুশিক্ষিত করে তুলতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তাওহীদ ও আক্বীদার ক্ষেত্রে শিক্ষকের চিন্তাধারা ছাত্রের সাথে মিলে যায়। তাঁরা উভয়েই তদানীন্তন নাজদ ও অন্যান্য স্থানের লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বাজে আমল দেখে পীড়িত ও মর্মাহত হন। এই মহান শিক্ষকের সাহচর্যে থেকে শায়খ মুহাম্মাদ ইলমী সুধা রসে স্বীয় রসনা পরিতৃপ্ত করেন।[১৯]

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম নাজদীর মহত্ত্ব, মর্যাদা এবং জ্ঞান গভীরতা সম্পর্কে স্বয়ং শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব বলেছেন, 'একদা আমি শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীমের খিদমতে হাযির হ'লাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, মাজমা'আবাসীদের জন্য আমি যে অস্ত্রাগার প্রস্তুত করে রেখেছি তা কি তুমি দেখবে? আরয করলাম, অবশ্যই দেখান হুযূর! তিনি আমাকে সঙ্গে করে এমন একটি গৃহে প্রবেশ করলেন যেখানে বহু গ্রন্থের সমাবেশ ছিল। তিনি বললেন, দেখ, আমি তাদের জন্য এই সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছি'।[২০]

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীমের মাধ্যমে শায়খ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর (মৃতঃ ১১৬৫ হিঃ) সাথে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের পরিচয় ঘটে। তিনি সে সময় মদীনার হাদীছ শাস্ত্র বিশারদরূপে সর্বজন স্বীকৃত ছিলেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব তাঁরও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন তাঁর খেদমতে অবস্থান করেন।[২১] মদীনায় শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হ'লে শায়খ বছরার উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করে সেখানকার কতিপয় আলেমের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। তন্মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদ আল-মাজমূয়ীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর নিকট আরবী ব্যাকরণ, অভিধান ও হাদীছ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। এ সময় তিনি কেবল জ্ঞানার্জন করেই নিবৃত্ত থাকেননি; বরং এর পাশাপাশি শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে লেখালেখি পরিচালনা করেন। ফলে নানা অপবাদ দিয়ে তাঁকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয়।[২২]

উচ্চশিক্ষার্থে তিনি পদব্রজে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পাথেয় স্বল্পতার কারণে সিরিয়ায় না গিয়ে তিনি 'আহসা'য় গমন করেন। আহসায় তিনি শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুল লতীফ শাফেঈ-র নিকট শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর হুরাইমালায় (নাজদের একটি গ্রাম) প্রত্যাবর্তন করেন। কেননা তার পিতা ইতিপূর্বেই ১১৩৯ হিঃ মোতাবেকে ১৭৩৬ সালে 'উয়ায়না' হ'তে হুরাইমালায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।[২৩]

---

১৫. মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

১৬. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব আকীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলামিইয়া ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ১৫।

১৭. মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৫৬-৫৭।

১৮. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২১; মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

১৯. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব আকীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলাহিইয়া ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ১৬।

২০. মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫; গৃহীতঃ উনওয়ানুল মাজদ ফী তারীখে নাজদ, পৃঃ ৭।

২১. ঐ, পৃঃ ১৫; শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব আকীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলাহিইয়া ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ১৬।

২২. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব আকীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলাহিইয়া ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ১৭।

২৩. ঐ, পৃঃ ১৭-১৮; মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

দা'ওয়াতী কার্যক্রম ও সমাজ সংস্কারঃ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) ইসলামী দা'ওয়াতের এক অন্যতম মূলনীতি। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) শৈশবকাল হ'তেই এ মূলনীতির এক মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তদানীন্তন সমগ্র আরব উপদ্বীপের চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁর হৃদয়-মন কেঁদে উঠত। সর্বত্র শিরক-বিদ'আতের জয়জাকার দৃষ্টে তাওহীদের আলোকপিয়াসী শায়খ মুহাম্মাদ এসবের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সর্বপ্রথম তিনি 'ইস্তিগাছা'র (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা) বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের নিকট অজ্ঞ লোকদের অনৈসলামিক তৎপরতা দর্শনে তিনি ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়েন। একদা তিনি হুজরায়ে নববীর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্মুখেই বিদ'আতের বাজার সরগরম ছিল। ইত্যবসরে তাঁর উসতায মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী সেখানে আগমন করেন। তিনি তাঁকে সেখানেই জিজ্ঞেস করলেন, এসব লোক সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? দ্রুত এর উত্তরে তিনি বললেন-

إِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'বস্তুতঃ এই লোকগুলি যাতে লিপ্ত রয়েছে সেগুলি বিধ্বস্ত হবে এবং তাদের কাজগুলি নিশ্চয়ই বাতেল' *(আ'রাফ ১৩৯)*।[২৪]

বছরায় অধ্যয়নকালেও তিনি মানুষদেরকে আল্লাহ্র একত্ববাদের দিকে দা'ওয়াত দেন। তিনি বলেন, 'সকল মুসলমানের উচিত কুরআন-সুন্নাহ থেকে দ্বীন গ্রহণ করা'। তাওহীদের এ অমোঘ দা'ওয়াত প্রচারের ফলে তিনি বছরায় কতিপয় বদ আলেমের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। বিদ'আতীরা তাঁর এবং তাঁর শিক্ষক শায়খ মুহাম্মাদ মাজমূঈ-এর উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালায়।[২৫] শুধু তাই নয় তাঁকে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে বছরা থেকে বের করে দেয়া হয়। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যেই তিনি বছরা ছেড়ে 'যুবাইর' নগরীর দিকে রওয়ানা দেন। এ প্রখর রৌদ্রে পদব্রজে চলতে চলতে পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে ওঠেন। এ চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আবূ হুমায়দান নামক এক ব্যক্তি তাঁর পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করেন এবং একটি গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করায়ে তাঁকে 'যুবাইর' নগরীতে পৌঁছে দেন।[২৬]

এ সমস্ত ঘটনা শায়খের দা'ওয়াতী কর্মসূচী ও সমাজ সংস্কারের সূচনামূলক তৎপরতা ছিল। অতঃপর ১১৪৩ হিজরীর দিকে 'হুরাইমালা' নগরীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ্যে তাওহীদের দা'ওয়াত প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন।[২৭] 'হুরাইমালা'য় তিনি স্বীয় জাতিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা, অন্য কারো নামে যবেহ করা, নযর-নিয়ায পেশ করা, কবর, পাথর, গাছপালার কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কর্ম পরিহার করে এক আল্লাহ্র ইবাদতের আহ্বান জানান। এ দা'ওয়াত প্রচারের ফলে সেখানকার মানুষের সাথে তাঁর আক্বীদাগত দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল। এমনকি স্বীয় পিতার সাথেও এসব বিষয়ে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল। কিন্তু তদপুরি শায়খ তাঁর দা'ওয়াতী ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলেন। ফলে কিছুসংখ্যক লোক তাঁর অনুসারী হয়ে গেল।

১১৫৩ হিজরীতে স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম আরো জোরদার হ'ল। তিনি মানুষদেরকে কথা ও কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিরংকুশ অনুসরণের উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

সে সময় 'হুরাইমালা'য় দু'টি গোত্র ছিল। উভয় গোত্রই নেতৃত্বের দাবীদার ছিল। তন্মধ্যে এক গোত্রের কিছু দাস ছিল। তারা নগরীতে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম চালাত। শায়খ তাদেরকে এথেকে নিবৃত্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'লেন। ঐ দুষ্ট দাসেরা শায়খের সংকল্পের কথা জানতে পেরে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল।[২৮]

এহেন পরিস্থিতিতে শায়খ 'হুরাইমালা' থেকে স্বীয় জন্মভূমি 'উয়ায়না'য় প্রত্যাবর্তন করলেন। সে সময় উ'য়ায়নার শাসক ছিলেন ওছমান বিন মুহাম্মাদ বিন মু'আম্মার। শায়খ তাঁর কাছে গেলে তিনি তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।[২৯] শায়খ ওছমানকে কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর সংস্কার আন্দোলনের কথা বিবৃত করেন এবং তাঁকে তাওহীদের মর্মার্থ, তদানীন্তন মানুষের তাওহীদবিরোধী আমল ও আক্বীদার কথা ব্যাখ্যা করে বুঝান। আমীর ওছমান তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ করেন এবং শায়খের দা'ওয়াতী কর্মসূচীকে স্বাগত জানান।[৩০] ফলে শায়খ পাঠদান, পথ নির্দেশ, আল্লাহ্র ভালবাসার দিকে আহ্বান ইত্যাকার কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করলেন। এর ফলে 'উ'য়ায়না'য় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। পার্শ্ববর্তী

---

২৪. *আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮-১৯; মাসউদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯-২০।*

২৫. *মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২২।*

২৬. *আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।*

২৭. *আল-মাওসূ'আতুল মুয়াস্সারাহ ফিল মাযাহিব ওয়াল আদয়ান আল-মু'আছিরাহ, পৃঃ ২৭৩।*

২৮. *আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১-২২।*

২৯. *মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২৪।*

৩০. *আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২-২৩।*

জনপদসমূহ থেকেও লোকেরা তাঁর কাছে আসতে লাগল। ফলে ক্রমেই তাঁর শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে লাগল।[৩১]

শায়খ ইতিমধ্যে বিদ'আতের কতিপয় আখড়া ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাতে যথেষ্ট সফলতাও লাভ করেন। সে অঞ্চলে তখন যে কতিপয় বৃক্ষের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শিত হচ্ছিল, শায়খের নির্দেশে সেগুলির মূলোৎপাটন করা হ'ল। যায়েদ বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর নামে 'জাবীলা' নামক স্থানে একটি কবর এবং তার উপর একটি গুম্বজ নির্মিত ছিল, তাও বিধ্বস্ত করা হ'ল।[৩২] এছাড়া একজন ব্যভিচারিণী শায়খের নিকট এসে বেশ কয়েকবার স্বীয় স্বীকারোক্তি প্রদান করে। শায়খ মহিলাটির বিবেক-বুদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে জানানো হ'ল, মহিলাটি বিবেকসম্পন্ন। মহিলাটি যখন তার স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকল এবং স্বীয় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করল না, তখন শায়খ তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশে মহিলাটিকে 'রজম' করা হ'ল। উল্লেখ্য, এ সময় তিনি উ'য়ায়নার কাযী (বিচারক) ছিলেন।[৩৩]

যায়েদ বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর মাযার ধ্বংস, মহিলাটিকে রজমকরণ, তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম, 'উ'য়ায়না'য় লোকদের হিজরত ইত্যাদির ফলে শায়খের খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল।[৩৪] 'আহসা' অঞ্চল ও বনী খালেদ গোত্রের শাসক সুলায়মান বিন মুহাম্মাদের কাছে যখন শায়খের কর্মসূচীর সংবাদ পৌঁছল, তখন সে উ'য়ায়নার শাসক ওছমান বিন মু'আম্মারের কাছে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করল-

إن المطوع الذى عندك. قد فعل ما فعل، وقال ما قال، فإذا وصلك كتابى فاقتله، فإن لم تقتله، قطعنا عنك خراجك الذى عندنا فى الاحساء

'তোমার নিকট যে মৌলভী অবস্থান করছে সে যা করেছে করেছে এবং যা বলেছে বলেছে। তোমার নিকট আমার এই পত্র পৌঁছা মাত্রই তাকে হত্যা করবে। আর যদি না কর, তবে 'আহসা' থেকে প্রেরিত কর বন্ধ করে দেব'।

এ হুমকীর দরুণ আমীর ওছমান 'আহসা'র শাসকের বিরোধিতার ভয়ে ভীত হয়ে শায়খকে নগরী ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। ফলে শায়খ পদব্রজে শহর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর পেছনে পেছনে একজন সৈন্য পথ চলছিল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে শায়খের কাছে একটি মাত্র পাখা ছিল। ইবনে মু'আম্মারের নির্দেশ হেতু সৈন্যটি শায়খকে হত্যা করতে উদ্যত হ'লে ভয়ে তার হস্ত প্রকম্পিত হয়ে উঠল। মহান আল্লাহ সৈন্যটির অনিষ্ট থেকে শায়খকে রক্ষা করলেন। পথিমধ্যে শায়খ সর্বদা এই আয়াত পাঠ করছিলেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ-

'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেন এবং তাঁকে এমনভাবে রিযিক দেন যে সে টেরও পায় না' *(তালাক্ব ২-৩)*।[৩৫]

যাহোক, শায়খ ১১৫৮ হিজরীতে আছরের সময় 'দিরঈইয়া'তে আবদুর রহমান বিন সুওয়াইলাম ও তার চাচাত ভাই আহমাদ বিন সুওয়াইলাম-এর বাড়ীতে অবতরণ করেন।[৩৬] ইবনু সুওয়াইলাম আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদ-এর ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু শায়খ তাকে সান্ত্বনা দিলেন।[৩৭] ইবনু সুওয়াইলামের গৃহে অবস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে তা তাওহীদী আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল। জনসাধারণ গোপনে তথায় আগমন করে শায়খের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। আলেম সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হ'তে লাগল।[৩৮]

আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদ স্বীয় স্ত্রীর মাধ্যমে শায়খের কথা জানতে পেরে তাঁর কাছে যান এবং আলাপ-আলোচনা করেন।[৩৯] শায়খ তাকে তাঁর আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি (যথা- কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তাৎপর্য, আমর বিল মা'রূফ, নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদ) সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, নাজদবাসীদের অনাচার সম্পর্কে আমীরকে অবহিত করেন এবং তাদের সংশোধনের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শায়খের তেজোদৃপ্ত ভাষণে আমীর বিমুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে যান।[৪০] আমীর শায়খকে দু'টি শর্ত দেন। যথা-

১. আল্লাহ যদি বিজয় দান করেন, তবে শায়খ তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না।

২. ফসল তোলার সময় দিরঈইয়াবাসীর নিকট থেকে যে কর আদায় করা হয় তাতে তিনি বাধা দিবেন না।

---

৩১. *মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২৪।*
৩২. *মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।*
৩৩. *মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২৯-৩০।*
৩৪. *তদেব, পৃঃ ৩০।*
৩৫. *আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।*
৩৬. *তদেব, পৃঃ ২৪।*
৩৭. *তদেব।*
৩৮. *মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।*
৩৯. *মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ৩২-৩৩।*
৪০. *মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।*

উত্তরে শায়খ বললেন, প্রথম শর্তের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে- الدم بالدم والهدم بالهدم। অর্থাৎ আমাদের ভাল-মন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকল। আর দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করলে গনীমতের এত সম্পদ পাবেন যে, এই কর ধার্যের কোন প্রয়োজনই হবে না।[৪১]

অতঃপর আমীর শায়খের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা করলেন এবং নিজেও কিতাব ও সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপনের জন্য তৈরী হ'লেন।[৪২]

'দিরঈইয়া'য় শায়খের পাঠদান ও দা'ওয়াতের কথা শুনে উ'য়ায়না, আরাফা, মানফুহা, রিয়ায ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেখানে দলে দলে জনতার ঢল নামল। শায়খ সেখানে আক্বীদাহ, তাফসীর, হাদীছ, মুছতালাহুল হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান করতে থাকলেন। তাঁর দরসের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য ক্রমেই ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকল। দরসে যুবক ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণ করতে লাগল। তিনি সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক পাঠদানের ব্যবস্থা করলেন। এভাবে ইলমে দ্বীন প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে দিরঈইয়ায় দা'ওয়াত ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলেন।[৪৩] অতঃপর নাজদের বিভিন্ন এলাকার শাসক ও কাযীদেরকে পত্র প্রেরণ করে শিরক ও শঠতা পরিত্যাগ করতঃ আনুগত্যের জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁর দা'ওয়াত কেউ গ্রহণ করল, কেউ প্রত্যাখ্যান করল, কেউবা যাদুকর প্রভৃতি বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করল। কিন্তু আল্লাহ্র পথের দাঈর দা'ওয়াতী কর্মকাণ্ডের পথে এসব অপবাদ কোনই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না। শায়খ দিবা-রাত্রি পূর্ণ উদ্যোমে দা'ওয়াতী কর্মসূচী অবিরাম গতিতে চালিয়ে যেতে থাকলেন।[৪৪]

ফলে দিরঈইয়ায় ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যার আমীর হ'লেন মুহাম্মাদ বিন সঊদ এবং পথনির্দেশক হ'লেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব। এভাবে দা'ওয়াত ও জিহাদের ফলে নাজদের সমস্ত অঞ্চলে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হ'ল।[৪৫]

[চলবে]

---

৪১. আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।
৪২. মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।
৪৩. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ৩৪-৩৫।
৪৪. আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।
৪৫. মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৭৭।

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮. ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী

খান হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট

[ইসরাত আযম খাঁন স্বত্বাধিকারী]

নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় তেলে ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়।

আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

বিমান বন্দর রোড, রেলগেট, গৌরহাঙ্গা
গোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০
ফোনঃ ৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০১৭৮১৯৩৭৫

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

চিকিৎসা জগৎ

সারস্ঃ আরেকটি ঘাতক ব্যাধির থাবা

*ডাঃ মুহাম্মাদ সাইফউদ্দৌলা**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সম্প্রতি 'সারস' (SARS) যার পুরো অর্থ 'Severe acute respiratory Syndrome' বা মারাত্মক ফুসফুসের রোগ নামে নতুন একটি রোগের কথা ঘোষণা দিয়েছে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে প্রথম এই রোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়। এরপর তিনটি মহাদেশের প্রায় ১০টি দেশের বহুসংখ্যক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইতিমধ্যে চীন, হংকং, থাইল্যাণ্ড, কানাডা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাতে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে এই রোগে আক্রান্ত রোগী এখনো শনাক্ত করা যায়নি। আশির দশকে 'এইডস' আবিষ্কারের পর খুব সম্ভবত SARS-ই শনাক্তকৃত মারাত্মক রোগ। জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি এবং রোগের ভয়াবহতা বিবেচনা করে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' এই রোগ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী যরূরী সতর্কতার নির্দেশ দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। এই রোগের বিস্তার ঠেকাতে অথবা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং বিমান সংস্থা যরূরী সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

সারস্ এক ধরনের নিউমোনিয়াঃ

সারস হচ্ছে এক ধরনের মারাত্মক ফুসফুসের প্রদাহ বা নিউমোনিয়া। এই রোগের কারণ এখনো সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে গত ১৮ মার্চ জেনেভার 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র দু'টি ল্যাবরেটরির কর্মকর্তারা প্যারামিক্সো ভাইরাস নামে এক ধরনের সাধারণ শ্রেণীর ভাইরাসকে দায়ী করেছেন।

কিভাবে ছড়ায়ঃ

এটি একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। আক্রান্ত রোগীর হাঁচি, কাশি ও শ্বাসনালী নিঃসৃত স্পুটামের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। এটি একটি বায়ুবাহিত রোগ। রোগীর ব্যবহৃত খাদ্য ও পানি এবং স্পর্শে সাধারণত এই রোগ ছড়ায় না।

সারস্ আক্রান্ত রোগের লক্ষণঃ

প্রচণ্ড জ্বর (১০০° ফারেন হাইট বা তদূর্ধ্ব), কাশি অথবা শ্বাসকষ্ট এবং সেই সঙ্গে মাথা ব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, রোগীর বুকে নিউমোনিয়ার লক্ষণ এবং এক্স-রেতে নিউমোনিয়ার চিহ্ন থাকতে পারে।

সারস্ আক্রান্ত রোগীর জন্য করণীয়ঃ

আক্রান্ত রোগীকে শনাক্ত; রোগের লক্ষণ, ভ্রমণ ও আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে হবে। রোগীকে সংক্রামক রোগ বা বক্ষব্যাধি রোগের চিকিৎসা হয় এমন হাসপাতালে পাঠাতে হবে। সম্ভব হ'লে রোগীকে অন্যান্য রোগী থেকে আলাদা করতে হবে।

চিকিৎসাঃ

এই রোগের কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। রোগের চিকিৎসা উপসর্গভিত্তিক এবং সাপোর্টিভ জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল দেওয়া যেতে পারে।

এই রোগে এন্টিবায়োটিকের ভূমিকা নেই বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। রোগীকে প্রয়োজনীয় পথ্য ও পানীয় দিতে হবে।

যারা SARS আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন তাদের জন্য করণীয়ঃ

ভ্রমণ সংক্রান্ত ইতিহাস এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে হবে।

জনসাধারণ এবং পরিবারের সদস্যদের সংস্পর্শ সীমিতকরণের উপদেশ দেওয়া। SARS বা শ্বাসনালীর প্রদাহের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

বাংলাদেশে কিভাবে SARS প্রতিরোধ করা যাবেঃ

আন্তর্জাতিক ভ্রমণ বা ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার কোনো সঙ্গত প্রয়োজন নেই।

আক্রান্ত অঞ্চলে কর্মরত শ্রমিক, ভ্রমণকারী, ছাত্র, ব্যবসায়ীদের এই রোগের লক্ষণ দেখা দিলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।

বিমান ও অন্যান্য বন্দরের স্বাস্থ্য বিভাগকে এই রোগ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। সন্দেহজনক রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে এবং ঊর্ধ্বতন স্বাস্থ্য বিভাগকে জানাতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবারের সদস্য বা অন্য কেউ যিনি এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন, তাদেরকে নযরে রাখতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

* *সহকারী বিমানবন্দর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।*

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

উচিৎ শিক্ষা

*আবদুর রাযযাক**

আজ থেকে প্রায় ১২শ' বছর আগের কথা। বাগদাদে তখন তিন বন্ধু বাস করত। তাদের কাজ ছিল মানুষকে ঠকিয়ে তাদের কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়ে পথে বসানো। আর এ পন্থায় তারা বহু নিরীহ মানুষকে পথে বসিয়ে ছেড়েছে। তারা সারাদিন বসে বসে আড্ডা দিত আর কিভাবে মানুষকে ঠকিয়ে পথে বসানো যায় এই ফন্দি-ফিকির করত। তাদের এসব মন্দ কাজে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বাগদাদের এমন কোন লোক ছিল না, যারা এদের চিনত না বা এদের নাম জানত না। এরা খুবই প্রভাবশালী পরিবারের ছিল বলে কেউ প্রতিকার করারও সাহস পেত না। ফলে তাদের উচ্ছৃংখলতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। বাগদাদের লোকজন আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাল এই আপদ থেকে তাদের উদ্ধারের জন্য। অবশেষে আল্লাহ তাদের ফরিয়াদ শুনলেন এবং ঐ যুবকদের হাত থেকে নগরবাসীকে রক্ষা করলেন।

তিন বন্ধুর মধ্যে যে নাটের গুরু, তার নাম ছিল যুবায়ের মুকা। তার সহযোগী হ'ল আবুল মাসাফী এবং যিয়াদ তুরঘাই।

সেদিন সকাল বেলা তিন বন্ধু মিলে ফন্দি আঁটছে। এমন সময় এক ভিনদেশী মুসাফির তাদের পাশ কেটে একটা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। ভিনদেশীকে দেখে ওরা তাকেই নাজেহাল করার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর তারা মুসাফিরের নিকটে গেল। কোনরূপ ভূমিকা না টেনেই দলনেতা মুকা বলল 'ওহে মুসাফির! তোমাকে আমরা তিনটা গল্প শোনাব। গল্পগুলি যদি তুমি বিশ্বাস কর তাহ'লে মুক্তি পাবে। আর যদি অস্বীকার কর, তাহ'লে তোমাকে আমাদের গোলাম হয়ে থাকতে হবে। আর তুমিও আমাদের গল্প শোনাবে এবং আমরা যদি অস্বীকার করি, তাহ'লে আমরা সারা জীবন তোমার গোলামী করে কাটিয়ে দিব। মুসাফির সফরে বেশ ক্লান্ত। তিনি তাদের এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। অবশেষে মুসাফির তাদের প্রস্তাবে একটি শর্তে রাযী হ'লেন। শর্তটা হ'ল- এই শহরের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়ছালা করবেন। তাই হ'ল।

তিন বন্ধুর মাঝ থেকে দলনেতা মুকা তার গল্প শুরু করল- 'আমাদের বাড়ীতে কিছু মেষ ও ছাগল ছিল। আমি মাঝে মাঝে সেগুলোকে চরাতে নিয়ে যেতাম। একদিন চরাতে নিয়ে গেছি, হঠাৎ একটা বাঘ আমাকে তাড়া করল। আমি বাঘ দেখে ভয়ে উপরের দিকে লাফ দিলাম। আমি শূন্যেই ভাসতে লাগলাম। আমাকে ধরতে না পেরে বাঘটি আমার সব মেষ ও ছাগলগুলো সাবাড় করে ফেলল। তাই দেখে আমি শূন্য থেকে নেমে এসে বাঘের গালে কষে চড় লাগালাম। অমনি বাঘটা গিলে ফেলা সমস্ত মেষ ও ছাগল পেট থেকে বের করে দিল। আরেক চড় তুলতেই ভোঁ দৌড়। তারপর আমি আমার ছাগল আর মেষগুলো নিয়ে বাড়ী চলে এলাম'। আপনি কি আমার এই গল্পকে বিশ্বাস করেন? মুসাফির জবাব দিল, 'অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করলাম'।

এবার দ্বিতীয় জন বলল, 'আমি তখন খুব ছোট। বয়স ৪/৫ বছর হবে। আমি মা-বাবার সাথে বাবার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। আমার বাবা ছিলেন অসম্ভব ধনী লোক। তিনি আমার মাকে অনেক অলংকার তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেদিন বেড়াতে যাবার সময় মা তার সমস্ত অলংকার পরেছিলেন। ফলে যা ঘটার তাই ঘটল। আমরা দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হ'লাম। তারা মা'র সমস্ত অলংকার খুলে নিল। তখন আমি খোলা তরবারী হাতে হুংকার দিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালাম। দস্যুদের সাথে আমার প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'ল। অবশেষে সবাই আমার হাতে মারা পড়ল। তারপর আমরা ফিরে এলাম'। আপনি কি আমার এই কাহিনীকে বিশ্বাস করেন?

ভিনদেশী জবাব দিলেন, 'আল্লাহ্‌র এই দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছুই নেই। আমি আপনার গল্পও বিশ্বাস করলাম'।

দল নেতা মুকা চিন্তায় পড়ে গেল। আজব প্রাণী বটে, বানোয়াট সব কাহিনী একটুও প্রতিবাদ করছে না! একে তো মনে হয় আর জব্দ করা যাবে না। সে যিয়াদ তুরঘাইকে চোখ টিপে দিল যাতে সে এমন গল্প বলে যার ফাঁদে ভিনদেশীকে জব্দ করা যায়।

যিয়াদ তুরঘাই গল্প শুরু করল-

'আমাদের কিছু লাল উট আর দুম্বা ছিল। একদিন দেখি, উটগুলো ঘোড়ার বাচ্চা প্রসব করছে এবং ঘোড়াগুলো উটের বাচ্চা প্রসব করছে। নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না'। আপনিই বলুন এও কি সম্ভব?

মুসাফির জবাব দিলেন- আগেই বলেছি, আল্লাহ্‌র এই দুনিয়াতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। তাই আপনি যা বললেন, তাও মেনে নিলাম। আসলে আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য মাঝে মাঝে কিছু নিদর্শন প্রেরণ করেন। এই সব নিদর্শন দেখে আমাদের উচিৎ শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তার নির্দেশিত পথে চলা, তার হুকুম-আহকাম পালন করা।

এদিকে মুসাফিরকে পরাস্ত করতে না পেরে ওরাতো মহা খ্যাপা। এমন নাজেহাল অবস্থা তাদের কোনদিনও হয়নি। মুকা অধৈর্য হয়ে বলল, এবার আপনার গল্প শুরু করুন। এদিকে বিচারক কিন্তু অভিভূত হয়ে শুনছিলেন ভিনদেশীর কথা, কি সুন্দর কথা! আহ, জীবনের স্বাদ সে আজ বুঝতে পারল, হৃদয়টা তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি আবেগে ভরে যায়। তিনি মনে মনে তওবা করে নেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পথে চলবেন এই সংকল্প করেন।

গল্প শুরু করার আগে মুসাফির তিন বন্ধুর নাম জেনে নিলেন। তারপর শুরু করলেন-

'আমার বাড়ী বাগদাদ হ'তে বহু দূরে, মিসরের নীল নদের তীরে অবস্থিত। সেখানে আমাদের একটা ফলের বাগান আছে। হরেক রকম ফলের গাছ রয়েছে সেখানে। সেই বাগানের মধ্যে একটা আজব ধরনের আপেল গাছ ছিল। একজন কামেল দরবেশ বাবাকে গাছটি উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'এটিকে যত্নে রেখো। এ থেকে যে ফল হবে, সেগুলো তোমাদের আজ্ঞাবহ হবে। কিন্তু সাবধান! ফলগুলো যদি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যায় অথবা হারিয়ে যায়, তবে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোমরা পথে বসবে। বাবা গাছটি অতি যত্নে লাগালেন। ধীরে ধীরে

** ২য় বর্ষ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।*

গাছটি বড় হয়ে উঠল। অতঃপর ফুল ও ফল ধরল। আমরা তো মহাখুশী। ফলগুলো বড় হ'ল। একদিন সকাল বেলা আমরা বাগানে হাঁটছি। এমন সময় সেই আপেল গাছের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ল, আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে, ফলগুলো ফেটে অনেকগুলো মানুষ বের হ'ল, তাদের সবার সুদর্শন চেহারা। শুধু তিনটার হ'ল বদছুরত। তারা সবাই এসে বাবাকে সম্মান প্রদর্শন করল। বাবা তাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিলেন। সবাই নিজ নিজ কাজ করত। একদিন বিকালে দেখি সেই বদছুরত তিন দাস নেই। পালিয়ে গেছে। তাদের নাম ছিল যুবায়ের মুকা, আবুল মাসাফী এবং যিয়াদ তুরঘাই। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে আমি সেই তিন জন দাসকে খুঁজতে বের হ'লাম। অবশেষে বাগদাদে এসে তাদের খোঁজ পেলাম। তোমরাই হ'লে পালিয়ে যাওয়া তিন দাস'। আমার এই কাহিনী কি তোমরা বিশ্বাস কর?

তিন বন্ধু পড়ল উভয় সংকটে। অস্বীকার করলে শর্ত মোতাবেক মুসাফিরের গোলাম হ'তে হবে। আর স্বীকার করলেও তার গোলাম হ'তে হবে। তারা ভেবে আর কূল-কিনারা পেল না। অবশেষে বিজ্ঞ বিচারক রায় দিলেন যে, শর্ত মোতাবেক তারা তিন জন আজ হ'তে মুসাফিরের গোলাম। মুসাফির তিন গোলামকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৩-এর স্মরণীয় তথ্যাবলী

❑ দ্বীনে হক্ব-এর প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমানের আবেদনক্রমে ১ম ও ২য় দিন মিলে মোট ১৭,১২০/= টাকা বৈঠকী দান হিসাবে ইজতেমায় উপস্থিত ভাই ও বোনেদের পক্ষ হ'তে প্রদান করা হয়।

❑ মহিলা প্যাণ্ডেল থেকে এবারেই প্রথম ১টি স্বর্ণের ও ১টি রৌপ্যের মোট ২টি হাতের বালা সহ নাক-কানের গহনা ও আংটিসহ মোট ৫টি স্বর্ণের ও রৌপ্যের গহনা মা-বোনেরা তাদের দেহ থেকে খুলে মঞ্চে পাঠিয়ে দেন। যা রাসূলের যুগে তাঁর আহ্বানে মা-বোনদের দান সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

❑ এবারেই প্রথম জয়পুরহাট ও মেহেরপুর যেলা সহ কয়েকটি যেলা থেকে কয়েক বস্তা আলু-পেঁপে ইত্যাদি ইজতেমার মুছল্লীদের মেহমানদারীর জন্য ইজতেমার খাদ্যবিভাগে দান করা হয়।

❑ এবার সাতক্ষীরার তালা থানাধীন গড়েরডাঙ্গা গ্রামের আবদুল বারী এবং মেহেরপুর যেলার শাহারবাটি গ্রামের ৩০ জন ব্যক্তি সাইকেলে চড়ে ইজতেমায় আসেন। এঁরা সবাই 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সদস্য।

❑ ইজতেমার সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত আত-তাহরীক-এর পাঠকগণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেন। এমনকি ইজতেমার দিন দুপুরের কিছু পূর্বে জেদ্দা প্রবাসী জনৈক পাঠক সেদেশের টিভিতে বাংলাদেশের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার খবর শুনে ইজতেমার অবস্থা জানতে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন করেন ও ইজতেমার সফলতার জন্য ব্যাকুলভাবে দো'আ করেন। উল্লেখ্য যে, ইজতেমার আগের দু'দিন দেশব্যাপী ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। এমনকি ইজতেমার দিনে আশপাশের এলাকায় বৃষ্টিপাত হ'লেও ইজতেমা ময়দানের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে আবহাওয়া অলৌকিকভাবে ভাল থাকে। ফলে ইজতেমা চলতে কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

❑ বিরূপ আবহাওয়া সত্ত্বেও এবারের ইজতেমায় অন্যবারের চেয়ে লোক সমাগম বেশী হয় এবং নিরুৎসাহিত করা সত্ত্বেও মহিলাদের আগমন অবিশ্বাস্যভাবে বেশী ছিল।

কবিতা

লেজে আগুন

-আব্দুস সোবহান
বি.এ. সম্মান, বাংলা (শেষ বর্ষ)
পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
রাজবাড়ী।

শূকরগুলো কুকুরগুলো
ঐ খেপেছে মাতালগুলো
ইবলীসের ঐ বাচ্চা,
হারামযাদা শকুনদাদা
নাস্তিবাদের পোষ্যযাদা
করছে যা তাই সাচ্চা।
মানবতার বীভৎসতার
সন্ত্রাসীর গড ফাদার
করছে যখন যা ইচ্ছা,
নির্বিচারে মানুষ মারে
অসুরগুলো কসুর করে
গায় শূকরের কিচ্ছা।
খবীছগুলো নাপিতগুলো
ধ্বংসে মেতে কংসগুলো
মারছে যখন মুসলমান,
চিল্লাতে ঐ ইজতিমাতে
রইছি মেতে তসবীহ হাতে
স্বপ্নে বিভোর গাইছি গান।
চল জিহাদে নির্বিবাদে
ছাড় মতবাদ এই সুবাদে
মাযহাব আর ইযমবাদ
কুরআন মতে নবীর পথে
দেখবি রব-এর খেলাফতে
দ্বীন ইসলাম যিন্দাবাদ।

***

হাতিয়ার তুলে নাও

-হাজী মুহাম্মাদ আকবর আলী
গ্রামঃ চর-আফড়া, কাচারীপাড়া
পাংশা, রাজবাড়ী।

কালেমার ধ্বনি হৃদয়ে গাহে হে ঈমানী মুসলমান
জাগো জাগো আজি হে বীরের জাতি! গাহ দ্বীনের জয়গান।
ঝড় উঠিয়াছে তিমির নিশিথে তরঙ্গ হানিছে দ্বারে
ভাটির জোয়ারে ভাসায়োনা তরী উজান বাহ হে দাঁড়ে।

আমেরিকা, রুশ, ভারত, বৃটেন মুসলিম বিদ্বেষী
জোট পাকিয়েছে সারা বিশ্ব জাতিসংঘে আসি।
'টুইন-টাওয়ার' ধ্বংস হয়েছে সেই অসীলার ছলে
বুশের কথায় মুসলিম নিধনে মেতেছে দলে দলে।

সন্ত্রাসী নামে চিহ্নিত করে, যত মুসলিম দেশ
শুরু দেখ তার কাবুল জুড়িয়া পশ্চিমা সমাবেশ।
ফিলিস্তীন ও চেচনিয়ায় নাকি যালিম মুসলমান
মার্কিনী তাই ইসরাঈলকে অস্ত্র করিছে দান।

রাশিয়ার চোখে চেচনিয়াবাসী বড়ই অত্যাচারী
তাই তাহাদের দমন করিল পুটিন স্বৈরাচারী।
লাদেনই নাকি ধরণীর বুকে সন্ত্রাসীর গুরু
সেই অজুহাতে আরব সাগরে বুশের মহড়া শুরু।

জগৎ জুড়িয়া যুদ্ধ-দামামা ইসলাম তরে রোষ
দ্বীন মুহাম্মাদ ধ্বংস না হ'লে বুশ নাহি হবে খোশ।
নয় কি তাহারা সন্ত্রাসী হে, নয় কি অত্যাচারী?
তাহ'লে জ্বালাও মিথ্যা যা কিছু, তাড়াও স্বৈরাচারী।

মোদের সামনে মহা-পরীক্ষা ঘুমিয়ে থেকো না আর
মরু গিরিপথে সিন্ধু পেরিয়ে যেতে হবে ঐ পাড়।
ভয় নাই ওরে ভয় নাই, ওরে হও সবে আগুয়ান
কম্পিত কর শত্রু জাহান পাঠাও সে ফরমান।

তবে কেন বল, তরীকা লড়াই মাযহাবের টানাটানি
জাতির ঈমানে ঘুন ধরিয়াছে, ভাই ভাই হানাহানি।
খণ্ড খণ্ড করিয়া রাজ্য সাজিয়া দেশের স্বামী
বিদেশীর ছলে স্বজাতির তরে করিতেছ চোগলামী।

ভুলে যাও আজি ভ্রাতৃ দ্বন্দ্ব, হয়ে যাও হুঁশিয়ার
মুসলিম জাতি এক হ'লে পাবি বিজয়ের উপহার।
ইরান, তুরান, মিসর, সিরিয়া জাগো হে পাকিস্তান
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া বিশ্ব মুসলমান।

আল্লাহ্‌র নামে দৃপ্ত শপথ ছাড়ো হায়দারী হাক্
দেখ, নিশ্চয়ই ছাড়িবেন রব আবাবীল ঝাঁকে ঝাঁক।
বিশ্ব কাঁপানো তাকবীর ধ্বনি আবারও শুনিয়ে দাও
সাম্রাজ্যবাদী ধ্বংস করিতে হাতিয়ার তুলে নাও।

***

বিশ্বমানবতার চোখে 'বুশ-ব্লেয়ার'

-কে,এম, নযরুল ইসলাম
পরিচালক, কিশোর মেলা
সাপ্তাহিক 'পদ্মবার্তা'
পাংশা, রাজবাড়ী।

বিশ্বমানবতার চোখে বুশ-ব্লেয়ার
ইরাকে বর্বর হত্যাযজ্ঞের মহানায়ক,
এবং অত্যাচারী, সন্ত্রাসী, নরখাদক,
রক্তপিপাসু, উচ্ছৃংখল কুখ্যাত কশাই।
মহাবীর সাদ্দামের উত্তপ্ত লহু-
ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধে নিরীহ মানুষ হত্যা,
নারী ও শিশু হত্যার প্রতিশোধ চায়।
ক্ষুব্ধ বিবেক, সোচ্চার কণ্ঠ, No war, No blood.
We want peace. আমরা শান্তি চাই।
বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পৃথিবীর সকল জাতি।
কিন্তু শান্তির বলয় জুড়ে....
দাঁতাল শাপদেরা মুখ ভ্যাংচায়।
টমাহক, মিসাইল, গোলায় ধ্বংস হয়
আদি মানব সৃষ্টির আবাসস্থল ইরাকের
প্রাচীন ঐতিহ্যের নব-নব কীর্তি।
আজীবন ক্ষমতায় টিকে থাকা সাধমত্ত
বুশের দালালেরা মিথ্যা অপপ্রচারের কৌশল আঁটে।
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর ধ্বংসযজ্ঞে প্রকম্পিত ইরাক
জিহাদ ঘোষণায় উদ্দীপিত হয়।
পোড়া মাটির ঘ্রাণ বয়ে যায়,
রক্তাক্ত হয় ইরাক, উষর মরুর বুক নিথর হয়।
দজলা-ফোরাতের বুকের উপরে আবারও
আচ্ছন্ন করে কালো মেঘ আর দূষিত বাতাস
বিশ্ব মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে।
এখনই সময়, অন্ততঃ আর কিছু না হোক
'কফি আনান' তুমি লিখে রাখ
জেনেভা চুক্তি লংঘনকারীর নাম
ইতিহাসের পাতায় লেখা হোক
বুশ-ব্লেয়ারের কলংকিত ইতিহাস
বিশ্ব মুসলিমের ধ্বংসের ইতিহাস।

***

জর্জ ডব্লিউ বুশ

-আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

জর্জ ডব্লিউ বুশ!
কথার অনেক খৈ ফুটালে
উড়ালে ফানুশ।
থামাও কথার ঝর্ণাধারা
ইরাকীরা পাগলপারা
করবে তোমায় স্বদেশ ছাড়া
পুড়বে স্বয়ং, পুড়বে না আর
'পুত্তলিকা-কুশ'
জর্জ ডব্লিউ বুশ।

জর্জ ডব্লিউ বুশ!
দেখনিতো, দেখবি এবার
ঈমানী অঙ্কুশ।
নীলে যেমন ফারাও মরে
ঘেরাও করে নিজের ঘরে
এমন করেই মারবে তোমায়
ইরাকী এ্যাম্বুশ
জর্জ ডব্লিউ বুশ।

জর্জ ডব্লিউ বুশ!

Contents

তুমি সেরা সন্ত্রাসী এক
তুমি অমানুষ।
সারা জাঁহা-বীর মুজাহিদ
দিল-দিমাগে চিন্তা ও যিদ
মারবে তারা- মরবে তারা
করবে তোমায় দুনিয়া ছাড়া
ঈমানী তেয বুকে-তারা
পোড় খাওয়া আবলুশ
জর্জ ডব্লিউ বুশ।

জর্জ ডব্লিউ বুশ!
'টুইন টাওয়ার' ফেরায়নি কি হুঁশ?
পেন্টাগন আর সিলভানিয়া
করবে বড়াই সে সব নিয়া?
গুঁড়ায় কারা-কাদের বানাও
দোষী নিরঙ্কুশ
জর্জ ডব্লিউ বুশ।

জর্জ ডব্লিউ বুশ!
মারতে 'মা'ছূম' হাত করে উসখুস?
এবংবিধ কর্ম থেকে না হ'লে খামুশ
নমরূদেরই মতন দশা
হবে, মগজ খাবে মশা
'পয়যারী ঘা' পড়বে মাথায় চাটুস চুটুস
জর্জ ডব্লিউ বুশ।

জর্জ ডব্লিউ বুশ!
দেখনি কি আফগান থেকে'
লেজ গুটাল রুশ।
তুমি এলে ইরাকে এবার
হবে তোমার
পার পাবে না দেশে দেশে
দিয়েও ডলার ঘুষ
জর্জ ডব্লিউ বুশ।

জর্জ ডব্লিউ বুশ!
ইরাকীদের চাও মারতে
একটু করো হুঁশ।
উসামা আর মোল্লা ওমর
সাথে তালেবান-ই-বহর
'আল-ক্বায়েদা' গুণছে প্রহর
যিন্দা তারা নয় মুর্দা
চিবিয়ে খাবে তোমার গর্দা
তাদের হাতেই আবরাহারই মত হবে তুষ
জর্জ ডব্লিউ বুশ।।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগৎ)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. পাখি।
২. আফ্রিকান উট পাখি, উচ্চতা ৮ ফুট, ওযন ৩ শ' পাউণ্ড।
৩. দাঁত নেই এবং খাবার চিবিয়ে খেতে পারে না।
৪. আলবাট্রস, ছড়ানো অবস্থায় ১৩ ফুট।
৫. বি হার্মিংবার্ড, দৈর্ঘ্য মাত্র ২ ইঞ্চি।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শিক্ষা সম্পর্কীয়)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. আরবী ২৯টি, বাংলা ৫০টি ও ইংরেজী ২৬টি।
২. স্বরবর্ণ ১১টি ও ব্যাঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।
৩. সরকারী মতে ৬-১১ বছর এবং ইসলামী মতে ৭-১০ বছর।
৪. ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদি।
৫. বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করার ক্ষমতা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞানের বিভিন্ন যন্ত্র)ঃ

১. চলমান বস্তুর লক্ষ্য ও অবস্থান নির্ণয় করার যন্ত্রের নাম কি?
২. বৃষ্টি মাপার যন্ত্রের নাম কি?
৩. ক্ষুদ্র বস্তুকে বৃহৎ করে দেখার যন্ত্রের নাম কি?
৪. তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রের নাম কি?
৫. গ্যাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম কি?

❐ সংগ্রহেঃ আব্দুর রশীদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক
সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মসজিদে যিরার সম্পর্কীয়)ঃ

১. মসজিদে যিরার কি?
২. মসজিদে যিরার কারা প্রতিষ্ঠা করেছিল?
৩. মসজিদে যিরার কত হিজরীতে প্রতিষ্ঠা করে?
৪. মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠাকারীরা সংখ্যায় কতজন ছিল?
৫. শেষ পর্যন্ত ছাহাবীগণ মসজিদে যিরারকে কি করেছিলেন?

❐ সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক
সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী॥ ২১ মার্চ, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য স্থানীয় বায়তুল আমান জামে মসজিদে সাব্বির হোসাইন-এর কুরআন তেলাওয়াত ও তাহমিনা

আখতার-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন শাখা পরিচালক তরীকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি সোনামণিদের আদর্শ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা নূরুল হুদা, সহ-পরিচালক নযরুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত প্রশিক্ষণে ৪০ জন সোনামণি অংশ নেয়। উপস্থিত সোনামণিদের নিয়ে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ ৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর হাফেয হাবীবুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াত ও দেলওয়ার হোসায়েন-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে রাজশাহী যেলা, মহানগরী, মারকায মূল শাখা ও উপ-শাখার সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের নিয়ে সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠন বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, আব্দুল হালীম ও আব্দুর রশীদ। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রায় ৩৫ জন দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

একই দিন বাদ মাগরিব মারকায শাখার দুই শতাধিক সোনামণি ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, ইমামুদ্দীন, আব্দুল হালীম ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ ইউনুসুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয রবীউল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুনীরুযযামান। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সোনামণি হাসীবুদ্দৌলা।

শুকুলপট্টি, নাটোর, ১১ এপ্রিল'০৩ শুক্রবারঃ অদ্য হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে বিকাল ৩ টা হ'তে সোনামণি আব্দুর রাকীবের কুরআন তেলাওয়াত ও মামূনুর রশীদের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি 'সোনামণি' সংগঠনের সাংগঠনিক বিষয় ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণিদের চরিত্র গঠন ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ হাবীবুর রহমান এবং অত্র মাদরাসার শিক্ষক সহীরুদ্দীন। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসা শাখার সোনামণি পরিচালক গোলাম দস্তগীর। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি শুকুলপট্টি শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

রাজশাহী মহানগরী॥ গত ২৪ মার্চ সোমবার বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৭ মার্চ বৃহস্পতিবার হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৯ মার্চ শনিবার সপুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে সোনামণি সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা ও রিভারভিউ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব নূরুল হুদা, নযরুল ইসলাম, খুরশিদ আলম, মতীউর রহমান, আশরাফ আলী, আরিফ, শফীকুল ইসলাম, আব্দুল খাবীর প্রমুখ।

সোনামণি সংলাপ

বিষয়ঃ মাদকতা

[সংলাপের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেঃ পরিচালক ২ জন, সোনামণি ১০ জন, নেশাখোর ৪ জন, দাদা ও নাতী ২ জন, আগন্তুক (চাচা) ১জন, উপস্থাপক ১ জন]

প্রথম দৃশ্য

সোনামণি বৈঠকঃ

[একজন সোনামণি উপস্থাপক, একজন অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত, একক বা সমবেত কণ্ঠে সোনামণি জাগরণী ও সংলাপ পরিচালকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য]

(১) অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতঃ 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ এসব তো শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা কি এখনো নিবৃত্ত হবে না? *(মায়েদাহ ৯০-৯১)*।

(২) একক বা সমবেত কণ্ঠে সোনামণি জাগরণীঃ

মুক্তদেশ, গড় মুক্তদেশ
মাদক মুক্ত দেশ গড়তে এসো সবে
সোনালী সমাজ পাব আমরা তবে।

সোনামণি কণ্ঠে এই গান
ধূমপানে বিষ পান
সিগারেটে বিষ পান
বিড়িতে বিষ পান
জেনে রাখ মুসলমান (২ বার)।
নেশা জাত দ্রব্য করতে হবে শেষ (২ বার)
হিরোইন, হুইসকি, বিয়ার খাবনা
সিগারেটের নামে টাকা পোড়াবনা
শিখব হাদীছ ও কুরআন (২ বার)।
সোনামণি কণ্ঠে এই গান
হিরোইনে সর্বনাশ
কোকেনে সর্বনাশ
বিয়ার-ব্রান্ডিতে সর্বনাশ
জেনে রাখ মুসলমান (২ বার)
এসব পানে জীবন হবে নাশ (২ বার)।

সংলাপ পরিচালকর বক্তব্যঃ

'সোনামণি' কি জান বন্ধু? 'সোনামণি' একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে চেতনা, মেধা ও মনন সৃষ্টি সহ জীবন গড়ার এক অনন্য সংগঠন। ছাপ্পান্ন হাযার বর্গমাইলের এদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই 'সোনামণি' সংগঠনের দা'ওয়াত। সোনামণিরাই হবে অনাগত দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বগড়ার নিমিত্তে আমাদের এ প্রয়াস বা অগ্রযাত্রা।

মাদকতা হচ্ছে সকল অকল্যাণের মূল উৎস। এর ভয়াবহ নীল দংশনে ধ্বংস হচ্ছে আমাদের তারুণ্য। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ যে, সরকারী হিসাব মতে বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। প্রতিবছর এদেশে ৫০০০ কোটি টাকার মদ কেনা-বেচা হয়।

মদ স্মৃতিশক্তি লোপ করে, চারিত্রিক ভ্রষ্টতা আনয়ন করে, দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় তার পানকারীরা। ফলে তারা কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবে মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে প্রতিনিয়ত পশুসুলভ আচরণ করে।

আর ধূমপায়ীদের কালো ধোঁয়ায় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এ সুন্দর পৃথিবী যেন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের এই নোংরা অসভ্যতা আজ মুসলিম তথা গোটা মানব সমাজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। যার কারণে অশান্তির এই দাবানলে দাউদাউ করে জ্বলছে প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ তথা সারা বিশ্ব।

আজ 'সোনামণি সংগঠন' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠন করে মাদকতার মূলোৎপাটন করতে বদ্ধ পরিকর। যার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ পাব নিষ্কলুষ নেশাহীন সমাজ।

(বক্তব্য শেষে উচ্চারিত হবে সোনামণি শ্লোগান। উপস্থিত সকলকে শ্লোগানে সাহায্য করতে হবে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তিনজন নেশাখোর হুইসকির বোতল হাতে ষ্টেজে প্রবেশ করবে এবং পান করতে থাকবে আর নেশার ভান করবে]

নেশাখোর-১ঃ (হেলে দুলে গাইতে থাকবে)
এক টানেতে অনেক মজা,
দুই টানেতে হাওয়ায় চড়া,
তিন টানেতে হব রাজা।

নেশাখোর-২ঃ

(হিরোইন খেয়ে বলবে) চোপ শালা! আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ, পৃথিবীর কাউরে শান্তিতে থাকতে দিমুনা। আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছি, আর ইরাকের তেলের উপর আমার খুব লোভ। আমার স্বার্থ উদ্ধার না হ'লে জ্বালায়ে পোড়ায়ে ছারখার করুম।

নেশাখোর-৩ঃ (ইনজেকশন নিবে, 'প্যাথিডীন') আমার কথা শুন! আমি এখন সাগরের তলে, আকাশের উপরে, মাটির নীচে থেকে বলছি। চল দোস্ত! একটি অপারেশন চালায়ে আসি। বাজপেয়ী, আদভানী আমার বন্ধু! গুজরাটকে পুড়িয়ে ছারখার করেছি। কাশ্মীরের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছি। আমি তাদের সাথে নাইট ক্লাবে থাকব। ক্লাবে আগুন ধরে পুড়ে মরছে। মাথা ঝিন্ ঝিন্ করছে। আয় শালারা ঘুমিয়ে নিই।

সোনামণি-১ঃ সোনামণি সংলাপ উপভোগকারী সম্মানিত সুধী মণ্ডলী! আপনারা দেখলেন এবং শুনলেন নেশাখোরদের আচরণ ও কথাবার্তা।

সোনামণি-২ঃ সূরা মায়েদার ৯০-৯১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ সকল প্রকার মাদকতা হারাম করেছেন। তবুও অনেকে নেশায় আসক্ত। নেশা হ'ল এক মারাত্মক মরণব্যাধি। নেশা, হায়রে সর্বনাশা নেশা, যা মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়। যার কারণে কত কচি প্রাণ অকালে ঝরে পড়ে। নেশা নিজের জীবন, পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে দেয়।

নেশাকারী-১ঃ (বোতল হাতে)ঃ আহ নেশায় কি মজা! তোমরা যদি জানতে...!! নেশা ক্লান্তি দূর করে, আনন্দ দেয়, হজমে সহায়তা করে। ক্ষণিকের জন্য রাজা-বাদশা হওয়া যায়। মাস্তানী, চাঁদাবাজী করে টাকা-পয়সা ইনকাম করা যায়। দেখিস না ঢাকার নিহত জনৈক মাস্তান কমিশনারের দৈনিক আড়াই লক্ষ টাকা ইনকাম ছিল। মদের কি মোহিনী শক্তি ও মহা আকর্ষণ।

সোনামণি-৩ঃ কুরআনের ভাষায় মদে সামান্য উপকার থাকলেও ক্ষতির পরিমাণই বেশী। নেশার ঘোরে বেহুঁশ হয়ে থাকলে বুঝবেন কি? তাই ইসলামে মদকে হারাম করা হয়েছে।

সংলাপ পরিচালক-২ঃ নিশিভর নেশা করে নেশাসক্ত ব্যক্তি

জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে নিজেকে পাগল বানিয়ে নিঃশেষ করে ঘরে ফিরে। মদে কখনও শরীর সুস্থ ও সতেজ হয় না। রক্ত সৃষ্টি হয় না। সাময়িক মস্তিষ্ক ও শরীর উত্তেজনা এবং অনুভূতি সৃষ্টি হয় মাত্র।

মদে গলদেশ ও শ্বাসনালী আক্রান্ত হয়, যক্ষ্মাসহ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। সবাই তাকে পাগল, মদখোর ও মাতাল বলে উপহাস করে।

নেশাখোর-২ঃ নেশা যদি খারাপই হবে, তবে ১০ থেকে ৭০ বছরের শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ এমনকি মহিলারা পর্যন্ত এ নেশায় আসক্ত। কৃষক, শ্রমিক, ড্রাইভার থেকে শুরু করে দেশের বড় বড় অফিসার ও রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের নেতা অনেকেই মদের নেশায় মত্ত। নেশা যদি ভাল না হবে তবে কেন এরা সকলে নেশা করে?

সোনামণি-৮ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ শুনুনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় অপসন্দ করেন। সেগুলি হ'লঃ (১) অনর্থক কথাবার্তা বলা (২) সম্পদ বিনষ্ট করা ও (৩) অধিক প্রশ্ন করা *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৫)*। মদ বা নেশাখোরের মধ্যে এ তিনটি কাজই বিদ্যমান। তারা বৃথা বকাবকি বা অনর্থক কথা বলে, অর্থের অপচয় করে আর বৃথা প্রশ্ন বা বাক্য ব্যয় করে।

নেশাখোর- ৪ঃ আচ্ছা ছোট ভাইয়া! আমি তো বিড়ি খাই।

নেশাখোর- ২ঃ আমি বাংলা মদ খাই।

" -৩ঃ আমি তাড়ী খাই।

" -৪ঃ আচ্ছা এগুলি কি মদের মত ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ বিষয়!!

সোনামণি-২ঃ শুনুন তবে, স্নায়ু নিস্তেজক সকল প্রকার দ্রব্যাদি ইসলামে হারাম। যেমনঃ এ্যালকোহল বা মদ, হিরোইন, মরফিন, আফিম, পেথিডিন, কেডিন, মেথাডন, গার্ডিনাল, সেনোরিল, ডায়াজিপাম, নাইট্রোজিপাম।

সোনামণি-১০ঃ থেমে গেলে ভাইয়া! তাহ'লে এবার আমি শুরু করি! বিয়ার, ব্রাণ্ডি, হুইসকি, বাংলা মদ, মারিজুয়ানী রিটানিল, মেথিডিন, কোকেন, কোফিন, নেসকোলিন।

সোনামণি-৬ঃ আরও যেগুলি বাঁকী রয়েছে সেগুলি আমিই বলে দেই ভাইয়া! যেমনঃ বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, গাঁজা, ভাং, জর্দা, নস্যি, সাদাপাতা ও গুল। মনে রেখ এগুলি সরাসরি মদ না হ'লেও মদের তো এরা খালাত ভাই নিশ্চয়ই!!

সোনামণি-৭ঃ এর সবগুলিই নিষিদ্ধ। এতে পার্থিব, শারীরিক, বৈষয়িক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী শুনুনঃ 'তোমরা অপচয় কর না, নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ' *(ইসরা ২৬-২৭)*।

সোনামণি উপস্থাপকঃ ১টি সিগারেট ১ জন মানুষের ৫-৬ মিনিট আয়ু কমায়। ২৪ ঘন্টায় একজন মানুষ কমপক্ষে ১৫টি সিগারেট/বিড়ি পান করে। ১টি সিগারেটের দাম ২ টাকা হ'লে প্রতিদিন ৩০/= টাকা, মাসে ৯০০/= টাকা এবং বৎসরে ১০৮০০/= টাকা খরচ হয়। এটা অপব্যয় নয় কি?

এভাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া অর্থ-সম্পদ আগুনে জ্বালিয়ে না দিয়ে এর কিছু অংশ আল্লাহ্‌র রাস্তায় তথা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করলে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে প্রতিদান পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

সোনামণি-৯ঃ এবার শুনুন! নেশার উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণীঃ 'যার বেশী পরিমাণ মাদকতা আণয়ন করে তার অল্প পরিমাণও হারাম *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ)*।

সোনামণি-৩ঃ ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হ'ল ছালাত। মহান আল্লাহ মদ পান করা অবস্থায় ছালাতের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন।

সোনামণি-৪ঃ ধূমপান বিষ পান। ডাঃ হ্যানিম্যান বলেছেন, ধূমপানে যৌন জড়তা আনে। আসুন! সকলে প্রতিজ্ঞা করি 'ধূমপান আর করব না নেশাগ্রস্ত হব না'।

সিগারেটে থাকে নিকোটিন নামক জীবন ধ্বংসকারী মারাত্মক বিষ। যা ধীরে ধীরে রক্তণালীকে সংকুচিত করে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এটা আত্মহত্যার শামিল।

সোনামণি-৭ঃ এবার শুনুন মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*।

বিষ পান প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীঃ 'যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনে নিজ হাতে বিষ পান করতঃ সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯)*।

নেশাখোর-১ঃ ধূমপানে কি কি রোগ হয় জান কি 'সোনামণিরা'?

সোনামণি-৯ঃ ধূমপান করলে ক্যান্সার, হৃদযন্ত্র অকেজো, কর্মক্ষমতা হ্রাস, কফ, কাশি, বক্ষব্যাধি, যক্ষ্মা ও হৃদরোগ হয়। তাছাড়া চেহারা নষ্ট হয় এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। আর অধূমপায়ীরাও পায় অবর্ণনীয় কষ্ট। ধূমপানের ফলে ধূমপায়ীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার প্রভাবে অধূমপায়ীরাও সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তৃতীয় দৃশ্য

[বৃদ্ধ দাদা-র লাঠি হাতে মঞ্চে আগমন। সাথে দাদার সেবায় নিযুক্ত ছোট্ট নাতি]

দাদাঃ আচ্ছা বাছাধনেরা! আজকে তোমাদের এই সংলাপে বসে নেশার ক্ষতি সম্পর্কে যা শিখলাম, তা কোনদিন শিখতে পারিনি। তবে আমার একটি কথা তোমরা শুনবে কি?

সোনামণি-১ঃ শুনবনা কেন, অবশ্যই শুনব, মনোযোগ দিয়ে শুনব। বলুন না তাহ'লে দাদাজি।

দাদাঃ আমার ছেলেকে নিয়ে সন্দেহ হয়, সে নেশা করে কি-না বুঝার কোন উপায় আছে কি?

সোনামণি-৭ঃ আছে বৈকি! অবশ্যই আছে। আপনার ছেলেকে নিম্নোক্ত আচরণ ও কার্যাবলীর সাথে নিলিয়ে নিন। মিলে গেলে অবশ্যই সে নেশা করে।

উপস্থাপকঃ আচরণগুলি হ'লঃ

(১) আপনার ছেলে পরিবারের সদস্যদের সাথে পূর্বের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলে কি?

(২) বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে অনেক রাতে বাসায় ফিরে কি?

(৩) কোন কথা জিজ্ঞেস করলে বা কিছু বললে অযথা রেগে যায় বা গালি দেয় কি?

(৪) রাতে অথবা দিনে মাঝে মাঝে জানালা-দরজা বন্ধ করে একা-একা বা বন্ধুদের নিয়ে অনেক সময় কাটায় কি?

(৫) পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে তার আগ্রহ আছে কি?

(৬) স্কুলে বা কলেজে অনিয়মিত যায় কি?

(৭) মাঝে মাঝে অহেতুক বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বা হুমকি দিয়ে পরিবারের নিকট থেকে টাকা-পয়সা দাবী করে কি?

দাদাঃ এবার তাহ'লে বুঝতে পেরেছি এই ৭টি বিষয় জেনে আমি নিশ্চিত হ'তে পারব যে, আমার ছেলে নেশা করে কি-না। এজন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দাদু ভাইয়েরা! তোমরা বেঁচে থাক, অনেক বড় মানুষ হও। আমি তোমাদের সকলের মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করি। আল্লাহ তোমাদের মত সোনামণিদেরকে যেন ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির নেতা বানায় এই দো'আও করি।

সোনামণি-১ঃ আল্লাহুম্মা আমীন। (উপস্থিত সকল সদস্যরাই বলবে সমস্বরে) আল্লাহ আপনার আশা পূরণ করুন, আমীন!

আগন্তুক চাচাঃ নেশার ভয়াবহতা সম্পর্কে আজ অনেক কিছু জানলাম। তবে কিভাবে আমাদের ছেলেরা নেশার ছোবল থেকে রক্ষা পেতে পারে, এ ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্য কি? সোনামণিরা!

সোনামণি (১০)ঃ শুনুন তবে চাচাজি!

(১) পত্র-পত্রিকা, নাটক ও সিনেমায় মাদক ও ধূমপানের বিজ্ঞাপন ও দৃশ্য বন্ধ করতে হবে।

(২) সরকারী অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাবেশে এবং বিমান, বাস, ট্রেন, টেম্পু, মিশুক, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদি সকল প্রকার যানবাহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৩) বিবাহ-শাদী ও যেকোন ধরনের আনন্দ-উৎসবে নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৪) পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভিতে নেশার ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' এই শ্লোগান প্রচার করে ধূমপায়ীর মনে নেশার প্রতি উৎসাহের সুড়সুড়ি না দিয়ে বরং সরাসরি ধূমপান বন্ধ করতে হবে।

(৬) বিড়ি, সিগারেটের সকল কারখানা বন্ধ করতে হবে।

(৭) দেশে তামাক চাষ নিষিদ্ধ করে তদস্থলে উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্য চাষে কৃষকদের বাধ্য করতে হবে। ইংল্যাণ্ড থেকে ইংরেজরা এসে যদি ভারতবাসীকে নীল চাষে বাধ্য করতে পারে, তাহ'লে আমরা কেন ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে তামাক চাষ বন্ধ করে খাদ্যশস্যের চাষ করাতে পারব না।

(সোনামণি ও উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলবে)

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই পারব। ইনশাআল্লাহ!

সোনামণি-৪ঃ আসুন! আমরা সবাই সচেতন হই এবং নেশার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলি। আমরা সবাই এক সাথে বলিঃ

হিরোইন, ফেন্সিডিলের আস্তানা
আমরা দেশে রাখবনা।
নেশা মাদক ছাড়ব,
সুস্থ সমাজ গড়ব।
জনগণের দো'আ চাই,
আল্লাহ পাকের রহম চাই॥

[অবশেষে উপস্থাপকের সাথে মজলিস শেষের দো'আ পাঠ করবে]

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

নকলের দায়ে মোট সাড় ১০ হাযার পরীক্ষার্থী ও ২শ' শিক্ষক বহিষ্কার

দু'সপ্তাহব্যাপী এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবারের পরীক্ষায় মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট সহ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বমোট ১১ লাখ ৩৪ হাযার পরীক্ষার্থী অংশ নিলেও নকলের কারণে সর্বমোট সাড়ে ১০ হাযার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কড়া আইনে নকলে সহযোগিতার অপরাধে ২শ' শিক্ষক বহিষ্কৃত হন। এছাড়া নকল সংক্রান্ত অপরাধে প্রায় অর্ধশত শিক্ষকসহ আরো ২ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও বহিরাগত গ্রেফতার হয়। এদের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে কোন রকম নকলের সুবিধা না পেয়ে প্রায় ৪০ হাযার ছাত্র-ছাত্রী শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকে। উল্লেখ্য যে, গত বছরের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকলের অভিযোগে সারাদেশে ২শ' শিক্ষকসহ ৩৫ হাযার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছিল এবং নকল করতে না পেরে আরো প্রায় ১ লাখ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেওয়া থেকেই বিরত ছিল। এ বছরে বহিষ্কৃত ২০০ শিক্ষকের মধ্যে মাদরাসা বোর্ডের অধীনেই রয়েছে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক। অপরদিকে মাদরাসার দাখিল পরীক্ষায় সর্বমোট বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাযার। উল্লেখ্য যে, এ বছর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বহিষ্কৃত হয়েছে রাজশাহী বোর্ডে সাড়ে ৩ হাযার এবং সবচেয়ে কম সিলেট বোর্ডে মাত্র ৪৮ জন।

[ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে। ধন্যবাদ নকল প্রতিরোধে সহায়তাকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে। নকলের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর 'জিহাদ' ঘোষণা বাস্তবিকই কার্যকর হ'তে চলেছে। এ জিহাদ আগামী দিনগুলিতেও একই ধারায় বরং আরো জোরালোভাবে অব্যাহত থাকবে এটাই আমাদের এবং সচেতন দেশবাসীর আন্তরিক প্রত্যাশা। -সম্পাদক]

বিশ্বব্যাংক এদেশের উচ্চশিক্ষা ধ্বংস করেছে

'বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক এক সেমিনারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ বলেছেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে এখন ভয়াবহ দুরবস্থা চলছে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করতে গিয়ে সারা দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়েছে। শিক্ষকরা এখন অর্থের পেছনে ছুটতে গিয়ে নিজেরাই লেখাপড়া বাদ দিয়েছেন। ফলে ছাত্রদেরকে তারা আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে রাজনীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। আর এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে মেধার গুরুত্ব হারিয়ে গিয়ে এক মহানৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। মেধাবীরা এখন শিক্ষকতা পেশায়াও আকৃষ্ট হচ্ছে না। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নতুন কোন মেধার জন্মও হচ্ছে না। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভয়াবহ মেধার ঘাটতি চলছে উল্লেখ করে তারা বলেন, এর ফলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধার ঘাটতি এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে, সামনে ভয়াবহ জাতীয় দুর্যোগ নেমে আসছে। বক্তাগণ এদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রকে দুর্বল করার পেছনে বিশ্বব্যাংকের নীতিকেও দায়ী করে বলেন, বিশ্বব্যাংক চায় না আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী হোক। উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের তারা এদেশ থেকে বের করে বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করাতে চায়। এজন্য বিশ্বব্যাংক এদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেমনি কোন অর্থায়ন করছে না, তেমনি সরকারকেও প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করতে দিচ্ছে না।

গত ১১এপ্রিল ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ এ,টি,এম যহুরুল হক এবং আলোচনায় অংশ নেন অর্থনীতি শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডঃ মোযাফফর আহমাদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ আব্দুল মুমিন চৌধুরী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ডঃ আবুল হাসান মুহাম্মাদ ছাদেক, দারুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ আযহারুদ্দীন, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল সৈয়দা শামসে আরা হোসেন, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি প্রফেসর ডঃ আশরাফুদ্দীন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সরদার সৈয়দ আহমাদ প্রমুখ।

বিদ্যুৎ খাতে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন হ'তে যাচ্ছে

রেলওয়ের মত বিদ্যুৎ খাতেও অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন হ'তে যাচ্ছে। এ নেটওয়ার্ক স্থাপন সম্পন্ন হ'লে দেশে যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হবে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সরকার বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনসহ বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করার চিন্তা-ভাবনা করছে। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে বিদ্যুতের যত নতুন লাইন হবে, তার পাশাপাশি অপটিক্যাল ফাইবার লাইনও করা হবে। ইতিমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ লাইনে ২৮০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার লাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

সূত্র জানায়, দেশব্যাপী বিদ্যুৎ লাইনে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকার ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। এ সম্পর্কে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি এর পক্ষেই রিপোর্ট দিয়েছে। 'পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড' সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে পাওয়ার লাইন

ক্যারিয়ারের মাধ্যমে বিদ্যুতের কমিউনিকেশন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এর পরিবর্তে সেখানে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন পুরোপুরি সম্ভব হ'লে যোগাযোগের পুরো ব্যবস্থাই হবে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য, সমস্যাবিহীন এবং দ্রুততর।

সকল মোবাইলে টিএণ্ডটি সুবিধা প্রদান

টিএণ্ডটি ফোনের প্রি-পেইড কার্ড চালু হচ্ছে। প্রি-একনেক বৈঠকে প্রকল্পটি পাস হয়েছে এবং পরবর্তী একনেক (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি) বৈঠকে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আমীনুল হক গত ২০ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন। তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী আরো জানান যে, টিএণ্ডটির মোবাইল আগামী ২০০৪ সালের জুন মাসের মধ্যে চালু হবে। প্রথম দফায় আড়াই লাখ টিএণ্ডটি মোবাইল ছাড়া হবে এবং পর্যায়ক্রমে ১০ লাখ মোবাইল ছাড়ার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মোবাইলের তুলনায় টিএণ্ডটির মোবাইল ফোনের চার্জ কম থাকবে বলে মন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন। টিএণ্ডটি ফোনের জন্য বিভিন্ন অংকের (২শ', ৩শ', ৪শ' ও ৫শ' টাকার) প্রি-পেইড কার্ড চালু হবে এবং বেশীর ভাগই ৫শ' টাকার কার্ড পাওয়া যাবে। বর্তমানে প্রচলিত টিএণ্ডটির সেট ব্যবহার করা যাবে।

বর্তমানে ৪টি মোবাইল কোম্পানীর সকল মোবাইলে টিএণ্ডটি সংযোগ প্রদানের জন্য চুক্তি হয়েছে। যেকোন মোবাইলে ইনকামিং ও আউটগোয়িং টিএণ্ডটি সুবিধা সৃষ্টি হবে।

নিষিদ্ধ পলিথিনঃ গোপনে উৎপাদন, প্রকাশ্যে বিক্রি

জোট সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম সফল পদক্ষেপ হচ্ছে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধকরণ। পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি এড়াতেই সরকার পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, মজুদ, প্রদর্শন ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করে। ২০০২ সালের ১ জানুয়ারী থেকে রাজধানীতে এবং ১ মার্চ থেকে সারাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয় কিনা তা তদারকির জন্য একটি টাস্কফোর্স কমিটিও গঠন করা হয়।

কিন্তু এতো কিছুর পরও পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ চলছে। ফলে সরকারের একটি সফল উদ্যোগ ব্যর্থ হ'তে বসেছে। রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে, এখনো পলিথিন ব্যাগ অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিউমার্কেট, ফকিরাপুল, হাতিরপুল, পলাশী, কাপ্তান বাজার সহ বেশ কয়েকটি বাজারে প্রকাশ্যে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে। দোকানদাররা গোপনে পলিথিন ব্যাগ রেখে দেয় এবং তাতে পণ্য ভরে ক্রেতার হাতে তুলে দেয়। তবে ঐসব বাজারে পলিথিন বিক্রির ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। একইভাবে কঠোর নিরাপত্তা এবং সতর্কতার মধ্যে উৎপাদন করা হচ্ছে পলিথিন ব্যাগ। পুরাতন ঢাকার লালবাগের ইসলাম বাগ, উর্দূ রোড, হোসনী দালান, বেচারাম দেউরী ও বনগ্রাম এলাকার বিভিন্ন কারখানায় এখনও পলিথিন উৎপাদন চলছে। রাজধানীতে মূলত এই এলাকাতেই পলিথিন কারখানা গড়ে উঠেছিল। সরকারী নিষেধাজ্ঞার পর থেকে এখন আর তারা প্রকাশ্যে পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন করে না। গভীর রাতে কারখানাগুলির বাইরে বড় বড় তালা ঝুলিয়ে ভেতরে মেশিন চলছে। এভাবে গোপনে উৎপাদন করা হচ্ছে পলিথিন ব্যাগ।

এই ব্যাগ উৎপাদনের পর চটের বস্তায় ভরে অথবা কাপড়ের ভেতরে ভাল করে বেঁধে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে তা পৌঁছে দেয়া হয় ঢাকার বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বর্তমানে প্রতি বস্তা পলিথিন ৮ থেকে ১০ হাযার টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে জানা যায়। পুরাতন ঢাকার ২০/২৫টি ট্রান্সপোর্ট এই পলিথিন ব্যাগ বহন করছে বলে জানা গেছে। এদের অনেককে পলিথিন ব্যাগ বহন করতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পলিথিন ব্যাগ বহন না করলে ঐসব ট্রান্সপোর্টে অন্যান্য মালামাল দেয়া হয় না।

উল্লেখ্য, পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটি গত ১৭ এপ্রিল রাজধানীর লালবাগ এলাকায় আকস্মিক অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৩শ' কেজি ব্যাগ উদ্ধার করে। লালবাগ এলাকার ২৩/২, গৌরীসুন্দর রায় লেনের ইসমাঈল মিয়ার ফ্যাক্টরী ও ২৩/বি, গৌরীসুন্দর রায় লেনের একতা প্লাষ্টিক ফ্যাক্টরী থেকে এই পলিথিন উদ্ধার করা হয়।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

বিদেশ

ইরাক আগ্রাসনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার জোটের যুদ্ধকে এক কথায় 'স্যাটেলাইট ওয়ার' হিসাবেও আখ্যায়িত করা সম্ভব। কেননা এই যুদ্ধে আগ্রাসী বাহিনীর পক্ষে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি। বিশ্বের ইতিহাসে অতীতে কখনো এমনটি হয়নি। এই মহাকাশ প্রযুক্তিকে যুদ্ধের কাজে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে মার্কিন-বৃটিশ জোটের ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী খরচ হয়েছে। ইরাকের বিভিন্ন শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার উপর এয়ার এ্যাটাক ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছে স্যাটেলাইটগুলি। যুদ্ধের ২ মাস আগে থেকেই পেন্টাগনের নির্দেশনা অনুযায়ী স্যাটেলাইটগুলিকে প্রস্তুত করা হয়। অতি গোপনে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইরাকের প্রতিটি স্থাপনা, এলাকা, রাস্তাঘাট এমনকি ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাগুলির উপর নযর রাখা হয়। স্যাটেলাইটের তোলা ছবির মাধ্যমেই মার্কিন ও বৃটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞরা যুদ্ধের পরিকল্পনা ও পথঘাট ঠিক করে। শুধু যুদ্ধের পরিকল্পনাই নয়, যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও হামলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছে এসব স্যাটেলাইট। মহাকাশ থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিত্রও স্পষ্টভাবে সংগ্রহ সম্ভব। কাজেই স্যাটেলাইট দিয়ে সব দেখার পরই নির্দেশ অনুযায়ী সীমা-পরিসীমা মেপে হামলা হয়েছে। ফলে দেখা গেছে, ইঙ্গ-মার্কিনীদের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র, মিসাইল বা এয়ার বম্বিং কোনটাই টার্গেট মিস করেনি। তারা যেখানে চেয়েছে সেখানেই আঘাত হেনেছে। অর্থাৎ স্যাটেলাইট টার্গেট ফিক্সড করে দিয়েছে আর সৈন্যরা মাপজোখ মিলিয়ে সুইচ টিপে দিয়েছে।

ইসরাঈলকে আঞ্চলিক পরাশক্তি করার উদ্যোগঃ ১ হাযার কোটি ডলার বরাদ্দ

ইসরাঈলকে আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন হামলার অন্যতম কারণ বলে আন্তর্জাতিক সামরিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন। এই ধারণার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমেরিকার সাম্প্রতিক আগ্রাসন বাজেট।

ইরাকে আগ্রাসন এবং আগ্রাসন পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য অতিরিক্ত ৮০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করার জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ মার্কিন কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছিলেন। অতিসম্প্রতি কংগ্রেস এই খাতে ৮০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৮ হাযার কোটি ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব মঞ্জুর করেছে। বাংলাদেশী মুদ্রায় এই অর্থ ৪ লাখ ৮০ হাযার কোটি টাকা। এ বাজেটের মধ্যে ১৪টি মার্কিনপন্থী দেশকে ১২.৭৩ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১২৭৩ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৪টি দেশের মধ্যে বরাদ্দকৃত ১২৭৩ কোটি ডলারের মধ্যে শুধুমাত্র ইসরাঈলের জন্যই প্রেসিডেন্ট বুশ বরাদ্দ করেছেন ১ হাযার কোটি ডলার। অবশিষ্ট ২৭৩ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে বাকী ১৩টি দেশের মধ্যে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, ইসরাঈলকে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আর কোন রাখ-ঢাকের আশ্রয় নিচ্ছে না।

বিশ্বে রফতানী ক্ষেত্রে চীনের স্থান পঞ্চম

গত ৪ এপ্রিল সরকারী চায়না সিকিউরিটিজ জার্নাল বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার তথ্য উদ্ধৃত করে জানায়, বিশ্বপণ্য রফতানীতে গত বছর চীনের অবস্থান ছিল পঞ্চম। গত বছর চীন বিশ্বে মোট রফতানীর শতকরা ৫.১ ভাগ পণ্য রফতানী করে। সস্তা দরের শ্রমিক সুবিধা থাকায় বিদেশী কোম্পানীগুলি সেখানে তাদের উৎপাদন শুরু করলে গত বছর চীনের রফতানী বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান ও ফ্রান্সের পরেই রফতানীতে চীনের অবস্থান।

ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ২ হাযার কোটি ডলার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে, ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত ২ হাযার কোটি ডলার খরচ হয়েছে। এ বিষয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের জেঃ স্টেনলি ম্যাক ক্রিষ্টাল বলেছেন, আগামী কয়েক মাসে ইরাক দখল করে রাখার জন্য আরো ২শ' কোটি ডলার করে প্রতিমাসে খরচ হ'তে পারে। যুদ্ধের আনুষঙ্গিক খরচের জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ ৭৯ হাযার কোটি ডলার বরাদ্দ করে রেখেছেন। তবে ইরাকে কতজন মার্কিন সৈন্য থাকবে বা কতদিন তারা সেখানে থাকবে, সে বিষয়ে এখনও মন্তব্য করার সময় আসেনি বলে জেঃ ম্যাক ক্রিষ্টাল জানান। তিনি বলেন, পরিস্থিতি আরো শান্ত হয়ে আসার পর মার্কিন কমাণ্ডাররা বাগদাদেই তাদের সদর দফতর স্থাপন করবে।

মুসলিম মহিলার লাশের উপর শূকরের গোশত!

পশ্চিম লণ্ডনের হিলিংডন হাসপাতাল মর্গে ৬৫ বছর বয়স্কা ক্যান্সার রোগী হাবীবা মুহাম্মাদ-এর লাশ শূকরের গোশত দিয়ে ঢেকে রাখার ঘটনা উদঘাটনের পর সেদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই অপকর্মের সাথে জড়িতদের ধরতে পুলিশ ৫ হাযার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে। মহিলার দাদী লাশটি দেখতে গেলে এই অপকর্ম ধরা পড়ে। মহিলার বোন সাংবাদিকদের জানান, এই ঘটনা তাদের কাছে দুঃস্বপ্নের মত। এতে গোটা পরিবার মর্মাহত। বৃটেনের 'ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড কালচারাল সোসাইটি'র চেয়ারম্যান আমীর আহমাদ এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, এতে আমরা আতংকিত। অন্যান্য মুসলিম সংগঠনও এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এছাড়া পুলিশ বাহিনীও পৃথকভাবে তদন্ত করছে।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী 'সার্স' রোগের বিস্তার

প্রাণঘাতী 'সিভিয়ার একিউট রেসপাইরেটরী সিমড্রম' (সার্স) ভাইরাসের বিস্তার বিশ্বব্যাপী মারাত্মক আতংকের সৃষ্টি করেছে। নিউমোনিয়া জাতীয় এ রোগের বিস্তার প্রতিদিন নতুন নতুন মোড় নিচ্ছে। গত ২০০২ সালের নভেম্বর মাস থেকে এ রোগের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হচ্ছে। হংকং থেকে এ রোগের জীবাণু বহনকারী ৯ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর রোগটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

এ ভাইরাসে এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে অন্তত ১৮৫ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছে সাড়ে ৩ হাযারের বেশী। এদের অধিকাংশই এশিয়ার অধিবাসী। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে হংকং-এ ৮৮ জন, চীনে ৬৭ জন, সিঙ্গাপুরে ১৬, কানাডায় ১৩, ভিয়েতনামে ৫, থাইল্যাণ্ডে ২ ও মালয়েশিয়ায় ১ জন।

ইউরোপের বিজ্ঞানীরা সার্স ভাইরাসকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন বলে দাবি করেছেন এবং এই রোগ মোকাবেলায় ওষুধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

এই রোগের লক্ষণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, কাশি, ঠাণ্ডা ও শরীর ব্যথা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, নেদারল্যাণ্ডের রটারড্যাম ইরাসমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা বানরের দেহে সার্স জীবাণু প্রবিষ্ট করে তার মধ্যে মানুষের মতই অনুরূপ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন। সংস্থা বলেছে, এই ভাইরাসকে পৃথকীকরণ করা গেলে এর বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে এবং এটি প্রাণীর দেহ থেকে মানব দেহে সংক্রমিত হয়েছে কি-না এবং হয়ে থাকলে সেটি কোন প্রাণী বিজ্ঞানীরা সে সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এ রোগে এখনও কেউ আক্রান্ত হয়নি।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, ... দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় ... ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় ক... পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

ফোনঃ

মোবা

মুসলিম জাহান

পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্র তৈরীতে জোর দেবে

-প্রেসিডেন্ট মোশাররফ

ইরাক যুদ্ধ ও কাশ্মীর নিয়ে উত্তেজনার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বলেছেন, পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্র প্রকল্পে জোর দেবে। গত ১২ এপ্রিল পেশোয়ারে উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে এক সভায় জেনারেল মোশাররফ বলেন, পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে পাকিস্তান নিজের অবস্থান থেকে মোটেই সরে আসবে না। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র বা ক্ষেপণাস্ত্র যাতে কট্টরপন্থীদের হাতে না পড়ে, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এসব অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে আমরা ভালভাবে অবহিত রয়েছি।

ইরাক যুদ্ধের কারণে আরব দেশগুলিকে ১ লাখ কোটি ডলারের খেসারত দিতে হবে

-জাতিসংঘ কর্মকর্তা

জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যে, ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের কারণে আরব দেশগুলিকে ১ লাখ কোটি ডলারের বেশী খেসারত দিতে হবে। এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের কারণে গোটা আরব জগতে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা নেমে আসছে, তাতে আরব দেশগুলিতে উৎপাদনের যে ক্ষতি হবে তার ভিত্তিতে মোট ক্ষতির এই হিসাব করা হয়েছে। লেবাননের রাজধানী বৈরূতে জাতিসংঘের এক অর্থনৈতিক সেমিনারে এই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। পশ্চিম এশিয়া সংক্রান্ত জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের নির্বাহী সচিব মেরভাট তালাবি বলেন, ইরাকে এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ গোটা বিশ্বে বিশেষ করে আরব অঞ্চলে একটি ঘন কালো মেঘের ছায়া ফেলছে।

তিনি আরো বলেন, ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে আরব অর্থনীতিগুলির সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ হাযার কোটি ডলার। আর চলতি ইরাক যুদ্ধের কারণে আরব দেশগুলিকে এর চেয়েও বেশী খেসারত দিতে হবে। ক্ষতির এই পরিমাণ ১ লাখ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

তিনি বলেন, আগের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর আরব দেশগুলিতে কর্মসংস্থান সংকুচিত হয় ৪০ লাখ থেকে ৫০ লাখ লোকের। চলছি যুদ্ধের ফলে কর্মসংস্থান হারানোর সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০ লাখ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন।

ইরাকে মার্কিন ডলার চালুর উদ্যোগ

একটি নতুন ইরাকী কর্তৃপক্ষ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইরাকে নতুন মুদ্রা চালু করা সম্ভব হবে না বলে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এদিকে ইরাকের অর্থনীতিতে ডলার চালু

করার চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারী কর্মকর্তাদের মাথাপিছু ২০ ডলার করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইরাকে একটি নতুন মুদ্রার পরিকল্পনা করতে ছয় মাসের বেশি সময় লাগতে পারে। তবে তা বাজারে চালু করতে আরো সময় লাগবে। ইরাকের ১৫ থেকে ২৫ লাখ সরকারী কর্মচারীকে মাথাপিছু ২০ ডলার করে যরূরী সাহায্য দেওয়া হবে বলে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

যারা নিজেদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে প্রমাণ করতে পারবেন তাদের এই অর্থ প্রদান করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত ইরাকের ১৭০ কোটি ডলারের সম্পদ থেকে এই যরূরী অর্থ প্রদান করা হবে। ঐ বাজেয়াপ্ত অর্থের কিছু অংশ খরচ করা হবে ইরাক পুনর্গঠনের কাজে। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইরাকী অর্থনীতিকে গতিশীল করতে হ'লে ডলারের এই অর্থ প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইরাকীদের তাই কিছুদিন মার্কিন ডলার, অন্যান্য পশ্চিমা মুদ্রা ও সাদ্দাম যুগের দীনারের মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যে মানিয়ে চলতে হবে।

এদিকে নতুন ইরাকী মুদ্রা সহসা চালু করা সম্ভব হবে না বলে পর্যবেক্ষকরা বলছেন। তারা বলছেন, ইরাকী কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা গ্রহণ করুক বা না করুক একটি নতুন মুদ্রার ডিজাইন করতে ৯০ থেকে ১৮০ দিন সময় লেগে যাবে। এরপর এই মুদ্রাটির সঙ্গে জনগণের পরিচয় ঘটাতে আরো সময় লাগবে। বিশ্লেষকগণ বলছেন, নতুন মুদ্রা চালু হ'তে দেরী হ'লে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির ঝুঁকি বেড়ে যাবে।

৫শ' ইরাকী বিজ্ঞানীকে হত্যার লক্ষ্যে দেড়শ' ইসরাঈলী কমাণ্ডো

৫শ' ইরাকী বিজ্ঞানীকে হত্যার লক্ষ্যে বর্তমানে ১৫০ জন ইসরাঈলী কমাণ্ডো ইরাকের অভ্যন্তরে তৎপর রয়েছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত ফরাসী জেনারেল ফ্রেঞ্চ টিভি চ্যানেল-৫ কে গত ১৮ এপ্রিল একথা জানান। তিনি নিশ্চিত করে জানান, ইরাকের জীবাণু, রাসায়নিক ও পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট ৫শ' ইরাকী বিজ্ঞানীকে ইসরাঈল গোপনে হত্যা করতে চাচ্ছে। ইসরাঈলের মা'রিভ সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। ফরাসী জেনারেলের নাম জানা যায়নি।

তিনি বলেন, জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকরা সাক্ষাৎকারের জন্য যেসব ইরাকী বিজ্ঞানীর তালিকা প্রকাশ করেছিলেন ইসরাঈলীরা সেসব বিজ্ঞানীকে হত্যা করতে চাচ্ছে। ফরাসী জেনারেল বলেন, অধিকৃত ইরাকে মার্কিন মেরিন সৈন্যদের মধ্যে এসব ইসরাঈলী কমাণ্ডো তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কিভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে প্রবেশ করেছে সে ব্যাপারে তিনি বিস্তারিতভাবে কিছু বলেননি। কাতারের আস-সাইলিয়ায় অবস্থিত মার্কিন কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের ইরাক যুদ্ধ বিষয়ক সদর দফতরের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ভিনসেন্ট ব্রুকস্ বার বার বলেছেন, মার্কিন নেতৃত্বাধীন যুদ্ধের লক্ষ্য সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতের পাশাপাশি ইরাকের জীবাণু, রাসায়নিক ও পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়া।

ইরাকের বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে তাদের জীবন রক্ষার আবেদন জানিয়ে অভিযোগ করেছেন, মার্কিন দখলদার বাহিনী তাদের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দখলদার মার্কিন বাহিনী ইরাকী পদার্থ বিজ্ঞানী, রসায়ন বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের কাছে রক্ষিত সকল দলীলপত্র ও গবেষণাপত্র হস্তান্তরের দাবী জানিয়েছে।

মালয়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিগুণ বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে

মালয়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এটিকে মুসলিম বিশ্বের উচ্চতর শিক্ষার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এই উদ্যোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেক্টর ডঃ মুহাম্মাদ আজমী ওমর বলেন, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া (আইআইইউএম)-এর বর্তমানের ১৬ হাযার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ বিদেশী।

উল্লেখ্য, গত ৮ থেকে ১১ এপ্রিল দুবাইয়ে গালফ এডুকেশন এ্যাণ্ড ট্রেনিং এক্সিবিশন-এ অংশগ্রহণকারী মালয়েশিয়ার ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'আইআইইউএম' একটি।

তিনি বলেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের লোকজন আরো বেশী সংখ্যায় 'আইআইইউএম'-য়ে লেখাপড়া করুক আমরা তা-ই চাই। পশ্চিম এশিয়ার লোকদের মধ্যে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, 'আইআইইউএম' কেবলমাত্র ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে শিক্ষাদান করে। আমরা এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিতে চাই। পশ্চিম এশিয়ার ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্যের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই।

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী

ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

রোবট সার্জনঃ নিউইয়র্কে বসে ফ্রান্সে চিকিৎসা!

ভবিষ্যতে আর চিকিৎসার জন্য ভ্রমণ করার প্রয়োজন হবে না। ডাক্তাররা সম্প্রতি সম্পন্ন করেছেন প্রথম সফল 'ট্রান্স ঔসানিক' সার্জারী। সম্প্রতি 'ন্যাচারাল' ম্যাগাজিনে এ তথ্য প্রকাশ পায়। ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গের কিছু ডাক্তার একজন রোগীর সার্জারীতে একটি রোবটকে সাফল্যজনকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এরপর ডাক্তাররা নিউইয়র্ক সিটিতে বসে 'জিউস' নামের রোবটটিকে রিমোট কন্ট্রোলারের সাহায্যে চালিত করেন। সাফল্যজনকভাবে রোবটটি একটি গল ব্লাডার অপারেশন সম্পন্ন করে। অপারেশন রুমে লাগানো ক্যামেরা মনিটরের সাহায্যে তারা সব ধরনের চিত্র পান। এছাড়া সংযুক্ত ছিল 'ল্যাপারোসকোপ' (এটি এক ধরনের পাতলা গোলাকৃতি ক্যামেরা। এটাকে রোগীর তলপেটে প্রবেশ করানো যায়)। অপারেশনটিতে সময় লাগে দু'ঘন্টার কম এবং রোগী দু'দিনের মধ্যে বাড়ি ফেরে।

পৃথিবীব্যাপী ডাক্তাররা গল ব্লাডার অপসারণ করতে পারেন। তবে অন্যান্য অপারেশনের ব্যাপারগুলি জটিল। কখনও কখনও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। আশা করা যাচ্ছে পৃথিবী বিখ্যাত ডাক্তারদের সার্জিক্যাল সহায়তা পেতে আগামী দিনে আর হাযার মাইল পাড়ি দেবার প্রয়োজন হবে না।

সুস্বাস্থ্য গঠনে সিদ্ধ গাজর

সুস্বাস্থ্য গঠনে সিদ্ধ গাজরের ভূমিকা অতুলনীয়। গাজর এবং পালংশাক কাঁচা খেলে বেশী উপকার বলে যে একটি লোককথা এতদিন প্রচলিত ছিল, আধুনিক বিজ্ঞান তার অসারতা প্রমাণ করেছে। আমেরিকার খাদ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করেছে। হাল্কা আঁচে রান্না করা গাজর এবং স্পিনিচ কাঁচার চেয়ে অনেক বেশী পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য সম্মত। গাজর এবং স্পিনিচ হ'ল ক্যারোটিনয়েডস, বেটা ক্যারোটিন, লুটিন এবং লাইকোপিন-এর সর্বোত্তম উৎস। এ সমস্ত উপাদান কয়েক ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। গবেষকগণ দু'টি দলের লোককে কাঁচা ও সিদ্ধ এই দু'টি খাবার খাওয়ান এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখতে পান যে, যে দল এ দু'টি সবজি কাঁচা খেয়েছিল তাদের রক্তে ক্যারোটিনয়েড-এর পরিমাণের চেয়ে যারা সিদ্ধ খেয়েছিল তাদের পরিমাণ পাঁচগুণ বেশী। রান্নার ফলে এ দু'টি সবজির কোষ প্রাচীর ভেঙ্গে অধিক পরিমাণে ক্যারোটিনয়েড নির্গত হয়। তবে এই সিদ্ধ পরিমাণ হ'তে হবে অল্প। কিন্তু কাঁচা খেলেও যথেষ্ট পুষ্টি পাওয়া যাবে। খাবার মেশিন দিয়ে জুস তৈরী করেও খাওয়া যাবে। এতে কোষ প্রাচীর ভেঙ্গে পুষ্টির পরিমাণ বেশী মাত্রায় নির্গত হবে।

যন্ত্রই জানিয়ে দিবে শিশুর টয়লেটে যাবার সময় হয়েছে কি-না

সম্প্রতি জাপানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্পোরেশন এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যা আগেভাগেই জানিয়ে দেবে শিশুটির টয়লেটে যাবার সময় হয়েছে। একজন মূত্র বিশেষজ্ঞ ও একজন টেলিফোন প্রস্তুতকারক এই নতুন ইলেকট্রনিক মেশিনটি উদ্ভাবন করেছেন। মেশিনটা শিশুর মস্তিষ্ক তরঙ্গ ও মূত্রথলি মনিটর করে সঠিক সময়টা জানিয়ে দেবে। এই যন্ত্রটির ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। জাপানের ফিলিপস কোম্পানী জাপান সরকারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে মেশিনটি বাজারে ছাড়ছে। জাপানী গবেষকরা ১৫ লাখ ডলার ব্যয়ের একটা প্রকল্পের অধীনে এই যন্ত্রটি তৈরী করেন। জাপানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্পোরেশনের মুখপাত্র মাসবুচি বলেন, এই যন্ত্রটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই শিশুর শরীরের যেকোন অংশে সেট করা থাকলেই ইলেকট্রিক সংকেত দিবে। প্রথম যন্ত্রটি হাতে ব্যবহার উপযোগী করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

মোমবাতি জ্বললে মোম কোথায় যায়?

কাঠ, কয়লা কিংবা তেল যখন জ্বলে, তখন আমরা মনে করি যে, ঐসব পদার্থ জ্বলতে জ্বলতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জ্বলন্ত মোমবাতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ঐ ধারণাই পোষণ করা হয়। কিন্তু আসলে ঐসব পদার্থ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। এগুলি শুধু ওদের রূপ পরিবর্তন করে মাত্র। প্রজ্বলন হ'ল একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। অক্সিজেনের উপস্থিতিতেই তা সংঘটিত হয়। ঐ প্রক্রিয়ায় পদার্থের সৃষ্টিও হয় না, ধ্বংসও হয় না। শুধুমাত্র তার রূপ পরিবর্তন ঘটে। এটিই 'পদার্থের অবিনশ্বরতা' সূত্র নামে পরিচিত। যখন মোমবাতি জ্বলতে থাকে তখন তার মোম অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যে মুহূর্তে আমরা মোমবাতি জ্বালাই, সে মুহূর্তে তাপের প্রভাবে মোম গলতে আরম্ভ করে। পৃষ্ঠটানের জন্য গলিত মোম পলতেয় উঠে আসে। পৃষ্ঠটান তরল পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম। ঐ ধর্মের জন্যই চোষক কাগজ কালি চুষে নেয়। গলে যাওয়া মোম পরে গ্যাসীয় পদার্থে পরিবর্তিত হয়। ঐ গ্যাস তখন জ্বলতে শুরু করে এবং তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়।

মোম হ'ল একটি যৌগিক হাইড্রকার্বন, যার মধ্যে রয়েছে হাইড্রোজেন ও কার্বন। প্রজ্জ্বলনকালে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে কার্বন সংযুক্ত হয়ে কার্বন-ডাই অক্সাইড তৈরী হয়। মোমের হাইড্রোজের সাথে বাতাসের অক্সিজেন মিলে জলীয় বাষ্প তৈরী হয়। ঐ দুই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মোম ব্যয়িত হয় এবং তার ফলে মোমবাতির আকার ছোট হ'তে থাকে। আমরা যদি কার্বন-ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে ওযন করি তাহ'লে দেখব যে, মূল মোমবাতিটির ওযন থেকে ওদের মিলিত ওযন বেশী। কার্বন ও হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের সংযুক্তি হ'ল ঐ অতিরিক্ত ওযনের কারণ। তাই আমরা দেখতে পাই যে, মোমবাতি যখন জ্বলে তখন তার মোম ধ্বংস হয় না, শুধুমাত্র বাষ্পেই তার রূপান্তর ঘটে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সমাজ সংস্কারে ব্রতী হৌন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সিরাজপুর, নওগাঁ ১৮ই এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য এখানে নবনির্মিত জামে মসজিদের উদ্বোধনী খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের সচেতন অংশের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, সমাজের সর্বত্র যে জাহেলিয়াত দানা বেঁধে উঠেছে, এগুলিকে বিদূরিত করার মূল দায়িত্ব সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন নেতৃবৃন্দের। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষার আলো থেকে অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ বঞ্চিত থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে বরং তাদের মাধ্যমেই জাহেলিয়াতের আমদানী ও প্রচার-প্রসার ঘটছে।

তিনি বলেন, আক্বীদা ও আমলের তথা বিশ্বাস ও কর্মের পার্থক্যের কারণেই মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়ে থাকে। অথচ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পারস্পরিক পার্থক্য ও বিভেদের মৌলিক কারণ ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা। এমনকি আল্লাহ সাকার কি নিরাকার, রাসূল মাটির তৈরী না নূরের তৈরী, এটুকু সাধারণ বিষয়েও আলেম সমাজের অধিকাংশের মধ্যে সঠিক জ্ঞান নেই।

তিনি বলেন, মদীনার মসজিদে নববী শুধু ইবাদত খানা ছিল না, বরং এটি ছিল মূলতঃ একটি শিক্ষাগার। আমাদের মসজিদগুলিকে অনুরূপভাবে শিক্ষাগারে পরিণত করতে হবে। সেজন্য সেখানে দৈনিক মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা শুনানো, সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অবশ্যই চালু করতে হবে। সংগঠনের প্রকাশিত বইপত্র ও মাসিক আত-তাহরীকের লেখনী সমূহ থেকে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ ও প্রদান করতে হবে। মহল্লার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ ও মা-বোনেরাও সেখানে অংশগ্রহণ করবেন। এভাবে নিয়মিত চেষ্টা ও পরিচর্যার মাধ্যমে সমাজের সংস্কার সাধনে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সর্বস্তরের কর্মীদেরকে তিনি নিরলসভাবে সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে যাবার আহ্বান জানান।

সুধী সমাবেশঃ অতঃপর বাদ আছর অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত জনগণকে মাযহাব ও তরীকার নামে দলাদলি এবং গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্রের পাতা ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে সূচিত সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে এদেশ থেকে বৃটিশরা বিতাড়িত হয়েছিল। বিশাল বরেন্দ্র এলাকার সংখ্যাগরিষ্ট আহলেহাদীছ জনগোষ্ঠী সেই জিহাদী ঐতিহ্যের ফসল। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাদের আপোষহীন জিহাদ ও সেই সাথে ইংরেজ বেনিয়াদের কুফরী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিরাপোষ ভূমিকা তাদেরকে সমাজে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল। তিনি বলেন ১৯০ বছরের বিদেশী শাসনেও ইংরেজরা আমাদের আক্বীদা ছিনিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু আজ স্বদেশী স্বজাতি মুসলিম শাসনে বসবাস করেও আমাদের অনেকেরই আক্বীদা ছিনতাই হয়ে গেছে সুচতুর কৌশলের মাধ্যমে। 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক'-এর মুখরোচক বক্তব্যের জালে আটকে গিয়ে বহু আহলেহাদীছ এখন বিদ'আতীদের সাথে সংগঠন করছে। দলীয় প্রচারণা ও দলের বইপত্র পড়ে তারা যেমন ছহীহ আক্বীদা হারাচ্ছে, তেমনি দলীয় নির্দেশে অবলীলাক্রমে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত হচ্ছে। নিজেদের সময়-শ্রম ও অর্থ-সম্পদ ইসলামের নামে ঐসব ভ্রান্ত দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যয় করছে। তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাসসিরে কুরআন আর মুরব্বী নামক একদল সুবেশী ভদ্রলোকের মনভুলানো বয়ানে ও তেজিয়ান ভাষণে আহলেহাদীছ জনগণ তাদের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য ভুলতে বসেছে। এমনকি তাদেরই অর্থে গড়া বড় বড় দ্বীনী মাদরাসা ও মসজিদগুলি আজ আহলেহাদীছ নামধারীদের মাধ্যমেই ঐসব ভ্রান্ত দলের অধীনস্ত হয়ে গেছে ও তাদেরই কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ আহলেহাদীছ সমাজনেতা ও ওলামায়ে কেরাম নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

তিনি বলেন, চেতনাহীন লক্ষ মানুষের চাইতে চেতনাসম্পন্ন একজন মানুষ অধিক গুরুত্ব বহন করেন একটি সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য। তিনি সুধী সমাজকে আলস্য ঝেড়ে ফেলে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

জুম'আর ছালাত শেষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সম্মানিত নায়েবে আমীর, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য নিয়েই আমরা চতুর্মুখী আন্দোলন শুরু করেছি। মুরব্বীদের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', যুবকদের জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', শিশু-কিশোরদের জন্য 'সোনামণি' ও মা-বোনদের জন্য 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' গঠনের মাধ্যমে আমরা সমাজের সর্বস্তরে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। যদিও আমাদের সাধ্য অনেক কম। এ বিষয়ে তিনি সমাজের স্বচ্ছল ও সচেতন অংশকে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দা'ওয়াত সম্প্রসারণের জন্য আমরা গবেষণা মূলক বিভিন্ন বই-পুস্তক লিখছি ও প্রকাশ করছি এবং সর্বোপরি **মাসিক আত-তাহরীক** নামে একটি গবেষণা মূলক ও সংস্কারবাদী পত্রিকা আমরা জনগণের হাতে তুলে দিয়েছি। যা ইতিমধ্যেই সমাজের চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ সুধীমহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

সিরাজপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইকরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আফযাল হোসাইন ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি পার্শ্ববর্তী রসূলপুর মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ সিরাজপুর শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম ও তার সাথীদের এবং শাখা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলদের ও মসজিদ কমিটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হয়।

সিরাজপুরবাসীর সুন্দর আতিথেয়তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাগরিবের কিছু পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি নাচোলের প্রবীণ সমাজকর্মী বর্তমানে অসুস্থ আলহাজ্জ

লুৎফুল হক (৮৫)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মাষ্টার আব্দুর রাযযাককে সাথে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গমন করেন ও তাঁর সাথে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করেন। এসময় এলাকার প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠান জামে'আ ইসলামিয়া নাচোল-এর অধ্যক্ষ মাওলানা মুছত্বফা সংবাদ পেয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে তারা মাদরাসা পরিদর্শনে গমন করেন। এ সময় স্থানীয় অভিজ্ঞজনেরা দুঃখের সাথে আমীরে জামা'আতকে বলেন, এই মাদরাসার বিশাল বিল্ডিং, দোতলা বিরাটায়তন জামে মসজিদ, ক্লিনিক সবই আপনাদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু এখন এ মারকায আহলেহাদীছের মারকায নয়, বরং একটি ভিন্ন মতাদর্শী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখন মাদরাসার বার্ষিক জালসায় ঐ দলের সমর্থক বক্তা ব্যতীত খাঁটি আহলেহাদীছ বক্তাদের কোন সুযোগ থাকে না। আপনাদের বিরাট অবদানকেও বর্তমান মাদরাসা কমিটি মূল্যায়ন করে না। জানিনা এমনিভাবে দেশের কত মাদরাসা ও মসজিদ এদের সুচতুর কৌশলে হাতছাড়া হয়ে গেছে। সেখান থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিদায় নিয়ে রাত্রি ১০ ঘটিকায় তাঁরা রাজশাহী নওদাপাড়া মারকাযে ফিরে আসেন।

হানাহানি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হৌন

-জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত

খালিশপুর, খুলনা ২৮শে মার্চ শুক্রবারঃ

অদ্য খালিশপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আপামর মুসলিম জনসাধারণকে পারস্পরিক হানাহানি ভুলে গিয়ে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মুসলিম উম্মাহ্র ভাঙনের মৌলিক দু'টি কারণ পূর্বেও ছিল, আজও আছে। একটি হ'লঃ আল্লাহ প্রেরিত বিধানের প্রকাশ্য অর্থের উপরে নিজের জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া। দ্বিতীয়টি হ'লঃ মানবিক দুর্বলতার শিকার হয়ে পারস্পরিক হিংসা-হানাহানিতে লিপ্ত হওয়া। প্রথমোক্ত কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ ধর্মের নামে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হয়েছে এবং স্ব স্ব মাযহাবী ফৎওয়াকেই ধর্মীয় ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এর সাথে যোগ হয়েছে খৃষ্টানী মতবাদের শিকার হয়ে গণতন্ত্রের নামে ঘরে-ঘরে দলতন্ত্রের অভিশাপ। ইলেকশনের নামে নেতৃত্বের লড়াই এখন পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও শুরু হয়েছে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত-ভালোবাসা সব ধ্বংস হয়ে গেছে। মাযহাবী দ্বন্দ্ব যেমন মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, রাজনৈতিক দলাদলি তেমনি আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিভক্ত করে রেখেছে।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ জামা'আতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ধর্মীয় দ্বন্দ্ব নয়, বরং দুনিয়াবী দ্বন্দ্ব, যা পারস্পরিক হিংসা ও অহংকারের ফলে সৃষ্ট। তাক্বওয়াশীল ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই আমাদের জামা'আতে দুঃখজনকভাবে এটি ঘটে গেছে। আমাদের নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই অহংকার হ'তে তওবা করতে হবে, পারস্পরিক গীবত-তোহমত থেকে ফিরে আসতে হবে এবং সর্বোপরি নিজেদের মধ্যে জামা'আতী ঐক্য ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে। তিনি দুঃখ করে বলেন, ১৯৮৯ সালে অদূরদর্শী নেতাদের হিংসাত্মক সিদ্ধান্তে জামা'আত বিভক্ত হওয়ার পর থেকে আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের উপরে বক্তৃতা করা বন্ধ করেছিলাম। কারণ আমরা যারা মাযহাবী ফের্কাবন্দীর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলাম, তারাই আজ বিনা যুক্তিতে জামা'আত বিভক্ত করলাম। দীর্ঘ ১৪ বৎসর পরে অচিন্তনীয়ভাবে জুম'আর খুৎবায় দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাক এ আয়াতটিই মুখ দিয়ে বের করে দিলেন। জানি না এর পিছনে তাঁর কোন মঙ্গল ইচ্ছা আছে কি-না। আমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে কখনোই নিরাশ হবো না। শুধু প্রার্থনা করব এই যে, হে আল্লাহ! তুমি মুসলিম উম্মাহকে 'আব্দুল্লাহ'-দের স্থলে 'হাবলুল্লাহ'কে সমবেতভাবে আঁকড়ে ধরার তাওফীক দাও!

উল্লেখ্য যে, জুম'আর পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত অসুস্থ মাওলানা আবদুর রঊফকে দেখার জন্য তাঁর বাড়ীতে যান ও তাঁর নিকটে কিছুক্ষণ অবস্থান করে তার জন্য দো'আ করেন। জুম'আর পরে আতিথ্য গ্রহণ শেষে তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে বাগেরহাট যেলা সম্মেলনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির (খুলনা), কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন (ই,বি,কুষ্টিয়া), খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব ইস্রাফীল হোসাইন, সহ-সভাপতি মাওলানা মুরাদ, যেলা কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মুযযাম্মিল হক প্রমুখ। মুহতারাম আমীরে জামা'আত আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকা মোল্লাহাট ও চিতলমারী উপযেলার মধ্য দিয়ে বাগেরহাট যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং মোল্লাহাটের সরুলিয়া দক্ষিণপাড়ায় সাময়িক যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে জনাব আবদুছ ছবুরের বাড়ীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন ও সকলকে সর্বাবস্থায় দ্বীনে হক-এর উপরে মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দেন। সেখান থেকে এক বাসভর্তি মুছল্লী আমীরে জামা'আতের সহযাত্রী হন। অতঃপর চিতলমারী হয়ে মাগরিবের কিছু পূর্বে তাঁরা সম্মেলন স্থল কালদিয়া মারকাযে পৌঁছে যান।

বাগেরহাট যেলা সম্মেলন ২০০৩

কালদিয়া, বাগেরহাট ২৮শে মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা কমপ্লেক্স ময়দানে যেলা সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাগেরহাট যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড চিরকাল একই ছিল এবং একই থাকবে। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের মৌলিক পদ্ধতি চিরকাল একই ছিল এবং একই থাকবে, যা নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে। নবীগণ সমাজ বিপ্লবের পথ অনুসরণ করেছেন। আমরাও তাই করি। সরকার পরিবর্তনে সাময়িকভাবে নেতার পরিবর্তন হয়। কিন্তু নীতি পরিবর্তনের জন্য চাই নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণের আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধন। উক্ত পথ ধরেই ধৈর্যের সাথে দৃঢ়পদে স্থির লক্ষ্যে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এখানে সাময়িক উত্তেজনার বা চরমপন্থা অবলম্বনের কোন অবকাশ নেই। তিনি বলেন, ধর্মনীতি বলুন আর রাজনীতিই বলুন, রাসূলের তরীকা মত না হ'লে তা আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না। অতএব আসুন! আমরা আমাদের পুরা যিন্দেগীকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই।

তিনি কালদিয়া মারকাযের প্রতি সকলের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

Contents

ভাষণ শেষে তিনি বাগেরহাট যেলা কর্মপরিষদকে নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে মিলিত হন এবং তাদের অফিসিয়াল খাতাপত্র পরিদর্শন ও দাওয়াতী কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। তিনি যেলা কর্মপরিষদকে তাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ লোকমান হোসাইন (ইঃ বিঃ, কুষ্টিয়া) খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুরাদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, বিশেষ অতিথি জনাব আলহাজ্জ আলী আহমাদ হাওলাদার (কেশবপুর) প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

কুমিল্লা ৩১শে মার্চঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে বুড়িচং উত্তর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সউদী মাব'উছ হাফেয আব্দুল মতীন সালাফী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ প্রমুখ। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন প্রমুখ।

বক্তাগণ প্রচলিত মাযহাবী ও গণতান্ত্রিক দলাদলি ভুলে অহি-র আলোকে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে' সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী, ১৩ই এপ্রিল রবিবারঃ অদ্য হাটগাঙ্গোপাড়া হাইস্কুল মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকা সভাপতি মাওলানা এ.বি.এম. আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি ছিলেন নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বিশ্বের মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। একদল আল্লাহভীরু ও তাঁর বিধানের অনুসারী। অন্যদল অবাধ্য ও শয়তানের অনুসারী। সমাজের সর্বত্র সর্বদা এই দু'দলের সংঘর্ষ চলছে। গত ৯ই এপ্রিলে সদ্যসমাপ্ত ইরাক দখল প্রক্রিয়া দ্বিতীয় দলটির বিজয় নির্দেশ করে। তিনি বলেন, বুশ-এর এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তাবৎ বিশ্বে সন্ত্রাসকে উজ্জীবিত করবে এবং সর্বত্র 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি প্রতিষ্ঠায় প্ররোচনা দেবে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের দেওয়া বিধানের সাথে বর্তমানে প্রচলিত মাযহাবী ও গণতান্ত্রিক বিধানের কিছু কিছু তুলনামূলক পার্থক্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের চিরন্তন ও শান্তিময় বিধানের প্রতি ফিরে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ভাষণ শেষে তিনি স্থানীয় হাটগাঙ্গোপাড়া হাইস্কুল মিলনায়তনে এলাকার উচ্চ শিক্ষিত ও সমাজ নেতৃবৃন্দের সাথে এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন এবং তাঁদেরকে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এলাকা সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র শিক্ষক ও দারুল ইফতা-র অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

তাবলীগী সভা

লালবাগ, দিনাজপুর॥ ২৭শে মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত লালবাগ-১ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সার্বিক জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, জাহান্নামের পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার সাথে সাথে পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর দায়িত্বও আল্লাহ পাক অভিভাবক মহলের উপর অর্পণ করেছেন। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি দুনিয়াবী জীবনও হবে বিষাদময়। তিনি পরকালীন নাজাতের লক্ষ্যে সকলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পতাকা তলে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানান।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ॥ ২৭শে মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রাণীশংকৈল 'আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার' মিলনায়তনে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুযযাম্মিল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। তিনি সংগঠনের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের কাজের তদারকি করেন এবং সংগঠনের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। তিনি উপস্থিত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বলেন, দ্বীন কায়েমের পথ ও পদ্ধতি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং যেকোন ধরনের চরমপন্থা ও উগ্র মানসিকতা পরিহার করতে হবে। এ সময়ে তিনি উপস্থিত সকলের পরামর্শক্রমে 'আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার'-এর পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করেন।

সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক

২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৩ইং বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে 'কবরের কথা' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দান করেন হাফেয মুকাররাম বিন মুহসিন। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দান করেন হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন।

১৯শে মার্চ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তা'লীমী বৈঠকে 'ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ)'-এর উপর দরস পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র ভাইস প্রিন্সিপাল ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা সাঈদুর রহমান। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস সালাফীর ছাত্র হাফেয মুকাররম বিন মুহসীন।

৯ই এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদ নওদাপাড়া রাজশাহীতে যথারীতি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তা'লীমী বৈঠকে 'সমাজ বিপ্লব'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ দরসে কুরআন পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক (নাটোর)। তাজবীদ শিক্ষা দেন মারকাযের হেফয বিভাগের প্রধান জনাব হাফেয লুৎফর রহমান।

১৬ই এপ্রিল ২০০৩ইং বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে 'তাক্বওয়ার উচ্চ মর্যাদা বিষয়ে তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ রুস্তম আলী।

যুবসংঘ

যেলা পুনর্গঠন

ঢাকাঃ ২৭শে মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কার্যালয়ে এক কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয। প্রধান অতিথি ২০০৩-২০০৫ সেশনের জন্য ঢাকা যেলার নতুন কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করেন ও শপথ বাক্য পাঠ করান। তিনি যেলার নতুন দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে যুব সমাজের সর্বস্তরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

কুমিল্লাঃ ২৮শে মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে বুড়িচং 'আল-হেরা মর্ডাণ একাডেমী' মিলনায়তনে দিন ব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবু তাহের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, যারা পদ লাভে প্রত্যাশী আমরা তাদেরকে দায়িত্ব দেই না। আমরা পরামর্শের ভিত্তিতে দায়িত্ব প্রদান করি ধার্মিকতা, মেধা, যোগ্যতা ও কর্মনিষ্ঠা দেখে। যাদের উপর আজ দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন, তবে আল্লাহ্‌র নিকটে উত্তম জাযা পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর যদি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন, তবে দরবারে এলাহীতে তাকে জবাবদিহী করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে তিনি সদস্য বিশিষ্ট নতুন যেলা কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করেন এবং শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

জামালপুরঃ ১১ই এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য যেলার শরীফপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা খলীলুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বযলুর রহমান ও অর্থ সম্পাদক মাওলানা মাস'উদুর রহমান। প্রধান অতিথি পরামর্শের ভিত্তিতে গঠিত নতুন যেলা কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করেন এবং শপথ বাক্য পাঠ করান। নতুন দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যেকার যাবতীয় কিছু হ'তে উত্তম। এই প্রতিদানের প্রত্যাশা নিয়ে দুর্বার গতিতে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সংশোধনী

গত সংখ্যা 'আত-তাহরীক'-এর ৪৭ পৃষ্ঠায় 'সংগঠন সংবাদ' কলামে 'জামা'আতে আহলেহাদীছ বাংলাদেশ'-এর যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ' শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টটি মূলতঃ বিভিন্ন আহলেহাদীছ সংগঠনের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মিছিল ছিল। এটি পৃথক কোন সংগঠনের নাম নয়।- সম্পাদক।

Contents

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

(১/২৬৬)ঃ বর্ষাকালে কাদামাটির রাস্তায় চলাফেরা করার ফলে অনেক সময় নখের মধ্যে কাদা ঢুকে যায়। নখ কাটার পরও তা বের করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ওযূ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
আদর্শ দাখিল মাদরাসা
ছাতিয়ান, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় ওযূ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে। কারণ নখের ভিতরে পানি প্রবেশ করানো যরূরী নয়। তাছাড়া এটি (নখের মধ্যে কাদা প্রবেশ) ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি নখের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো যরূরী হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশাতেই তা বর্ণনা করে যেতেন। আর নখের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো ব্যতীত ছালাত হবে না মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না *(মুগনী ১/১৪০ পৃঃ মাসআলা নং ১৬৪, 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। তবে নখ কোনক্রমেই ৪০ দিনের বেশী রাখা উচিত নয়। ৪০ দিনের মধ্যেই তা কেটে ফেলতে হবে এবং যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে *(মুসলিম ১/১২৯ পৃঃ, 'স্বভাবগত অভ্যাস' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২/২৬৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি সহোদর ভাইয়ের এক পুত্র, চার কন্যা এবং বৈমাত্রেয় চার ভাই, দুই বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। এমতাবস্থায় উপরোল্লেখিত ওয়ারিছগণ তার সম্পত্তি থেকে কে কত অংশ পাবেন? প্রকাশ থাকে যে, তার অন্য কোন ওয়ারিছ নেই।

-ফায়ছাল মাহমূদ ভূঁইয়া
মাতাইন, রসূলপুর
আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ সহোদর ভাইয়ের পুত্র ও কন্যা থাকায় বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না। ওয়ারিছগণের মধ্যে ভাই ও বোন থাকায় 'আছাবা' হিসাবে 'ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে' (للذكر مثل حظ الأنثيين) এই মূলনীতির *(নিসা ১১)* আলোকে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করে ২ ভাগ পাবে ভাতিজা আর ৪ ভাগ পাবে চার ভাতিজী।

প্রশ্নঃ (৩/২৬৮)ঃ সূরা বাক্বারাহ্‌র ২৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'সকল ছালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি'। এখানে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদানের কারণ কি?

-মঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী, নওহাটা
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'ছালাতুল উসত্বা' বা মধ্যবর্তী ছালাত বলতে আছরের ছালাত প্রমাণিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ এবং সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মধ্যবর্তী ছালাত' (صلاة الوسطى)-ই হচ্ছে আছরের ছালাত' *(তিরমিযী, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/১৯৯ পৃঃ, হা/৬৩৪ 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*। আলী (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ফরয ছালাত সমূহ বিশেষ করে 'ছালাতুল উসত্বা' ছালাতুল আছর থেকে বিরত রাখে' *(মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ২/৪১ পৃঃ)*।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উক্ত ছালাতের বিশেষ গুরুত্বের কারণ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। হাদীছ ও তাফসীরবিদগণও এ বিষয়ে কিছু বলেননি। তবে ছাহেবে 'মির'আত' অন্যান্য হাদীছের আলোকে বলেন, ফজর ও আছর ছালাতের সময় ফেরেশতা বদল হয়, যা অন্য ছালাতের সময় হয় না। ফজরের পরে দিবসের রিযিক বন্টিত হয় এবং আছরের সময় দিবসের আমলসমূহ আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। অতএব ঐ সময় যদি কেউ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে সময় কাটায়, তবে তার রিযিক ও আমলে বরকত হয়ে থাকে' *(মির'আত (বেনারস, ভারতঃ ১৪১৩/১৯৯২) হা/৬২৮-এর ব্যাখ্যা, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ ২/৩৩৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৬৯)ঃ ওযূ করা অবস্থায় ওযূর পানি ওযূর পাত্রে পড়লে কিংবা ওযূ করার পর কাপড় বা লুঙ্গি হাটুর উপর উঠে গেলে ওযূর কোন ক্ষতি হবে কি?

-আবদুল খালেক
উত্তর শালিখা, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ওযূকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া পানি ওযূর পাত্রে পড়লে পানি অপবিত্র হয় না। আবু হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসলে তাঁর জন্য ওযূর পানি আনা হ'ল। তিনি ওযূ করলেন। লোকেরা তাঁর ওযূর অবশিষ্ট পানি নিয়ে নিজেদের শরীরে মাখতে লাগলো। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, (ওযূর সময়) নবী করীম (ছাঃ) একটি পানির পাত্র চেয়ে নিলেন এবং তা থেকে স্বীয় দু'হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন ও তাতে কুলি করলেন। তারপর তাদের দু'জনকে (আবু মূসা ও বেলালকে) বললেন, 'তোমরা এটা পান কর এবং তোমাদের মুখ ও বুক উত্তমরূপে ধৌত কর' *(বুখারী ১/৩১ পৃঃ, হা/১৮৭ 'ওযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদ)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানির পাত্রে হাত

ডুবিয়ে পানি নিয়ে ফরয গোসল করতেন'। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই পাত্রে হাত ডুবিয়ে ওযূ ও গোসল করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৫, ৪৪০ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। উম্মুল মুমেনীন মায়মূনা (রাঃ) একটি গামলার পানিতে ফরয গোসল করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত পানিতে ওযু করেন এবং বলেন, (নাপাক ব্যক্তির স্পর্শে) পানি নাপাক হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৭; বাংলা মিশকাত হা/৪২৯)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৭০)ঃ সূরা সাবার ১৩ নং আয়াতে تَمَاثِيْلُ শব্দের অনুবাদ কোনটিতে ভাস্কর্য ও কোনটিতে মূর্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে এভাবে তাফসীর করা হয়েছে যে, সে যুগে লোকেরা মূর্তি তৈরী করত অথচ সুলায়মান (আঃ)-এর শরী'আতে মূর্তি তৈরী করা জায়েয ছিল না। কিন্তু তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, সুলায়মান (আঃ)-এর শরী'আতে মূর্তি তৈরী করা জায়েয ছিল। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাবেয়া বেগম
ফী আমা-নিল্লাহ ভিলা
ষ্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।

উত্তরঃ تَمَاثِيْلُ শব্দটি বহুবচন, একবচনে تِمْثَالٌ। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান 'লিসানুল আরব'-এ বলা হয়েছে, এমন প্রত্যেকটি কৃত্রিম বস্তুকে 'তিমছাল' (تمثال) বলা হয়, যা আল্লাহ্‌র তৈরী বস্তুর সদৃশ। তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে, এমন ছবিকে تِمْثَالٌ বলা হয়, যা অন্য কোন বস্তুর আকৃতি অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। তাফসীরে 'বাহরুল মুহীত্ব' প্রণেতা আবু হাইয়ান আন্দালুসী বলেন, সুলায়মান (আঃ)-এর যুগে যে সকল تمثال ছিল, তা ছিল প্রাণহীন বস্তুর (অর্থাৎ গাছপালা, লতাপাতা ইত্যাদির) *(আল-বাহরুল মুহীত্ব ৭/২৫৪ পৃঃ)*।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন আবিসিনিয়ায় একটি গীর্জা ছিল, যাতে ছবি ছিল। একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবগত করানো হ'লে তিনি বললেন, তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সৎ লোকের জন্ম হ'ত, তার মৃত্যুর পর তার কবরের উপর তারা উপাসনালয় তৈরী করত এবং তার মধ্যে তাদের মূর্তিগুলি স্থাপন করত। ক্বিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে' *(মুসলিম ১/২০১ 'কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ ও তার উপর ছবি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ থেকে **স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সকল** নবীর যুগের ন্যায় সুলায়মান (আঃ)-এর যুগেও জীব-জন্তুর ছবি নির্মাণ করার অনুমতি ছিল না।

ছহীহ হাদীছের বর্ণনার পরে প্রমাণহীন ঐতিহাসিক বর্ণনার দোহাই দিয়ে 'সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপরে পাখীদের চিত্র অংকিত ছিল' বলে তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য। তবে উক্ত তাফসীরে একথাও পরিষ্কার বলা আছে যে, 'সোলায়মান (আঃ)-এর শরীয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার ছিল না' *(ঐ, পৃঃ ১১০৫)*। এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে সঠিক।

প্রশ্নঃ (৬/২৭১)ঃ হযরত ইউনুস (আঃ) কতদিন মাছের পেটে ছিলেন এবং তাঁকে কোন্ গাছের নীচে মাছে ফেলেছিল? গাছটির নাম কি?

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
নবাব জায়গীর মাযহারুল উলূম
রহমানিয়া মাদরাসা
সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইউনুস (আঃ)-এর মাছের পেটে অবস্থান করা সম্পর্কে ছহীহ হাদীছে কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাবেঈ বিদ্বানগণ এ বিষয়ে যেসব মতামত পেশ করেছেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

(১) মুজাহিদ ইমাম শা'বী হ'তে বর্ণনা করেন, তাকে সকাল বেলায় মাছে ভক্ষণ করেছিল এবং সন্ধ্যা বেলায় উগরে দিয়েছিল (২) ক্বাতাদাহ বলেন, ৩ দিন মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন (৩) জা'ফর ছাদেক বলেন, ৭ দিন (৪) সাঈদ বিন আবুল হাসান এবং আবু মালেক বলেন, ৪০ দিন অবস্থান করেছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১৮ 'ইউনুস (আঃ)-এর বিবরণ' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুল বারী 'নবীদের বর্ণনা' অধ্যায় ৬/৫২০-২১ হা/৩৪১৬-এর ব্যাখ্যা)*। তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে (পৃঃ ৮৮৯) তাফসীরে ইবনে কাছীরের হাওয়ালা দিয়ে 'তার উদর কয়েকদিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা' বলে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে 'কয়েকদিনের জন্য' কথাটি ইবনু কাছীরে নেই *(দ্রঃ ঐ, সূরা আম্বিয়া ৮৭-৮৮ আয়াতের তাফসীর, ৩/২০১ পৃঃ)*।

মহান আল্লাহ যে গাছের মাধ্যমে তার ছায়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ছিল কাণ্ডবিহীন লতা জাতীয় গাছ। গাছটি লাউ, কুমড়া, তরমুয, কাকুড় যেকোন ধরনের হ'তে পারে। *(জাযায়েরী, আয়সারুত তাফাসীর ৪/৪২৭-২৮; ফাৎহুল বারী ৬/৫২০)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৭২)ঃ আমি হজ্জ করতে গিয়ে মদীনায় ছোট কালো রং-এর খেজুর প্রতি কেজি ১২০ রিয়ালে কিনলাম। শুনেছি এতে নাকি অসুখ ভাল হয়। একথা কি ঠিক?

-আতাউর রহমান
সোনাদিঘীর মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত খেজুরটির নাম 'আজওয়া'। এটি মদীনার একটি উন্নত জাতের খেজুর। আকারে ছোট ও বর্ণে কালো। এ খেজুর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মদীনার উচ্চভূমির 'আজওয়া' খেজুরের মধ্যে রোগের

নিরাময় রয়েছে। প্রত্যুষে তা (খেলে) বিষের প্রতিষেধক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯১ 'খাদ্য' অধ্যায়)।*

অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ভোরে ৭টি 'আজওয়া' খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও জাদু-টোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৯০ অধ্যায় ঐ)।*

প্রশ্নঃ (৮/২৭৩)ঃ ঢাকার বিভিন্ন অলি-গলিতে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক লোক রাশিফল ও টিয়া পাখি দ্বারা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকেন। অনেকে বহু টাকা-পয়সা খরচ করে এগুলি করে থাকেন। এ ধরনের ভাগ্য নির্ধারণ কি শরী'আত সম্মত?

-ইবরাহীম
চিনাটোলা বাজার
মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ ইসলামী শরী'আতে এগুলি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে মেনে নিলে আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫ 'চিকিৎসা ও ঝাঁড়ফুঁক' অধ্যায় 'গণনা করা' অনুচ্ছেদ)।* অন্য বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল' *(আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৯৯ সনদ ছহীহ)।*

প্রশ্নঃ (৯/২৭৪)ঃ আমি একজন অবিবাহিতা মেয়ে। আশেপাশে কিছু লোককে তাদের স্ত্রীদের উপর চরম অন্যায় করতে দেখে আমার বিবাহ করতে ভয় লাগে। স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পাওটানা হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সম্প্রীতির, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার। তবেই সংসারে শান্তি নেমে আসবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের সাথে বসবাস কর' *(নিসা ১৯)।* তিনি আরো বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পার' *(রূম ২১)।*

স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে মারধর করা ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা চরম অন্যায়। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের হক কি? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে, তখন তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। যখন কাপড় ক্রয় করবে, তখন তার জন্যও ক্রয় করবে। আর তার মুখে প্রহার করবে না ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। নিজ বাড়ী ব্যতিরেকে স্ত্রীকে কোথাও একাকী ছাড়বে না' *(আবূদাঊদ, আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৫৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)।* তবে স্ত্রী যদি শরী'আত বিরোধী কোন কাজ করে, তবে সেক্ষেত্রে তাকে মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্যত্র হালকা প্রহার করার অনুমতি রয়েছে *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৮৭৯; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৬১ অধ্যায় ঐ)।*

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আল্লাহ্‌র হুকুম। ভবিষ্যতের খবর আল্লাহ জানেন। কাজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা বজায় রেখে সংসার সাজাতে হবে। এতে ভয় পাওয়ার কোনই কারণ নেই।

প্রশ্নঃ (১০/২৭৫)ঃ গত ২৯ মার্চ ২০০১ইং তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার 'ধর্ম দর্শন' বিভাগে অধ্যাপক আবদুল মান্নান মিয়া রচিত 'কদমবুসীঃ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি উত্তম শিষ্টাচার' প্রবন্ধে কদমবুসির প্রমাণে তিনি যে সমস্ত হাদীছ পেশ করেছেন, সেগুলি ছহীহ, না যঈফ? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মোবারক
৩/১৬/৩ মিরপুর-১১, ঢাকা।

উত্তরঃ অধ্যাপক আবদুল মান্নান মিয়া কদমবুসি জায়েয করার প্রমাণে যে সমস্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলিই যঈফ। তাঁর আনীত হাদীছ সমূহের আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

ইনকিলাব ১ঃ হযরত ইমাম বোখারী (রহঃ) হযরত যিরা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হই, কিন্তু আমি তাঁকে (রাসূল) চিনতাম না। জনৈক ব্যক্তি ইশারা করে আমাকে বললেন, ইনিই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। অতঃপর আমি তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় চুম্বন করতে লাগলাম *(আল-আদাবুল মুফরাদ)।'*

জবাবঃ হাদীছটির সনদ 'যঈফ'। রাবী উম্মে আবান 'অপরিচিত'। *দ্রঃ আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব আলবানী (আল-জুবাইল, সঊদী আরব ১৪১৯/১৯৯৯) হা/৯৭৫ 'পায়ে চুমু দেওয়া' অনুচ্ছেদ নং ৪৪৫ পৃঃ ৩৫১)।* অধ্যাপক ছাহেব রাবীর নাম যেরা বিন আমের লিখেছেন, যেটা ভুল।

ইনকিলাব ২ঃ মেশকাত শরীফে হযরত যিরা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি আবদুল কায়েস গোত্রের অন্যতম দূত হিসাবে মদীনায় আগমন করেন, তখন নবী করিম (সাঃ)-এর পবিত্র হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় চুম্বন করার জন্য তাড়াতাড়ি সওয়ারী হতে অবতরণ করলেন *(মেশকাত মুসাফাহা অধ্যায়)।'*

জবাবঃ হাদীছটির মতনে বর্ণিত 'তাঁর পা' (رِجْلَهُ) অংশটি অনুপ্রবিষ্ট। এ অংশটি বাদ দিয়ে হাদীছটি 'হাসান'। *দ্রঃ ছহীহ*

Contents

আবুদাউদ হা/৪৩৫৩; আলবানী মিশকাত হা/৪৬৮৮ তাহকীক ছানী। এখানেও লেখক রাবীর নাম যেরা বিন আমের লিখেছেন। অথচ রাবী হ'লেন যারি' ইবনে 'আমের।

ইনকিলাব ৩ঃ মেশকাত শরীফের অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, দু'জন ইহুদী হযরত রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল। হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) প্রদত্ত উত্তর শুনে তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই হাত ও দুই পা (মোবারক) চুম্বন করে বলল- 'আমরা আপনার নবুয়তের সাক্ষ্য দিচ্ছি' *(মিশকাত-কবীরা গুনাহ ও কপটতার নিদর্শন অধ্যায়)।'*

জবাবঃ হাদীছটির সনদে 'দুর্বলতা' রয়েছে *(আলবানী হাশিয়া মিশকাত হা/৫৮)*। ইমাম বুখারী বলেন, রাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে সালেমার হাদীছের অনুসরণ করা যাবে না' (لايتابع على حديثه) ইমাম যাহাবী বলেন, ইনি ছাফওয়ান ইবনে 'আসসাল, আম্মার ও ওমর হ'তেও বর্ণনা করেছেন। *দ্রঃ যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি) রাবী ক্রমিক সংখ্যা ৪৩৬০, ২/৪৩০-৩১ পৃঃ।*

ইনকিলাব ৪ঃ হযরত সাফওয়ান বিন আসলাম হ'তে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একটি গোত্র হযরত রাসূল (সাঃ)-এর দুই হাত ও দুই পা (মোবারক) চুম্বন করেছে। *(ইবনে মাজা শরীফ)*।

জবাবঃ তৃতীয় জবাবটিই এর জবাব। হাদীছটি যঈফ। *দ্রঃ আলবানী, যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৮০৮ মূল ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৫ 'হস্ত চুম্বন করা' অনুচ্ছেদ*। এখানে লেখক রাবীর পিতার নাম ভুল করে 'আসলাম' লিখেছেন। অথচ হবে 'আসসাল'।

ইনকিলাব ৫ ঃ 'জনৈক বেদ্বীন রাসূলের দরবারে এসে মো'জেযা দেখানোর আবেদন করলে রাসূলের হুকুমে একটি গাছ সমূলে উঠে তাঁর নিকটে আসে, অতঃপর যথাস্থানে চলে যায়। এ দৃশ্য দেখে ঐ লোকটি রাসূলকে সিজদা করতে চায়। তখন তাকে সিজদার অনুমতি না দিয়ে হাত ও পা চুম্বনের অনুমতি দেন (মর্মার্থ)।

জবাবঃ উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে রাসূলের হুকুমে গাছ উঠে আসা ও যথাস্থানে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে দারেমী বর্ণিত ১৬ ও ২৩ নং হাদীছ দু'টি ছহীহ, যা মিশকাত (মো'জেযা' অধ্যায়) হা/৫৯২৪ ও ৫৯২৫ নং হাদীছে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত হাদীছ দু'টির কোথাও প্রশ্নকারী ব্যক্তি রাসূলকে সিজদা করতে চেয়েছেন বা রাসূল (ছাঃ) তাকে স্বীয় হাত ও পা চুম্বনের অনুমতি দিয়েছেন এমন কোন ইঙ্গিতও নেই। বরং দারেমী ২৪ নং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু আমের গোত্রের উক্ত ব্যক্তি তার কওমকে বলেছিল হে বনু আমের! আজকের দিনে এই ব্যক্তির চাইতে বড় জাদুকর আমি কাউকে দেখিনি।

ইনকিলাব ৬ঃ 'আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী উহার দরজা..'

জবাবঃ ইবনু মারদুবিয়াহ সংকলিত উক্ত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল। *দ্রঃ ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মওযূ'আত (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ২য় সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩) ১/৩৫১ পৃঃ।*

ইনকিলাব ৭ঃ সোহাইব (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর হাত ও পা চুম্বন করতে দেখেছি।

জবাবঃ হাদীছটি মওকূফ ও যঈফ। রাবী 'ছুহায়েব' পরিচিত নন' *(আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব আলবানী হা/৯৭৬ 'কদমবুসি' অনুচ্ছেদ)*।

'সাহাবাগণের রীতি' শিরোনামে লেখক আলী (রাঃ)-এর উপরোক্ত আমলকেই দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। অথচ আছারটি যঈফ। ছাহাবায়ে কেরামের রীতি যদি পদচুম্বন করাই হ'ত, তাহ'লে রাসূলের চাচাকে কেন রাসূলকেই তাঁরা সর্বদা পদচুম্বন করতেন। কিন্তু সে মর্মে কোন একটি ছহীহ হাদীছও লেখক পেশ করতে পারেননি। দু'জন ইহুদী ও একজন বেদ্বীনের নিজস্ব আমল ইসলামী শরী'আতে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটি করার জন্য সকল ছাহাবীকে হুকুম দিতেন ও নিজে তার দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। অথচ এরূপ কোন দৃষ্টান্ত নেই। অতএব কদমবুসি ইসলামের দৃষ্টিতে কোন উত্তম শিষ্টাচার নয়। বরং এটি একটি বিদ'আতী আমল, যা বেদ্বীনদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। পীরপন্থীদের বিদ'আতী আমলগুলিকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের নামে হালাল করে নেওয়ার অপচেষ্টা থেকে দূরে থাকাই আখেরাতের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

বর্তমানে পীর ও আলিমগণের দরবারে কদমবুসির বড় ছড়াছড়ি দেখা যায়। মুরীদগণ তাদের পীরের সম্মুখে মাথা নত করে কদমবুসি করে থাকে। অমনিভাবে ছোটরা বড়দেরকে, নতুন বৌ শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে কদমবুসি করে থাকে। এ সমস্ত প্রথা সম্পূর্ণরূপে শরী'আত পরিপন্থী। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি আমার বন্ধুর আগমনে মাথা নত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে কি আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন, না। আমি কি তাকে চুম্বন করব? তিনি বললেন, না। লোকটি বলল, তবে কি তার হাতে মুছাফাহা করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ' *(মিশকাত হা/৪৬৮০ হাদীছ হাসান, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারো নিকটে মাথা নত করা এবং কদমবুসি করা জায়েয নয়। কেননা তা সিজদার শামিল। যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। তবে স্নেহ স্বরূপ হাতে কিংবা কপালে চুমু দেয়া বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর হস্তদ্বয়ে চুমু দিতেন' *(মিশকাত হা/৪৬৮৯ 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, মাননীয় লেখক 'কদমবুসি'কে ইসলামের একটি 'উত্তম শিষ্টাচার' বলে অভিহিত করেছেন। অথচ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ও মুছাফাহাকেই 'উত্তম শিষ্টাচার' বলে গণ্য করেছেন। অতএব রাসূলের বর্ণিত ও আমলকৃত ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী কারু কোন কথা ও কর্ম মুসলমানের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্নঃ (১১/২৭৬)ঃ আমি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করি। বোরক্বা পরা সত্ত্বেও পুরুষের ভেতর কাজ করতে হয়, তাদের সাথে কথা বলতে হয় এবং বেতন উঠানোর সময় ঘুষ দিতে হয়। এভাবে মুখ খুলে পরপুরুষের সাথে কথা বলা, টাকা উঠানোর সময় ঘুষ প্রদান করা, এমনকি সরকারী বেতন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ পর্দা রক্ষা করে পরপুরুষের সাথে বিশেষ প্রয়োজনে কথা বলা যায়। তাদের মধ্যে থেকে কাজও করা যায়। রাসূলের সময়ে মহিলারা পর্দা রক্ষা করে জুম'আ-জামা'আতে এমনকি জিহাদের ময়দানে গমন করতেন। তবে সর্বাবস্থায় শরী'আত বিরোধী কর্মসমূহ হ'তে বেঁচে থাকা যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। সরকারী বেতন গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। তবে অন্যায় স্বার্থ হাছিলের জন্য ঘুষ দেওয়া হারাম। অবশ্য যুলম প্রতিরোধ ও নিজের কিংবা সামষ্টিক 'হক' স্বার্থ রক্ষার জন্য বখশিশ দেওয়ার বিষয়ে কোন কোন ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে আমল লক্ষ্য করা যায়। *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ২/১৭৯ 'সূদ' অধ্যায়; 'ঘুষ' বিষয়ে দরসে হাদীছ আগষ্ট '৯৯; দরসে কুরআনঃ নারীর সামাজিক অবস্থান এপ্রিল-মে ২০০২)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৭৭)ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গিত কোন হালাল পশু আল্লাহ্র নামে যবেহ করে তা ভক্ষণ করা যাবে কি? অনুরূপভাবে কারো নামে উৎসর্গিত নয় এমন কোন হালাল পশু আল্লাহ ব্যতীত পীর-অলীদের নামে যবেহ করে তার গোশত ভক্ষণ করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
রামপুর, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যেসব পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গিত হয়, মুখে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে যবেহ করলেও তার গোশত খাওয়া হারাম। আল্লাহ বলেন, 'যেসব পশু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়, তা হারাম' *(মায়েদা ৩)*। অনুরূপভাবে যেসব পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয়, তা খাওয়াও হারাম *(আন'আম ১২১)*। কাজেই দেব-দেবী, মূর্তি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য, জীব-জড় বা বৃক্ষাদি হৌক কিংবা নবী, অলী, দরবেশ, পীর-ফকীর গাউছ-কুতুব যে-ই হৌন না কেন, যে পশু 'বেদী'তে যবেহ করা হয়েছে, তার গোশত খাওয়া হারাম। চাই পশু হালাল হৌক বা হারাম হৌক, যবেহকারী মুসলিম হৌন বা অমুসলিম হৌন, তার উপরে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হৌক বা অন্যের নাম উচ্চারণ করা হৌক সর্বাবস্থায় ঐ পশুর গোশত খাওয়া হারাম *(মায়েদাহ ৩)*। উল্লেখ্য যে, বেদী বলতে তীর্থকেন্দ্রে পশু যবেহ করার নির্দিষ্ট স্থানকে বলা হয়। হিন্দুরা একে 'যজ্ঞবেদী' বলে থাকে।

প্রশ্নঃ (১৩/২৭৮)ঃ আমাদের এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের দু'বছর যাবৎ পেটের গোলযোগের কারণে সর্বদা বায়ু নির্গত হয়, এক মিনিটও ওযূ রাখতে পারে না। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা এবং কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-আবুল খায়ের
তেলিগাংদিয়া, দৌলতপুর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি ঘনঘন পেশাব বা বায়ু নিঃসরণ রোগে আক্রান্ত হ'লে তাকে তায়াম্মুম করতে হবে না; বরং প্রতি ছালাতের জন্য একবার ওযূ করতে হবে। ওযূ নষ্ট হয়ে গেলেও কোন ক্ষতি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রক্তস্রাবগ্রস্ত মহিলাকে প্রতি ছালাতের জন্য ওযূ করতে বলেছেন *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৫৮ 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ)*। তাছাড়া মানুষ ওযূ ছাড়াই কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৭৯)ঃ কারো স্বামী যদি জাহান্নামে যায় এবং স্ত্রী জান্নাতে যায়, তাহ'লে স্ত্রীর জন্য জান্নাতে কি ব্যবস্থা করা হবে?

-হালীমা
কাযী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ জান্নাত এমন একটি আনন্দময় স্থান, যেখানে জান্নাতবাসী পুরুষ বা মহিলা যা চাইবেন, তা-ই পাবেন *(হা-মীম সাজদাহ ৩১; দোখান ৪৫ প্রভৃতি)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৮০)ঃ মৃত ব্যক্তির সংখ্যা একাধিক হ'লে কিভাবে জানাযা পড়াতে হবে?

-মুযাফফর হোসাইন
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ একসাথে একাধিক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ার ক্ষেত্রে পুরুষ মাইয়েত গুলিকে ইমামের সামনে ক্বিবলার দিকে পরপর সাজাতে হবে। মিশ্রিত মাইয়েত হ'লে একই লাইনে ক্বিবলার দিকে পুরুষের পরে শিশু তারপর মহিলাদের সাজাতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একদা ৯ জন পুরুষ ও নারীর জানাযা পড়িয়েছিলেন এবং ইমামের সামনে ক্বিবলার দিকে প্রথমে পুরুষ ও পরে নারীকে পরপর সাজিয়েছিলেন *(আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয ৫০-৫২ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৮১)ঃ 'মুরাক্বাবা' (مراقبة) কি? এটি কি

কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি 'মুরাক্বাবা' করেছেন?

-রূহুল আমীন
পাহাড়পুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ শব্দটির আভিধানিক অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ্য করা, পাহারাদারী করা ইত্যাদি। শারঈ পরিভাষায় কোন ব্যক্তির নির্জনে একাকী বসে আল্লাহ পাকের কোন আয়াত বা তাঁর সৃষ্টিজগত অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীর গবেষণায় নিমজ্জিত থাকাকে 'মুরাক্বাবা' বলে *(লুগাতুল হাদীছ ৮/১১৩ পৃঃ)*। মা'রেফতী অর্থে ছূফীদের আবিষ্কৃত ছয় লতীফার বিশেষ পদ্ধতিতে যিকরের মাধ্যমে মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলিয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে মুরাক্বাবা বলে। ইসলামে এরূপ মুরাক্বাবার কোন অস্তিত্ব নেই। এরূপ মুরাক্বাবা আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) ও তাঁর কোন ছাহাবী কোনদিন করেননি। কাজেই ইবাদতের নামে এইরূপ বিদ'আতী পদ্ধতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ২৯/২৯)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৮২)ঃ ইমাম ভুলক্রমে অপবিত্র অবস্থায় ইমামতি করলে তার ও মুক্তাদীদের ছালাতের কি অবস্থা হবে?

-নূরুল ইসলাম
জামি'আ সালাফিইয়া মাদরাসা
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় মুক্তাদীদের ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমামগণ তোমাদের ছালাত আদায় করান। যদি তারা ঠিকমত আদায় করান, তাহ'লে সকলের জন্য নেকী। পক্ষান্তরে যদি ঠিকমত আদায় না করান, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী ও তাদের জন্য পাপ' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। একদা ওমর (রাঃ) অপবিত্র অবস্থায় লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। পরে তিনি উক্ত ছালাত পুনরায় (নিজে) আদায় করেন *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একবার অপবিত্র অবস্থায় লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। পরে তিনি তা একাকী আদায় করেছিলেন। কিন্তু তার সাথীগণ পুনরায় আদায় করেননি *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৮৩)ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে আসমানে না যমীনে আছে?

-আমীনুল ইসলাম
চাঁদমারী, পাবনা।

উত্তরঃ জান্নাত ও জাহান্নাম সপ্তম আসমানের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়াতে নামিয়ে দেন' *(বাক্বারাহ ৩৬)*। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত আসমানের উপরে অবস্থিত। এছাড়া একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজের সময়ে স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নামকে সপ্তম আসমানের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় দেখেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬ 'মি'রাজ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৮৪)ঃ কোন মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ, যাকাত, ছিয়াম, দান-খয়রাত, সততা ও সদাচরণ ইত্যাদি নেক আমল সমূহ করেন। কিন্তু ছালাত আদায় করেন না। এমন লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে কি?

-ফয়ছাল
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ছালাত ব্যতীত অন্যান্য নেক আমল যত বেশীই হৌক না কেন আল্লাহ্র নিকটে তা গৃহীত হবে না। আর এ ধরনের আমলকারীর জান্নাত পাওয়ার আশা করা যায় না। যদিও ঈমানের কারণে কোন একদিন ঐ ব্যক্তি জান্নাত পেতেও পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি তার ছালাত ঠিক থাকে, তাহ'লে সমস্ত আমল ঠিক হবে। পক্ষান্তরে ছালাত বরবাদ হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে' *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছাহীহা হা/১৩৪৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়' *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৬৯, ৫৭৪)*। অনেক জাহান্নামী মুমিন বুঝেসুঝে খালেছ অন্তরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করেছে, তারা উক্ত ঈমানের কারণে অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে তারা সেখানে 'জাহান্নামী' বলেই পরিচিত হবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৪, ৫৫৮০, ৫৫৮৪ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৮৫)ঃ জানাযার ছালাতে পায়ে পা মিলাতে হবে কি? জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার ছালাত জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আহাদ
সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ ফরয ছালাত ব্যতীত বেশ কিছু নফল ছালাত রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আত সহকারে আদায় করতেন। যেমনঃ ঈদায়েন, ইস্তিস্ক্বা, চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের ছালাত, জানাযার ছালাত ইত্যাদি। জামা'আত শুরু করার পূর্বে তিনি কাতার সোজা করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াতে বলতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯১)*। কাজেই জানাযার ছালাত কাতার সোজা করে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে আদায় করা সুন্নাত। পরিষ্কার ও পবিত্র জুতা পরে ফরয-নফল যেকোন ছালাত আদায় করা যায় *(বুখারী ১/৫৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৮৬)ঃ আমার পিতার বয়স প্রায় ৮০ বছর। তার খেদমতের জন্য তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুরোধ করলে তিনি বার বার তা প্রত্যাখ্যান করছেন। মাঝে

মাঝে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যে, ছেলে-মেয়েদের পক্ষে পেশাব-পায়খানা বা নাপাকী পরিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে তার খেদমত করব?

-সিরাজুল ইসলাম
জ্যোতবাজার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় পিতার বিবাহ না দিয়ে ছেলেমেয়েরা তার যাবতীয় খেদমত করবে। এটাই শরী'আতের নির্দেশ। পিতার নাপাকী পরিষ্কারের জন্য আধুনিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায় তার খেদমত থেকে পিছিয়ে আসা যাবে না। কেননা আল্লাহ পিতা-মাতার অনুগত হ'তে এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহশীল হ'তে সন্তানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় *(ইসরা ২৩)*। ছহীহ হাদীছ সমূহেও পিতা-মাতার খেদমত সম্পর্কে জোর তাকীদ এসেছে *(মিশকাত হা/৪৯১১-১২)*। সুতরাং পিতা-মাতা যখন যে সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তখন সে সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব হ'ল তাঁদের ছেলে-মেয়েদের। অতএব প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় যত কষ্টই হৌক ছেলে-মেয়েকেই সব ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রশ্নঃ (২২/২৮৭)ঃ কিছু ভণ্ড লোক টুপি মাথায় দিয়ে মানুষদের দা'ওয়াত দিচ্ছে এই বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মহব্বত হ'লেই জান্নাত অবধারিত। এরা ছালাত আদায় করে না। শুধু মীলাদ নিয়ে ব্যস্ত। এরা কি সঠিক পথে আছে?

-মিনহাজুল আবেদীন
চাপাচিল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রকৃত মহব্বত হবে তাঁর কথা ও কর্মের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে *(বাক্বারাহ ৩১)*। তিনি আল্লাহ্র হুকুমে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করে গিয়েছেন ও নিজে আদায় করে গিয়েছেন। তিনি কখনই মীলাদ অনুষ্ঠান করেননি বা কাউকে করতে বলেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে ৬০৪ বা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল এলাকার গভর্ণর মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী কর্তৃক প্রথম প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান চালু হয়। অতএব নিঃসন্দেহে এটি বিদ'আত। মীলাদ অনুষ্ঠান করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতের নামে ভণ্ডামি বৈ কিছুই নয়। আর বিদ'আতের পরিণাম হ'ল জাহান্নাম *(নাসাঈ হা/১৫৭৯)*। এক্ষণে যারা ছালাত বাদ দিয়ে মীলাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা নিঃসন্দেহে ভণ্ড ও তাদের দা'ওয়াত মিথ্যা। প্রকৃত মুমিনকে এসব প্রতারক ও বিদ'আতী লোকদের থেকে সর্বদা দূরে থাকা কর্তব্য এবং তাদেরকে কোনরূপ সম্মান না করাই শরী'আতের হুকুম *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯ সনদ হাসান, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

এরা যতদিন বিদ'আত করতে থাকবে, ততদিন সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের কাছ থেকে লোপ পেতে থাকবে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না *(দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদ'আত করল বা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দিল, তার উপরে আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত আল্লাহ্র নিকটে 'হজ্জের অনুষ্ঠানাদি' কবুল হবে না' *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮ 'হজ্জের অনুষ্ঠানাদি' অধ্যায় 'হরমে মদীনা ও তার প্রহরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৮৮)ঃ বর্তমানে চুল কালো করার জন্য বাজারে 'দুলহান ব্লাক নাইট' নামক এক প্রকার তৈল বের হয়েছে। এটা কি ব্যবহার করা যাবে?

-জামীলা খানম
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত তৈল যদি পাকা চুলকে কালো করে, তাহ'লে তা ব্যবহার করা যাবে না। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুল কালো করা থেকে বেঁচে থাক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। তিনি বলেন, আখেরী যামানায় কিছু লোক হবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো রংয়ের খেযাব দিয়ে চুল কালো করবে। এরা জান্নাতের বু-বাতাসও পাবে না' *(আবূদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫২ বাংলা মিশকাত হা/৪২৫৫ '(পো)যাক' অধ্যায়, 'চুল আচড়ানো' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৮৯)ঃ আমি মসজিদে ছালাত আদায়ে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে মসজিদে যেতে দেয় না। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন যে, মসজিদে ছালাত আদায় না করলে তা কবুল হবে না। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক সমাধান দিলে উপকৃত হব।

-মুসাম্মাৎ আঞ্জুয়ারা
ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ স্ত্রী যদি মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহ'লে বিনা কারণে তাকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করা স্বামীর পক্ষে উচিত নয়। কেননা এটা একটি উত্তম কাজ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করো না, যদিও বাড়ীতে ছালাত আদায় করা তাদের জন্য উত্তম' *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৫৬৭, 'মহিলাদের মসজিদে গমন' অনুচ্ছেদ, ঐ, মিশকাত হা/১০৬২ 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মার্চ/২০০২ প্রশ্নোত্তর ৩৫/২১০)*।

জনৈক ব্যক্তি যে বলেছেন, 'মসজিদে ছালাত আদায় না করলে সে ছালাত কবুল হবে না'। এ কথা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/২৯০)ঃ পশু প্রজনন কর্মচারীদের উক্ত কাজের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? এই পদ্ধতিতে পশুর যৌনতৃপ্তি পূর্ণ না হ'লে কোন অসুবিধা হবে কি?

-আবদুল আযীয

সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ষাঁড়ের প্রজননের কোন বিনিময় মূল্য নেওয়া নিষিদ্ধ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৫৬ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। তবে প্রয়োজনে সম্মানী হিসাবে কিছু গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুমতি দিয়েছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৬৬, সনদ ছহীহ)*। অতএব ব্যবসা হিসাবে এটা করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে গবাদিপশু উন্নয়নের স্বার্থে কোনরূপ বিনিময় মূল্য ছাড়াই এরূপ করা যাবে এবং কর্মচারীদের সম্মানী ভাতা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে দিতে হবে। উক্ত পদ্ধতিতে যৌনতৃপ্তি হয়ে থাকে। নইলে গাভীর ডিম্ব নির্গত হবে না। ফলে বাচ্চাও হবে না *(দ্রঃ আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ২/১০২)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৯১)ঃ খাদ্যদ্রব্য কি মেপে গ্রহণের কথা হাদীছে এসেছে? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল ওয়াহ্হাব
প্রেমতলী মোড়
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ খাদ্যদ্রব্য মেপে নিলে তাতে বরকত রয়েছে। মিক্বদাদ ইবনে মা'দী কারব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য মেপে নাও। এতে তোমাদের জন্য বরকত প্রদান করা হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৮ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। সুতরাং মেপে খেতে হবে এমনটি নয়; বরং খাদ্যদ্রব্য মেপে রান্না করলে এতে কল্যাণ রয়েছে বলে হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ (২৭/২৯২)ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছি। এ স্বপ্ন কি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

-সাবীনা ইয়াসমীন
উযীরপুর, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বাস্তবিকই যদি কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে, তাহ'লে সেটি অবশ্যই সত্য হবে এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে ব্যক্তি সত্যিই আমাকে দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬০৯-১০ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখা স্বপ্ন সঠিক না বেঠিক, সেজন্য ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত রাসূলের 'শামায়েল' বা আকৃতি-প্রকৃতি যাচাই করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কোন বে-আমল, মুশরিক ও বিদ'আতী রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখবে এমন কথা চিন্তা করাও বৃথা। কেননা এটি নিঃসন্দেহে একটি নেক স্বপ্ন এবং নেক স্বপ্ন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিকেই মাত্র দেখানো হয় *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬০৭ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৯৩)ঃ কিছু লোককে দেখা যায় দৈনিক মাছ, গোশত, দই, মিষ্টি, ফলমূল ইত্যাদি খায়। এগুলি কি অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়?

-মুনীরুল ইসলাম
রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই হালাল খাদ্য খাবে। আল্লাহ্‌র শুকরিয়ার সাথে খেলে এতে আল্লাহ বেশী খুশী হন। তবে যদি সে কৃপণতা করে কিংবা নষ্ট করে, তাহ'লে তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খাও ও পান কর, অপচয় কর না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে অপসন্দ করেন' *(আ'রাফ ৩১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যা খুশী খাও এবং যা খুশী পরিধান কর। তবে এ বিষয়ে তোমাকে দু'টি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাহ'ল অপচয় ও অহংকার' *(বুখারী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৮০-৮১ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯৪)ঃ জনৈক মাওলানা রুকূ থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে বহু দলীল ও যুক্তি দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। এ বিষয়ে 'দারুল ইফতা'-র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

-আকরাম
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ এ বিষয়ে আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীর জওয়াবটি সঠিক বলে আমরা মনে করি। তিনি বলেন, 'আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রুকূ থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি ভ্রান্তিকর বিদ'আত। কেননা এ বিষয়ে কোনরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। যদি এর কোন ভিত্তি থাকত, তাহ'লে একটি সূত্রে হ'লেও বর্ণিত হ'ত। সালাফে ছালেহীন-এর কেউ এরূপ করেননি বা হাদীছের ইমামগণের মধ্যে কেউ এরূপ বলেননি' *(ছিফাতু ছালাতিল নবী, বৈরুতঃ মাকতাবা মা'আরিফ, ১৪১১ হিঃ, ১৩৮-১৩৯ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য 'দীর্ঘ ক্বিয়াম ও প্রশান্তি' অধ্যায়)*। বিষয়টি ছালাতের মধ্যকার সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। অতএব এ বিষয়ে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি হ'তে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৬৪-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২৯৫)ঃ বাংলা ভাষা মানুষের না আল্লাহ্‌র তৈরী? পৃথিবীর মানুষ কয়টি ভাষায় কথা বলে?

-মুজীবুর রহমান
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শুধু বাংলা ভাষা নয় পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'ল আসমান ও যমীন সমূহ সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রংয়ের বৈচিত্র্য সৃষ্টি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে' *(রূম ২২)*।

পৃথিবীতে প্রায় ৫ হাযার ভাষায় মানুষ কথা বলে। তন্মধ্যে শুধু ভারতেই ১৩০০টি ভাষা চালূ আছে' *(এম, আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ ও নতুন বিশ্ব, ২য় অংশ, পৃঃ ৪২; গৃহীতঃ মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ '৯৯ দরসে কুরআন 'ভাষা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি')*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৯৬)ঃ ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ মওকূফ করে দিলে আল্লাহ তাকে কি পরিমাণ নেকী দিবেন?

-নে'মতুল্লাহ
ইনছাফনগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এটা হচ্ছে অপারগদের সহযোগিতা করা। এ ধরনের ঋণ মওকূফকারী ও সহযোগিতাকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোককে সুযোগ দিবে, অথবা মাফ করে দিবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে তার বিপদ সমূহের মধ্যকার কোন বিপদ থেকে মুক্তি দান করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩ 'দরিদ্রতা ও অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৯৭)ঃ জানাযার ছালাতে ১ম তিন তাকবীর না পেয়ে শেষের তাকবীর পেলে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে কি? এবং বাকী তাকবীরগুলি ক্বাযা করতে হবে কি?

-আবদুস সাত্তার
কলারোয়া বাজার
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতে জানাযার তাকবীর ছুটে গেলে ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হবে এবং ঐ তাকবীরগুলি আর ক্বাযা করতে হবে না' *(ইবনু আবী শায়বা; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৭ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জানাযার ছালাত আদায় করি, অথচ আমার নিকটে কিছু তাকবীর অস্পষ্ট থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যা শুন তা পড়, আর যা ছুটে যায় তার ক্বাযা নেই' *(ঐ) দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৫*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৯৮)ঃ প্রভাবশালী লোকদেরকে দেখে কিছু লোক ভয় করে এবং তাদের অন্যায় কাজগুলি দেখে চুপ থাকে। অন্যায় প্রত্যক্ষ করার পরও কি প্রতিকার করা ঠিক হবে না?

-মিকাঈল হোসাইন
নাযিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না। আমাকে ভয় কর *(মায়েদাহ ৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন কোন অন্যায় হ'তে দেখে, অথচ তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ করেন' *(ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২, সনদ ছহীহ 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অবশ্যই কোন ব্যক্তি যেন হক্ব কথা বলতে ভয় না করে যখন সে হক্ব জানতে পারবে' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৩৭)*। তিনি আরো বলেন, 'সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে অন্যায়কারী নেতার নিকট হক্ব কথা বলা' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৪০; মিশকাত হা/৩৭০৫)*। সুতরাং প্রভাবশালী হৌক বা অন্য কেউ হৌক অন্যায়কারীকে ভয় করা চলবে না। সাধ্য অনুযায়ী অন্যায় কাজের প্রতিকার করতে হবে। না হ'লে অন্ততঃ মনে মনে ঘৃণা করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭ 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৯৯)ঃ রাফ'উল ইয়াদায়েন যে করে আর যে করে না, শরী'আতের দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

-ছাবের আলী মণ্ডল
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে, সে ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না সে সুন্নাত বিরোধী আমল করে। রুকুতে যাওয়া ও রুকু হ'তে ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে অন্যূন ৪০০ হাদীছ এসেছে এবং এ বিষয়ে চার খলীফা সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী কর্তৃক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে উন্নীত। পক্ষান্তরে রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'যে মুছল্লী রাফ'উল ইয়াদায়েন করে সে মুছল্লী আমার নিকটে অধিক প্রিয় ঐ মুছল্লীর চেয়ে যে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না। কেননা রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর মযবূত' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/১০; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৬৫-৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩০০)ঃ জনৈক মাওলানা তার বক্তব্যে বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম আমলনামা হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাতে দিবেন। কথাটি কতটুকু সত্য?

-মুঈনুদ্দীন
মহানন্দখালী, নওহাটা
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি মওযূ বা জাল *(ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মওযূ'আত, ১/৩২০ পৃঃ, হযরত উমর (রাঃ)-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। এ ধরনের হাদীছ বর্ণনা করা হ'তে বিরত থাকা অপরিহার্য।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩০১)ঃ গত ৩০শে ডিসেম্বর'০২ খুলনা শিল্প ব্যাংকে এশার জামা'আত শেষে তাবলীগ জামা'আতের জনৈক মুরব্বী 'ফাযায়েলে আমল' বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠা হ'তে 'ফাযায়েলে যিকর' অধ্যায়ে বর্ণিত ২০ লক্ষ নেকীর নিম্নোক্ত দো'আটি-

لا اله الا الله وحده لا شريك له احداً صمداً لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد-

পাঠ করে আমাকে হাত তুলে দো'আ করতে অনুরোধ জানান। উল্লেখিত বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-গোলাম মুক্তাদির (বাবু)
১৯২ বি,কে, রায় রোড, খুলনা

Contents

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(যঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খণ্ড, হা/৯৩৭, তাহক্বীক্ব নাছিরুদ্দীন আলবানী)*। এ ধরনের 'জাল' হাদীছ বর্ণনা করা ও তার উপর আমল করা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে জাহান্নামে স্বীয় ঠিকানা করে নেয়' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম ৭ম পৃঃ, দেউবন্দ ছাপা 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা জঘন্য অপরাধ' অনুচ্ছেদ; বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩০২)ঃ আমাদের বাড়ীতে একটি পুরানো কুরআন শরীফ আছে যার পৃষ্ঠা জরাজীর্ণ। তাতে হাত দিলেই ছিঁড়ে যায়। এখন প্রশ্ন হ'লঃ পুরানো কুরআন শরীফটি পুড়িয়ে এর ছাই মাটির নীচে পুঁতে রাখা যাবে কি?

-সোহেল রানা
হোসেনাবাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ছেঁড়া বা নষ্ট হওয়া কুরআন শরীফ ফেলে না দিয়ে বা কোন স্থানে রেখে না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে তার ছাই কোন পবিত্র স্থানে ফেলে দেওয়াই শরী'আত সম্মত।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কুরআনের ক্বিরাআতে মতভেদ দেখা দিলে তিনি কুরআনের বিভিন্ন ক্বিরাআতের কপিসমূহ একত্রিত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তার নির্দেশ অনুযায়ী কুরায়েশী ক্বিরাআতের মূল নুসখা বা সংকলনটি রেখে অবশিষ্ট নুসখাগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের হেফাযতের জন্য কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দেওয়া জায়েয আছে' *(বুখারী ২/৭৪৬ পৃঃ; ঐ, মিশকাত হা/২২২১ 'ফাযায়েলে কুরআন' অধ্যায়; মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৬/২১৬ দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩০৩)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াতের পরিবর্তে শুধুমাত্র তার অর্থ বাংলায় পাঠ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-মামূনুর রশীদ
সোনাচাকা, নোয়াখালী।

উত্তরঃ কুরআনের আয়াতের পরিবর্তে শুধুমাত্র তার অর্থ বাংলায় পাঠ করে ছালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ শুধু অর্থকেই কুরআন বলা হয় না। বরং কুরআন বলা হয়, শব্দ এবং অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় কখনো ছালাতে কুরআনের অর্থ পাঠ করেননি। তিনি বলেন, 'তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী 'আযান' অধ্যায় ১/৮৮; ঐ, মিশকাত হা/৬৮৩)*। অধিকন্তু 'অর্থ' বা তরজমা মানুষের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তা সরাসরি আল্লাহ্‌র কালাম নয়। অতএব তাকে কালামুল্লাহ মনে করে ছালাতে পাঠ করা যাবে না। কেননা ছালাতে কেবলমাত্র 'কালামুল্লাহ' থেকেই ক্বিরাআত করার হুকুম এসেছে। সেখানে 'কালামুন্নাস' বা মানুষের কথা শরী'আতে অনুমোদিত নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩০৪)ঃ স্বামী কয়েকদিনের জন্য কোন কারণ বশতঃ সফরে অথবা অন্য কোথাও গিয়েছে। এমন সময়ের মধ্যে হঠাৎ করে পিতা-মাতা কিংবা কোন নিকটাত্মীয় মারা গিয়েছে বলে যরূরী সংবাদ আসলে স্বামীর হুকুম ছাড়া ঐ সংবাদে সাড়া দেয়া যাবে কি? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-হালীমা বেগম
কাযী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ সর্বাবস্থায় স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। স্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্যত্র যাওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '.... যে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নু'আইম; মিশকাত হা/৩২৫৪, 'নারীদের সাথে ব্যবহার' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। তবে প্রশ্নোল্লেখিত যরূরী অবস্থায় যদি স্বামী উপস্থিত না থাকেন এবং তার পক্ষ থেকে সে স্থানে যেতে শরী'আত সম্মত আগাম নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তাহ'লে স্ত্রী সে স্থানে যেতে পারবে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা থাকলে যেতে পারবে না।

প্রশ্নঃ (৪০/৩০৫)ঃ আমাদের সমাজে বহু পূর্ব হ'তে ওয়াক্বফকৃত জমিতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সহ জুম'আর ছালাত আদায় হয়। গত ৩/৪ বছর পূর্বে মসজিদের অনতিদূরে হাফেযিয়া মাদরাসার কিছু জমি একটি বিদেশী সংস্থার নামে দান করে দেয়া হয়। সংস্থাটি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানেই ছালাত শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে পুরাতন মসজিদ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে মসজিদ কমিটির অসাধুতার কারণে মসজিদে ছালাত আদায় নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল- মাদরাসার জমির উপর নির্মিত মসজিদে ছালাত হবে কি? পুরাতন মসজিদটি পুনরায় চালু করতে কোন বাধা আছে কি?

-আবুল মুকাররম
সহকারী ষ্টেশন কর্মকর্তা
লামা মুখবন চৌকি
লামা, বান্দরবান।

উত্তরঃ মাদরাসার ওয়াক্বফকৃত সম্পত্তির উপর সর্বসম্মতিক্রমে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেখানে ছালাত আদায় করাই শরী'আত সম্মত। মসজিদ কমিটির অসাধুতার কারণে পুরাতন মসজিদ পুনরায় চালু করা যাবে না। বরং মসজিদ কমিটির অসাধুতা বন্ধ করতে হবে। পুরাতন মসজিদের সম্পদ নতুন মসজিদের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে অথবা ঐ জমি বিক্রি করে তার অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করতে হবে।